# গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

# নুরজাঁহান রাজ্ঞীর জীবন চরিত।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

CALCUTTA.

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE,

By Anundchunder Vedantuvagees

AT THE TUTTOBODHINEE PRESS.

1858.

*Price Five Annas* মূল্য ।৵ পাঁচ আনা।

প্রথমবার মুদ্রিত
পুস্তক ২০০০ কাপি।

# নুর জাহান।

## প্রথম অধ্যায়।

### নুর জাহান রাজ্ঞীর আশ্চর্য্য জন্ম

---

একদা দুই পথিক সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া তৃণ পুষ্প সতেজ তরু বিহীন এক প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র ক্রমে রাত্রি প্রভাতা হইল। পূর্ব্বদিক রক্তিমবর্ণ, অরুণরাজও নিজ প্রভা সমভাবে দিঙমণ্ডলে প্রকাশিত করিলেন। অতি বিস্তারিত সেই মরু ভূমিতে তাহারা বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেখে, যে ঐ প্রান্তরের পরিসীমা করা দুষ্কর: কোথায় তাহার শেষ হইয়াছে, কোন মতে দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তৃণ লতা বৃক্ষ প্রভৃতি কিছু মাত্র উদ্ভিজ্জ তাহাতে নাই, যে তাহা লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগের গম্য স্থান নিরূপণ করিতে পারে। পথ নাই যে কোন্ পথে যাইতে

হইবে, তাহা বিবেচনা করিতে পারে, কেবল মাঝে মাঝে অতি প্রাচীন এক একটি মুড় গাছ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদেব বিশেষ উপলব্ধি হইল, যে সেস্থান বহুকাল পর্য্যন্ত মরুভূমি হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, ঐ শুষ্ক গুঁড়ি গুলান তাহার প্রমাণ স্বরূপ। পথিকেরা দুঃখিত মনে কিয়ৎকাল সেই শুষ্ক তরু মূলে বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করত আরবার পর্য্যটন করিতে লাগিল, তথায় কিছুমাত্র দর্শনীয় বস্তু নাই, যে তাহা দর্শন করিয়া আপনাদিগের নয়ন পরিতৃপ্ত করে, মনে মনে বড়ই অসুখী, কি করিবে ভাবিয়া তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কোন ফকিরেব আশ্রম দেখিতে পাইলেও তাহা আশ্রয় লইয়া আপনাদিগের শ্রান্তি দূর করিতে পারিত। আর কোন পর্য্যটকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিত। আহা! সেই ভয়ানক জনশূন্য স্থানে একটি মাত্র জলাশয় নাই, যে তাহার জল পান করিয়া তাহারা আপনাদিগের তৃষ্ণা নিবৃত্তি করে।

ঐ পর্য্যটক দ্বয়ের মধ্যে একজন পুরুষ এবং এক জন স্ত্রী, পুরুষ তাতার জাতি ছিল, আর ঐ স্ত্রী এক পরম সুন্দরী রমণী, কিন্তু সদ্বংশোদ্ভবা ছিল

না, তাতার তাহার প্রণয় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া জ্ঞাতি কুটুম্বের অনভিমতে তাহাকে বিবাহ করাতে, ঘ্যাভিজাত্য দোষ হেতু তাহারা তাহাকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করে, সুতরাং আপন জন্মভূমিতে, বাসস্থান না পাইয়া বিদেশে বাস করিবার প্রত্যাশায় তিনি এতদ্রূপ ভ্রমণ করিতে ছিলেন। ঐ ব্যক্তি অতি সৎবংশজাত রূপবান পুরুষ, ভদ্রলোকদিগকে যে সকল সদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হয়, তিনি সে সকল গুণেরই আধার স্বরূপ ছিলেন, অতিশয় সাহসিক এবং কর্ম্মদক্ষ, কোন কঠিনকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে হইলে তিনি তাহাতে পরাঙমুখ হইতেন না, দুঃসধ্য সাধনে বড়ই তৎপর, ইহাতে যদি নানা প্রকার দুঃখভোগ করিতে হইত, তাহাও তিনি ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করিতেন! এ সকল গুণে গুণী হইয়াও তিনি অশিষ্ট এবং অহঙ্কারী ছিলেন না, বরং দয়াবান নম্র এবং শান্ত প্রকৃতি হেতুক সকলের সহিত সদ্ভাবে কালযাপন করিতেন। তিনি যেরূপ রূপবান, তাঁহার ভার্য্যাও সেইরূপ রূপবতী ছিল, কিন্তু অতিশয় কোমলাঙ্গী, অত্যল্প পরিশ্রম করিতে হইলেই একেবারে সে দুর্ব্বলা হইয়া পড়িত, বিশেষতঃ সে সময় তাহার গর্ভবস্থ, প্রসব যন্ত্রণার উপক্রম হইতেছিল, ঐ দুর্দৈব প্রাতঃকালে তাহারা তরু-

মূল হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগের নিকট যে অত্যল্প খাদ্য সামগ্রী ছিল, উভয়ে তাহাই আহার করিল, কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল না, উহাই তাহাদের শেষ ভোজন, পরে আহার করিবে এমন কিছুমাত্র দ্রব্য তাহাদের সমভিব্যাহারে ছিল না। তাতার সেস্থান হইতে অধিক দূর প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার নিকট চর্ম্মাবৃত থলির মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ জল রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া ঐ দুর্ব্বলা ভার্য্যাকে পান করিতে দিল। কি দুর্বিপাক! তথায় বিলম্ব করিলে নিশ্চয় মৃত্যুর সম্ভাবনা এবং অগ্রসর হইলেই বা কি হইবে, কোন প্রকারে তাহাদের দুঃখের প্রতীকার হইবার কোন আশা দেখিতে পাইল না। বহুদিন পর্য্যটন না করিলে গম্যস্থানে উত্তরিবার কোন উপায় নাই, সঙ্গে কিছু খাদ্য সামগ্রী নাই, যে তাহা ভোজন করিয়া এতাদৃশ বহুদূর গমন রূপ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ভ্রমণকারী লোকও সে স্থানে অতি বিরল, অন্য কোন পথিকের সহিত যে তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব নিশ্চয় স্থির করিল, যে এই ভয়ানক প্রান্তরই আমাদের কালস্বরূপ, ইহাতেই আমাদিগকে পতন হইতে হইবে। ত তারের স্ত্রী অতি দুর্ব্বলা, একটি বেতুয়া ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া

ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল, চারি পাচ দিন পূর্ব্বাবধি ঘোঁড়াটা অত্যপ আহার পাইয়াছিল, এজন্য কৃষ হইয়া বড়ই শীর্ণ হইল, প্রায় চলিতে পারিল না। আহা! পরে যে ভারি বিপদে পড়িতে হইবে, ঐ দুর্ভগা রমণী তাহার কিছুই জানিত না। সমুদয় ভক্ষ্যদ্রব্যের যে একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে, ইহাও সে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তাহার স্বামী অতি বুদ্ধিমান ও দয়াবান পুরুষ, পাছে তৎতৎকাল উপস্থিত হইলে সহায়তা অভাবে পত্নীর প্রাণ বিয়োগ হয়, এজন্য ঐ অকিঞ্চিৎকর খাদ্য সামগ্রী হইতেও তিনি একখানি রুটী লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন, তখন মনে করিলেন প্রসব যন্ত্রণায় কাতরা হইয়া যখন প্রিয়তমা বড়ই দুর্ব্বলা হইবে, তখন এই রুটীখানি আমি তাকে ভোজন করাতে দিব। অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ, তথাপি ঐ সাহসী মনষ্য আপদ দুরবস্থাতেও অবসন্ন হইলেন না, মনে করিলেন যে, যে ঈশ্বর পথিক দিগের পথ দর্শক স্বরূপ হইয়া লোকাকীর্ণ দেশে অথবা নির্জন অরণ্য মধ্যে লইয়া যান, তিনি আমাদগের বিপদুদ্ধার হেতু কোন না কোন উপায় করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, ইহা ভাবিয়া পর্য্যটনে তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে দিবাকরের প্রখর প্রভা

উদিত হওয়াতে গ্রীষ্মেরও আধিক্য হইতে লাগিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তথায় পত্র পল্লব সংযুক্ত এমন কোন বৃক্ষশাখা নাই, যে তাহার তলায় আশ্রয় লওত দিনকরের অসহ্য কিরণ হইতে তাহারা রক্ষা প্রাপ্ত হয়। ভাতার ইহাতে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া আপন হস্তস্থিত ছাতাটি ভার্য্যার মস্তকোপরি ধরিয়া আপনি ঐ বেটুয়া ঘোড়াটির পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। তাতার তাহার পাশে যাইতে বহু কষ্ট পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বড় একটা দুঃখ বোধ করিলেন না। আহা! নিজে তিনি ভদ্রলোকের সন্তান, কতক্ষণ ছাতা ধরিয়া ঘোঁড়ার পার্শ্বে চলিতে সক্ষম হইবেন, কিয়ৎকাল বিলম্বেই তাহার হস্তে অতিশয় বেদনা হইল, ব্যথা হেতু ছাতার ভার সহ্য করা তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। প্রিয়তমার দুঃখ হেতু অতিশয় কাতর, কেননা সে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় শ্রান্তিযুক্ত হইয়াছে। দুঃখের আর সীমা পরিশেষ নাই। তিনি পূর্ব্বে যে রুটীখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, রাত্রি আগত না হইতে হইতেই তাহা একেবারে ফুরাইয়াছিল।

এদিকে বেলাবসান হইল, নিকটে কোন আশ্রম নাই, যে তাহার মধ্যে গমন করত রাত্রিযা-

পন করেন, এজন্য স্বামী আপনার হস্তস্থিত ছাতার বাঁটটি ভূমিতে পুতিয়া পালঙ্গের চাদর খানি তাহার উপর আচ্ছাদন করত কথঞ্চিৎ একটি তাম্বুর মত করিলেন। রাত্রিকালের অস্বাস্থ্যকর বায়ু ভার্য্যার গাত্রে লাগিলে তাহার পীড়া হইবে বলিয়া তাহাকে ঐ তাম্বুর ভিতরে শয়ন করিতে কহিলেন। একে দুর্ব্বলা রমণী তাহাতে আবার সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া অতিশয় শ্রান্তা হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তৃষ্ণা হেতু তাহার জিহ্বা শুষ্ক হইতে লাগিল, আর তাহার সমস্ত অঙ্গে শীঘ্র২ রক্ত পরিচালন হওয়াতে, পা অবধি মাথা পর্য্যন্ত একেবারে উষ্ণ হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া তাতার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, প্রিয়তমার জ্বর হইবে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ হইয়াছে। ইহাতে তিনি কতই চিন্তিত হইলেন, তাহা বর্ণ দ্বারা বর্ণন করা কেবল বৃথা চেষ্টা মাত্র। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নিকটে কিছু খাদ্যদ্রব্য নাই, এবং জলও নাই, যে তাহাকে তাহা খাইতে দিয়া কোন প্রতীকার করিতে পারি। প্রসব বেদনারও উপক্রম হইতেছে, একে ঘোর অন্ধকার রাত্রি এবং প্রান্তর ময় স্থান, অন্যের কথা দূরে থাকুক, হিংস্রক পশুদেরও তথায় বাস করা সুকঠিন, স্পষ্ট বোধ

হইতেছে ইহা যমরাজার রাজ্য, অদ্য আমরা উভয়ে হেথায় প্রাণে হত হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রসব যন্ত্রণাতে অবলা রমণী বিস্তর ক্লেশ পাইল, তথাপি নীরব হইয়া রহিল, একটি কথাও কহিল না। পূর্ব্বে পিপাসা হেতু অতিশয় কাতরা ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে প্রসব যন্ত্রণার প্রাবল্য হেতু সে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় তৃষ্ণার্ত্তা হইল। বিপদ কালে অবসন্ন হওয়া অনুচিত, বরং যাহাতে সে আপদ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কৃতসাধ্যে তাহার চেষ্টা করা বিধেয়। এইরূপ অনেক ভাবনার পর স্বামী মনে মনে একটি উপায় স্থির করিয়া তাহা সমাধা করণে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। এদিকে স্ত্রীর যাতনাও প্রতি মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব তিনি মনের চাঞ্চল্য হেতু এক প্রকার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া খড়্গ হস্তে পূর্ব্ব নির্ম্মিত সেই তাম্বুটি পরিত্যাগ করিলেন, স্ত্রী বিনা এজগতে আমার অধিক প্রিয় আর কোন পদার্থই নাই, আমি কৃতসাধ্যে ইহার প্রাণ রক্ষণে বিশেষ যত্ন করিব, এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া তিনি দৌড়া দৌড়ি পূর্ব্বোক্ত বেটুয়া ঘোঁড়াটীর নিকটে গমন করত তাহার গলদেশে খড়্গাঘাত করিলেন, আর তাহাতে যে রক্ত নির্গত হইল, তাহা একটা পাত্র মধ্যে লইয়া পুনর্ব্বার তাম্বতে প্রবেশ করিলেন।

এমত সময়ে তাম্বুর ভিতরে এক শিশুর রোদন শুনিতে পাইয়া মনে করিলেন, আমি অল্প- ক্ষণ তাম্বুতে অনুপস্থিত ছিলাম, বুঝি এই অবসরে প্রিয়তমার এক সন্তান হইয়া থাকিবে; যাহা ভাবিলেন তাহাই হইল। ভিতরে আসিয়া দেখেন যে স্ত্রী অচেতন ভাবে ভূমি তলে শয়ন করিয়া আছে, নব প্রসূত একটী কন্যা সন্তান রোদন করিতেছে, তখন অপত্য স্নেহ তাঁহার অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হওয়াতে চক্ষু হইতে কতই অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সমূহ বিপদে পরিবেষ্টিত, অতএব সে ভাব তাঁহার হৃদয় মধ্যে আর অনেক ক্ষণ রহিল না, এক্ষণে বিপদ শান্তির উপায় করিতে লাগিলেন। পাত্রস্থিত ঘোটকের রুধির ঐ দুঃখিনী ভার্য্যার ওষ্ঠদ্বয়ে ধরাতে সে তাহার কিয়দংশ পান করিয়া কিঞ্চিৎ সবল হইয়া উঠিল। স্বামী কতক গুলী শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সেই নির্জন স্থানে একটা অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, এবং ঐ হত ঘোড়াটার খানিক মাংস তাহাতে ঝলসাইয়া ক্ষুধার্ত্তা রমণীকে ভোজন করিতে দিলেন। একে ঘোড়ার মাংস দুষ্পচ তাহাতে আবার দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, বিস্বাদ হেতু তাহা ভোজন করা বড় কঠিন হইল বটে, কিন্তু ক্ষুধা এবং ভয়ানক যাতনাতে অতিশয় কাতরা হইয়াছে, এজন্য সে তা-

হার কিয়দংশ ভোজন করত সেই নিদারুণ সময়ে এক প্রকার প্রাণ রক্ষা করিল। পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে সমুদয় প্রান্তরটা একেবারে উজ্জ্বলীকৃত হইল। তাতারের ভার্য্যা অতিশয় কৃষা, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে গেলেও ঘুরিয়া পড়ে; পদ প্রক্ষেপ করিতে হইলে যেন চারিদিক অন্ধকার দেখে। সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া না গেলেও নয়, কি করে সে আপনার ক্ষুদ্র সন্তানকে ক্রোড়ে লওত স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীরে২ গমন করিতে লাগিল। আর সে ঘোড়া নাই, যে পাথেয় দ্রব্য সকল বহন করিতে পারে, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে যে সকল প্রয়োজনীয় বোচ্কা বুচ্কী ছিল, সকলই তাতারকে স্বয়ং বহন করিতে হইল। কিয়দ্দূর এইরূপে যাইতে যাইতে ভ্রমবশতঃ অর্দ্ধক্রোশ দূরে যেন একটা নির্ম্মল জল পূর্ণ সরোবর দেখিতে পাইয়া তাহারা মনে মনে স্থির করিল, এবারে আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে, এমন উপায় দেখিতে পাইতেছি, উহার জলে প্রিয়তমার শরীর ধৌত করিব, তদ্দ্বারা তাহার ক্লেশের অনেক শান্তি হইতে পারিবে। দিঘীর চতুর্দ্দিক বৃক্ষ শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত, শাখা পল্লব পত্রাদির প্রতিবিম্ব সকল সেই নির্ম্মল বারির অধোভাগে স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতেছিল। পথশ্রান্ত পথিক দ্বয় তাহা দেখিয়া মনে করিল,

ক্ষত ক্ষণে ঐস্থানে আমরা উপস্থিত হইতে পারিব, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ওখানেই আমাদের ক্লেশ দূর হইবে। এক একবার তাহাদের বোধ হইল, গোরু সকল তাহার পাড়ে অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া যেন ইতস্ততঃ তৃণভক্ষণ করিতে ছিল, পরক্ষণেই তাহারা দেখিল, পূর্ব্বোক্ত গোরু সকল যেন দ্রুততর বেগে সেই জলের উপরিভাগে পড়িয়া ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। ঐ সরোবরের কিঞ্চিদন্তরে একটা প্রকাণ্ড নগর দেখিতে পাইল, তন্মধ্যে একটি অত্যুচ্চ অট্টালিকা, তাহার শোভাই বা কত, চতুষ্পার্শ্বস্থ মাঠ সকল ঐ বাটীর শোভাতে যেন শোভিত হইয়াছিল। দায়গ্রস্ত পথিকদ্বয় পূর্ব্বে ঐ নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কৃতান্তের করাল গ্রাসে এক প্রকার পতিত হইয়াছিল, বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে আশ্রয় দেখিয়া তাহারা যে পর্য্যন্ত সুখানুভব করিল তাহা বর্ণদ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। তাতার এবং তাহার রমণী তদ্দৃষ্টে অতিশয় পুলকিত হইয়া শীঘ্র২ ঐ সরোবর এবং নগরাভিমুখে যায়, কিয়দ্দূর গমনানন্তর তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখে যে সেখানকার লোক সকল বড়ই ব্যস্ত, তাহাদের বোধ হইল যেন ঐ নরবর্গ নগরের নানা দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে, সন্নিহিত মাঠ মধ্যে জন-

তার আর পরিসীমা নাই, লোকাকীর্ণ হইয়াছে। আহা! তদ্দর্শনে ঐ দুইজন ভ্রমণকারী কতই যে সাহস পাইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আহা! যে মনুষ্যজাতি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, যে সরোবরের জলে ধৌত হইলে তাহাদের শারীরিক ক্লেশ দুর হইতে পারে, যে বাটীতে আশ্রয় লইলে তাহাদের প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা আছে, সেই মনুষ্য, সরোবর, এবং গৃহ সকল তাহাদের নয়ন গোচর হইল। ইহাতে উৎসাহ পাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাতার পর্য্যটন করিতে কোন রূপে আর ত্রুটি করিলেন না, অধিক কথা কি বলিব, ঐ সকল বস্তু অবলোকন করিয়া তাহার দুর্ব্বলা স্ত্রীও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বামির হস্ত ধরিয়া গমন করিতে লাগিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহারা অগ্রসর হইয়া গমন করিতে লাগিল, কিন্তু সরোবর এবং নগর পূর্ব্বে তাহাদের সম্মুখ ভাগে যেরূপ দুরবর্ত্তী ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ রহিল, কোন মতেই নিকটস্থ হইল না। অতএব তাহারা বোধ করিল আমাদের কেবল অঙ্গ পরিচালন মাত্র হইতেছে, কিন্তু এক পাদও অগ্রসর হইতে পারি না। তথাপি তাহারা মনে মনে সংকল্প করিল, যে প্রতীক্ষিত স্থান মধ্যে আমরা অবশ্যই উপস্থিত হইব, তাহার কোন সন্দে-

হ নাই, কিন্তু কোথায় সে সরোবর এবং কোথায় বা সে নগর, সকলই যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্ষণকাল বিলম্বে তাহারা দেখিল যে কো-যাসায় চারিদিক অন্ধকার, পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু সকল কেবল তাহাদের ভ্রমমাত্র, অল্প ক্ষণের মধ্যে সেই কোয়াসা দূর হইয়া যাওয়াতে সরোবর এবং নগর আর তাহাদের নয়ন গোচর হইল না*। কেবল তৃণ বিহীন শুষ্ক মরুভূমি সম্মুখ ভাগে দৃশ্যমান হইতেছে। আহা! মনের উৎকণ্ঠা হেতু ঐ দুর্ভগা নারীর পীড়াতিশয্য হওয়াতে সে একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমি তলে পড়িল। বাঁচিবার আর কোন প্রত্যাশা নাই, তদ্দর্শনে তাতার মনে মনে বিবেচনা করিলেন, স্ত্রীতো এবারে মৃতপ্রায় হইয়াছে, শিশুটীকে বহন করিয়া সে কোন মতেই অধিক দূর আর চলিতে সক্ষমা হইবে না, এইরূপ ভাবনার পর, পতি চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি স্ত্রীকে রক্ষা করি, তবে সন্তানটি মরে, যদি সন্তান রক্ষায় প্রবৃত্ত হই, তবে স্ত্রী মরে। এখন এ দুয়ের কাহাকে রক্ষা করা বিধেয়। সন্তান গেলে অনেক সন্তান হইবে, কিন্তু স্ত্রী গেলে যাবজ্জীবন সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি

* ইহাকে মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণা বলে। মনুষ্যেরা ভ্রম প্রযুক্ত এই আশ্চর্য্য বস্তু দেখে।

দিতে হইবে ও শোকে আমিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। কি করি, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এযাত্রা সন্তানটিকে ত্যাগ করিয়া প্রাণেশ্বরীর জীবন রক্ষাই কর্ত্তব্য। কিন্তু মনুষ্যজাতি মায়ার বশতাপন্ন, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বাভাবিক যে অপত্য স্নেহ তাহাও কি কখন অন্তঃকরণ হইতে দূরীকরণ হয়। তাতায় একবার উঠে একবার বসে, কিন্তু যাহা হউক একটা স্থির না করিলেও নয়। তখন মাতা পিতা উভয়েরই অন্তঃকরণে যেন এক প্রকার ভগ্ন স্নেহ হইল, পূর্ব্ববৎ আর তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুজল নির্গত হইল না। অনির্ব্বচনীয় সঙ্কটে পড়িয়া পিতা স্থির করিলেন, দুইজনের মৃত্যুর মধ্যে বালিকাটির মৃত্যুই বিধেয়।

অনন্তর স্নেহের আধার ঐ সন্তানটিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করণে পিতা মাতা উভয়েই সম্মত হইলেন, বালিকাটিকে ক্রোড়ে দেওত জননী বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, হা! বিধাতঃ আমি এমন হতভাগিনীও জন্মিয়াছিলাম যে হৃদয়ের ধন সন্তানটিকেও রক্ষা করিতে পারিলাম না। এই নির্জ্জন মরুভূমিতে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে হইল। মাতা এইরূপ রোরুদ্যমানা হইয়া স্বামি হস্তে সন্তান সমর্পণ করিলেন। তিনি

তাহাকে বহন করিয়া একটি শুষ্ক বৃক্ষের গুঁড়ীর অধোভাগে লইয়া গেলেন। গুঁড়ীর ছায়া শিশুটিকে অরণ্যস্থ উত্তপ্ত বালুকা হইতে এক প্রকার আড়াল করিয়া রাখিল। পিতা তলস্থিত কতক গুলীন শুষ্ক তৃণ পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা তাহার সমুদায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। মুখটি কেবল বাহির হইয়া রহিল। সিংহাসনারূঢ় রাজার জীবন যে ঈশ্বর রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই আমার এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে রক্ষা করুন, এই কথা কহিতে কহিতে তাতার পুনর্ব্বার গিয়া আপন পত্নীর সহিত মিলিলেন। গিয়া দেখেন ধূলী মধ্যে অবলুণ্ঠিত হইয়া তৎপত্নী অচেতন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, অতিশয় দুর্ব্বলা, আর যে সে চলিতে পারিবে কোন মতেই তাহার এমন বোধ হইল না। এখন আর শিশুর ভার নাই, কিন্তু হইলে কি হয়, একে অপত্য বিরহে মনের বেদনা, তাহাতে আবার শারীরিক ক্লেশ, সামর্থ্য না থাকিলে সেতো গমন করিতে পারিবে না, অধিক কথা কি বলিব, উঠিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করা তাহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিল। একবার উঠে একবার পড়ে, এইরূপ অনেক যত্নে উঠিবা মাত্র তাহার ভয়ানক পিপাসা উপস্থিত হইল;

যাতনাতে অতিশয় কাতরা কিন্তু কি করে, বিধাতার ইচ্ছা, সুতরাং তাহাদের উভয়কেই মনের দুঃখেও নীরব হইয়া গমন করিতে হইল।

এইরূপে তাহারা কিয়দ্দূর যায়, কিন্তু ঈশ্বরকৃত স্বাভাবিক স্নেহ পরাজয় করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য, শিশুটিকে পরিত্যাগ করিয়া মাতা আর কতক্ষণ থাকিতে পারেন, মনের যাতনা হেতু তাহার শারীরিক ক্লেশ আর বোধ হইল না, এজন্য অপত্য বিরহে কাতরা হইয়া বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, বাছারে আমিই তোর মৃত্যুর মূল কারণ, আহা! এই নির্জন মরুভূমি মধ্যে আমি তোমাকে একাকী ফেলিয়া কোথায় যাইতেছি, যাদুরে! এমন অভাগিনী জন্মিয়াছিলাম, তোকেও আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না। এই রূপ ক্রন্দন করিতে করিতে মাতা স্পন্দহীনা হইয়া উত্তপ্ত বালুকা রাশিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন মধ্যাহ্ন কাল প্রখর সূর্য্যের কিরণ শরীরে যেন অগ্নিবৎ লাগিতেছে, এমন দুঃসময়ে প্রিয়তমার এই রূপ অবস্থা দেখিয়া স্বামির চক্ষু হইতে ধারা বাহিক অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, অপত্য বিরহে ভার্য্যা কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় সেই বৎসটিকে আনয়ন পূর্ব্বক ইহার

হস্তে সমর্পণ করি। পূর্ব্ববৎ আপনার হস্তস্থিত ছাতাটি লইয়া মৃত্তিকা মধ্যে তাহা স্থাপন করত তদুপরি একখানি চাদর ঢাকা দিলেন, তদ্দ্বারা ঐ ছাতাটী এক প্রকার অতি সামান্য তাম্বুর মত হ-ইলে, তিনি স্বপত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সকরুণ বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এই তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ কর, তাহা হইলে দুরন্ত দিবাকর তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। আমি তোমার শিশু আ-নিতে গমন করি, এই কথা বলিয়া যে বৃক্ষের মূলে পূর্ব্বে তিনি শিশুটিকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তা-হার অধোভাগে গমন করিয়া দেখেন, বালিকাটীর শরীরোপরি যে সকল শুষ্ক পত্র আচ্ছাদিত ছিল, তাহার একটিও নাই। প্রকাণ্ড একটা কালসর্প তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তন্মস্তকের সম্মুখ ভাগে ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া অতিশয় আ-শ্চর্য্য হইলেন, দ্রুততর বেগে ধাবমান হওত তাহার সন্নিকটে যাওয়াতে, সর্পটা ভীত হইয়া বালিকাটীকে পরিত্যাগ করত বৃক্ষ কোটরে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাঁহার কোন হানি করে নাই। আহা! পিতৃ স্নেহ, কেমন প্রবল, যাহার সন্তান আছে, সেই জানে। তদ্দর্শনে পিতা মনে স্থির করিলেন, ভয়ানক কা-লসর্প কি এখনও ইহাকে দংশন করিতে ত্রুটি ক-রিয়াছে। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বাছা আমার

কথনই জীবিত নাই। এই ভাবনাতে মূর্চ্ছিত
হইলে তাহার চক্ষু হইতে কতই অশ্রু পড়িল।
কিন্তু নিকটে যাইয়া দেখেন, সর্প তাহাকে দংশন
করে নাই, বালিকাটী জীবিত আছে। তিনি
আস্তে ব্যস্তে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আপন প্রি-
য়তমা ভার্য্যার নিকট গমন করিলেন, তখন সেই
অবলা রমণীর মুমূর্ষু কাল প্রায় উপস্থিত হইয়া-
ছিল, মুখে বাক্য নাই, এবং শরীরে স্পন্দও নাই;
অতিশয় দুর্ব্বল, হস্ত পায়ে খিল ধরিতেছে, ধূলায়
অবনত কলেবর, তাহা দেখিয়া স্বামি মনে২ স্থির
করিলেন, পীড়ার মৃত্যু চিহ্ন তো সকলই দেখিতে
পাইতেছি, অল্পক্ষণের মধ্যে ইহাঁর প্রাণ বিয়োগ হ-
ইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থা সন্দ-
র্শনে তাঁহার বক্ষস্থল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল,
বালিকাকে লইয়া স্ত্রীর বক্ষস্থলে রাখিবামাত্র সে যেন
মৃতদেহে চেতনা পাইয়া ঈষদ্দৃষ্টে শিশুটির প্রতি
দৃষ্টি করিতে লাগিল। পূর্ব্বে মানসিক এবং শা-
রীরিক উভয় যাতনাতেই ঐ নারী দুঃখ পাইতে
ছিল, এক্ষণে কন্যাটীকে প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার
চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল, ম-
নের দুঃখ আর রহিল না। সে ভূমিতে শয়ন ক-
রিয়াও বালিকাটীর বদন মণ্ডল শত শত বার চু-
ম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু শরীরে শক্তি নাই,

এ অবস্থা কতক্ষণ থাকিতে পারে? পরক্ষণেই ঐ অবলা নারী মূর্চ্ছাপন্না হইয়া একেবারে অচেতন প্রায় হইল। তদ্দর্শনে পতি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায় বিধাতঃ কি করিলে! এই জগতের মধ্যে আমার সর্ব্বস্বধন যে একমাত্র পত্নী তাহাও বিহীন হইলাম। হায়! কালস্বরূপ পাপাত্মা নির্দয় জাতি তুরস্কগণ তোরাই আমার সর্ব্বনাশের মূল! তোদেরই জন্য আমায় এই দুর্গম মরুভূমিতে গমন করিতে হইয়াছিল, আহা! এসংসারে গৃহিণীশূন্য হইয়া থাকা বড় অত্যন্ত অসুখের বিষয়, আমি এ প্রাণ আর ধারণ করিতে পারিব না, মনে মনে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পতি প্রাণেশ্বরীর বক্ষস্থলে অবনত হইয়া অমনিই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ঐ তুরস্ক জাতীয় বলবান ব্যক্তির নাম আয়াস। করাল কবলে পতিতা সেই রমণী তখন মৃদু স্বরে স্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "হে প্রাণেশ্বর! হে সর্ব্বেশ্বর! হে আয়াস! তুমি আমার জন্য কাতর হইয়া এত রোদন করিওনা; আমি সুখ পূর্ণস্থানে এখন গমন করিতেছি, এসংসার অতি অল্প দিনের নিমিত্ত, কিছুদিনের পরেই সেই স্থানে আমরা উভয়ে পুনঃ সংমিলিত হইব।

ভয়কি, রম্যস্থান স্বর্গরাজ্যে কেবল সাধুলোকেরাই বাস করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। তুমি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, তোমার সহিত মিলন হওয়া অবধি আমি একদিনের নিমিত্ত অসুখিনী হইনাই। ভার্য্যাকে যেরূপ প্রেম ভাবে ভরণ পোষণ করিতে হয়, তুমি সেইরূপ প্রেম এ অধিনীর প্রতি প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে ঐহিক সুখের শেষ হইল, আমার একটি শেষ নিবেদন আছে, মরিলে যেন এদেহ আমার শৃগাল কুক্কুর শকুণী প্রভৃতি আসিয়া ভক্ষণ না করে। তুমি এই নির্জন মরু ভূমি খনন করিয়া আমাকে কবর দিও, দেখ যেন অন্য মত না হয়।

এই কথা কহিতে কহিতে অবলা নারী মূর্চ্ছিতা হইয়া স্পন্দহীনা হইল, তদ্দর্শনে পতি নিশ্চয় বোধ করিলেন ভার্য্যার মৃত্যু কাল আগত, কতই রোদন করিলেন, ধারা বাহিক অশ্রু তাহার গণ্ড দেশ বহিয়া পতিত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত বালুকা রাশিতে পড়িয়া তিনি ঐ মৃত প্রায়া ভার্য্যাকে আপন বক্ষস্থলে লইয়া দেখেন, যে আর সে নড়ে চড়েনা, মুখে বাক্য নাই, শরীরে স্পন্দ নাই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও বহন হইতেছে না। ওষ্ঠ দ্বয় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষুদুটি মুদিত নহে বটে, কিন্তু তাহাতে ঘোলা পড়িয়া গিয়াছে। এই স-

কল মৃত্যু চিহ্ন দেখিয়া পতি স্থির করিলেন, প্রিয়া আর জীবিত নাই, নিদারুণ মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাতৃহীনা কন্যার প্রান্তর মধ্যে বহু কষ্ট, পরে বিদেশীয় বণিকদিগের সাহায্যে তাহার পিতার সহিত দিল্লী সহরে গমন।

অনন্তর আয়াস ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শূন্যমার্গের প্রতি এক দৃষ্টে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ভার্য্যার শোকে অতিশয় বিষন্ন হইয়াছে। জ্ঞান হত ক্ষিপ্তের ন্যায় তিনি অধৈর্য্য হইয়া মনে মনে ঈশ্বরকে নিন্দা করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কেহ নিকটে নাই, যে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা তাহাকে শান্ত করিবে, কিয়ৎকাল বিলম্বে আপনাপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করত তিনি শোক সম্বরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিপদ সময়ে বিষন্ন হইয়া জ্ঞান হত পুরুষের ন্যায় ঈশ্বরকে নিন্দাবাদ করা আমার কোন মতেই উচিত নয়। আমি পুরুষ অতএব পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া এক্ষণে সাহসী হওয়া বিধেয়; দুঃখরূপ অকূল সমুদ্রে যদিই আমাকে মগ্ন হইতে হইল, তবে বৃথা শোকে অভিভূত

হইয়া কেন আরও দুঃখ পাই, কেননা দুঃখই আমার ভাগ্যের ফল হইয়াছে, খরতর রবি কিরণে তিনি সমস্ত দিন তাপিত হইয়াও প্রিয়তমার শবের নিকটে স্থির ভাবে বসিয়া ছিলেন। মাতার যে মৃত্যু হইয়াছে, ক্ষুদ্র শিশু কন্যাটী তাহার কিছুমাত্র জানেনা, সে স্থির-চিত্তে তাঁহার মৃত দেহের সহিত আপন ক্ষুদ্র কায়-কে সংলগ্ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে ছিল। শয্যার চাদরে আচ্ছাদিত ঐ তাম্বুর ভিতরে প-তি এক একবার প্রবেশ করত পত্নীর মৃত দেহ এবং নবকুমারীকে দেখেন, "এই নির্জন মরুভূমিতে গর্ত্ত খনন করিয়া আমাকে কবর দিও "মৃত্যুকালে এই যে কথাটি তাঁহার স্ত্রী বলিয়া গিয়াছিল। অমনি তাহা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক হইয়া উঠিল। একে মনের ক্লেশ তাহাতে সমস্ত দিন তিনি অসহ্য সূর্য্যের তাপ সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে পিপাসাতে তাঁহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইতে লাগিল, কণ্ঠা শুষ্ক হইল, জিহ্বা স্ফীত হইল, নিশ্বাসও রুদ্ধ হই-বার উপক্রম হইয়া উঠিল। বদন মণ্ডল ফোস-কায় একেবারে পূর্ণ, চক্ষু হইতে অগ্নির শিখা যেন বহির্গত হইতে ছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি যাত-নাতে কাতর হইয়া মৃতবৎ হইলেন। এদিকে মাতৃহীনা ঐ অভাগা বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে

সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্তা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। হতভাগ্য পিতার নিকটে তৎকালে এমন কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না, যে তাহাকে তাহা খাইতে দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখেন যে গাত্রস্থিত সূক্ষ্ম বস্ত্রের আংরাখাটি ঘর্ম্ম দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে শিক্ত হইয়া গিয়াছে, এমন ভিজ্যা, যে তাহা হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে; অতএব তাহা লইয়া বালিকার মুখে দিলেন, সেও চুষিতে২ সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

অপর ক্রমে ক্রমে আয়াসের জিহ্বা স্ফীত হইয়া এমনি বাড়িয়া উঠিল যে তিনি আর কোন মতে উহা নাড়িতে পারিলেন না। চক্ষুদুটিও যেন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, ওষ্ঠদ্বয়ে এমনি উত্তাপ যে উহা মুদিত রাখা তাহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর হইল, তাহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন মৃত্যু আগতপ্রায়, এবার আমাকে নিশ্চয় মরিতে হইবে। অতএব প্রেমোৎপন্না কন্যাটীকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়া মৃতবৎ তিনি ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন, পরমেশ্বরের এমনি কৌশল। হঠাৎ তাঁহার জিহ্বা ফাটিয়া যাওয়াতে তন্মধ্যস্থ রক্ত সকল বহির্গত হইয়া তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে জ্বরের উত্তাপ কিঞ্চিৎ ন্যূন হইল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তিনি নিদ্রাভিভূতা হওয়াতে রোগেরও অনেক

শান্তি হইল, এবং শরীরেও বল পাইলেন।

দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আয়াস গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, সূর্য্যদেব আপন উত্তপ্ত কিরণকে সঙ্গে লইয়া অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্র গণ দেদীপ্যমান, আহা! তাহার শোভাই বা কত, একে শূন্যমার্গ নীলবর্ণে ভূষিত, তাহাতে আবার মনোহর জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে আয়াস বোধ করিলেন, স্বর্গরাজ্য যে বিরাম এবং সুখময় স্থান এই তাহার বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে বায়ু স্থিরভাবে ছিল, কিছুমাত্র সঞ্চলন হয় নাই। এক্ষণে সেই স্থগিত বায়ু শীতল ভাবে পরিচালিত হওয়াতে তাহার বদন মণ্ডলের ফোসকা সকল অদৃশ্য হইয়া গেল, তদ্দ্বারা আয়াস বোধ করিলেন, স্বর্গ হইতে বিদ্যাধরীগণ আসিয়া বুঝি আমাকে পাখা ব্যজন করিতেছে। মরুভূমিতে প্রবেশ করণ পর্য্যন্ত তিনি কখন এমন শীতল বায়ু অনুভব করেন নাই, অতএব পূর্ব্বে পিপাসাতে তাঁহার শরীর যেরূপ অবসন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ রহিল না। তৃষ্ণার অনেক শান্তি হওয়াতে তিনি কায়িক ও মানসিক তেজ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রাণাধিকা পত্নীকে তিনি কবরস্থা করিবেন, এই অভিলাষ মনোমধ্যে তাঁহার

প্রবল হইয়া উঠিল। কোদাল নাই, খনতা নাই যে গর্ত্ত খনন করেন, সঙ্গে একখান দ্বিধার ছুরিকা ছিল, তাহাই লইয়া ঐ কঠিন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাণপণে শরীর এবং মনঃসংযোগ্ন করিয়া গুরুতর পরিশ্রম করাতে দুই ঘণ্টার মধ্যে তিনি ছয় হাত গর্ত্ত খনন করিয়া ফেলিলেন। প্রিয়তমা ভার্য্যার মৃত দেহকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করত বালুকা রাশি দ্বারা ঐ গর্ত্তটাকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। কবর দেওয়া সমাপ্ত হইলে শোক সাগরে মগ্ন হইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, হে প্রাণাধিকে! জন্মের মত তোমার রূপ আমি অদ্য দর্শন করিলাম, আহা! এ প্রাণ থাকিতে তোমার সঙ্গে আর আমার কখনই দেখা হইবে না। শোকেতে বিহ্বল হইয়া আয়াস সে রাত্রি ঐ কবরের উপর শয়ন করিয়া রহিল। কঠিন পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূক্ত আছেন, আহা স্বভাবের এমনি কৌশল! রাত্রিকালে দুই তিনবার তাঁহার জিহ্বা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ত নির্গত হইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষার নিশ্চিত সম্ভবনা হইয়া উঠিল।

প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, দৈবক্রমে জন কয়েক বিদেশী লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখে, এক ব্যক্তি হস্ত পদাদি বি-

স্তারিত করিয়া বালুকা রাশির উপরিভাগে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, প্রাতঃকালের শীতল বায়ু পাইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তাহারা বিস্তর নাড়া ছাড়া দিলে পর আয়াস জাগরুক হইয়া উঠিলেন। উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখেন, সম্মুখে জন কয়েক বিদেশী দণ্ডায়মান, নম্রভাবে তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া তিনি শোক সূচক আপন দুর্ঘটনার তাবৎ বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইলেন, তৎশ্রবণে তাহারা দয়ার্দ্র হইয়া আপনাদিগের সঙ্গে যে সকল খাদ্যদ্রব্য ছিল, তাহার কিয়দংশ লইয়া আয়াসকে ভোজন করিতে দিয়া কহিল, বন্ধো! আমাদের সঙ্গে ছাগ দুগ্ধ আছে, অগ্রে তুমি তাহা লইয়া ঐ মাতৃহীনা কন্যাটিকে পান করাইয়া দেও, পরে আপনি আহার করিও। ছাগ দুগ্ধ পান করিয়া বালিকাটী যেন মৃত দেহে জীবন প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বে দুই তিন দিন আইয়াস কিছু মাত্র আহার পায় নাই, অমৃত পানে কি রূপ বল হয়, ঐ বিদেশীয় দত্ত খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া তদপেক্ষাও তাহার অধিক বল হইল। জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, আমরা লাহোর দেশে গমনোদ্যত হইয়াছি, ইচ্ছা হয় তো বন্ধো তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, এই কথাতে আইয়াস আহ্লাদিত হইয়া আপনার দুগ্ধ পোষ্যা কন্যাটীকে ক্রোড়ে

করিয়া ঐ বিদেশীয় পথিক দিগের সঙ্গে লাহোর নগরে গেলেন।

তৎকালে ভারতবর্ষে পরাক্রমশালী গুণ গ্রাহক মহারাজা আকবর বাদসাহের অধিকার ছিল, তাঁ- তার জাতীয় আইয়াস অতি বুদ্ধিমান পুরুষ, কিং য়ৎকাল পূর্ব্বোক্ত নগরে বসতি করিয়া বুদ্ধিবলে তিনি আকবর বাদসাহের নিকটে ত্বরায় প্রতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। বাদসাহ তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন. এব্যক্তি রাজ কর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় নিপুণ, ইহা- কে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিলে বোধ হয় ইহা দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। এইরূপে আকবর বাদসাহের প্রসাদে তিনি ক্রমে ক্রমে ভা- রতবর্ষের দেওয়ানি পদ পান। ভারতবর্ষের পুরা- বৃত্তেতিহাসে যে সকল ভূপতিরা মহা পণ্ডিত এবং জ্ঞানবান বলিয়া বিখ্যাত আছেন,আকবর বাদসাহ তন্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য,রাজকার্য্য বিষয়ে আইয়াস এমন গুণবান যে তিনিও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইলেন, অর্থাৎ বাদসাহ মহারাজ তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। দেশীয় প্রজাবর্গ সকলেই তাহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। জীবদ্দশা পর্য্যন্ত আকবর বাদসাহের সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহার উপরে ছিল।

এদিকে আইয়াসের যে কন্যাটীকে ঈশ্বর আশ্চর্য্য রূপে মরুভূমিস্থ মহা সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার যৌবনকাল হইল। (তাহার ন্যায় পরমাসুন্দরী তৎকালে এই ভারতবর্ষে কোন নারীই ছিলনা। যৌবন কালীয় রূপ লাবণ্য দ্বারা তিনি সকলেরই মন হরণ করিয়াছিলেন, অধিক কথা কি বলিব, তাহাকে দেখিলে রূপবতী রমণী গণের গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব হইয়া যাইত, রূপের শ্রেষ্ঠতা হেতু তিনি যোষাদিগের মধ্যে এক প্রকার সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন, এজন্য সকলেই তাহাকে মিহরুলনিসা বলিয়া ডাকিত।) আহা! জন্মকালে তৎতুল্য কষ্ট ভোগ এ জগতের কোন নারীই করে নাই, বোধ হয়, এই নিমিত্তেই ঈশ্বর তাহাকে এমন মোহিনী রূপ দিয়া ভদ্র সমাজে আদরনীয়া করিলেন, তৎপিতা আইয়াস মহাশয় তাহার বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, এজন্য যে সকল গুণে স্ত্রীলোক দিগকে গুণবতী হইতে হয়, পিতৃ যত্নে মিহর উল নিসা অল্প দিনের মধ্যে সেই সকল গুণে গুণবতী হইলেন। ঐ কামিনী স্বভাবতঃ পুরুষের ন্যায় বুদ্ধিমতী ছিলেন, অতএব সকল কথাই বুঝিতে পারিতেন এবং সত্বরা হইয়া সকল বিষয়েরই উত্তর প্রদান করিতেন, রসিকতা কাহাকে বলে, ইহা তাঁহার বিশেষ

উপলব্ধি ছিল। একারণ কোন বিষয়েই কোন রমণী তাঁহার নিকটে শ্রেষ্ঠত্ব পদ পায় নাই। কন্যার নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য্যের কথা দেশ বিদেশে প্রচার হইলে মহা কুলোদ্ভব ধনবান পুরুষগণ স্ত্রীরত্ন লাভের প্রত্যাশায় বিবাহার্থী হইয়া আইল। কিন্তু এমন অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় সুকঠিন; আইয়াস মহাশয় উহাদিগের কাহাকেও কন্যা প্রদানে সম্মত হইলেন না। সাধ্যমতে তাহারা চেষ্টা করণে কোন ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু হইলে কি হয়, ভাগ্যে না থাকিলে উত্তমাস্ত্রী প্রাপ্তহওয়া যায় না। অপর সদ্বংশোদ্ভব তুর্ক জাতি সেরআফগণ্ নামে এক ব্যক্তি কন্যার পাণি গ্রহণে অভিলাষী হইয়া অবশেষে আইয়াসের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি কন্যা দানে সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত মিহরউলনিসার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। মোগল জাতীয ইতিহাস বেত্তারা কহেন. তৎকালে সের আফগণের তুল্য মহান্ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে কেহই ছিল না, গুণ গ্রাহক মহারাজ আকবরসাহ তাঁহাকে অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। বিদ্যা বুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্য সকল বিষয়েই তিনি মিহর উলনিসার যোগ্য হওয়াতে সকলেই এক বাক্য হইয়া উভয়কে প্রশংসা করিতে ২ স্বীকার করিল, সের আফগণ বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং

সুরূপ সকল বিষয়েই অগ্রগণ্য, অতএব সম্বন্ধ যে সর্ব্ব বিধায়ে বিহিত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মহাকুলোদ্ভব ঐশ্বর্য্যবন্ত লোক দিগের পুত্রেরাও এবিষয়ে প্রার্থনা করিয়া হতাশ হইয়াছিল, এক্ষণে আপন প্রার্থনা সফল দেখিয়া সের আফগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

সের আফগণের সহিত মিহরউলনিসা নাম্নী নুরজাঁহার বিবাহ, তজ্জন্য রাজ পুত্র জাহাঙ্গীরের বিদ্বেষ, এবং তাহার বধার্থ উদ্যোগ।

সের আফগণের সহিত মিহরউলনিসার সম্বন্ধ স্থির হইবার কিছুদিন পরে, একদিন রাজপুত্র সলিম তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। যুবতীর রূপ লাবণ্য দেখিয়া রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হওত একেবারে তাহার প্রতি অত্যাশক্ত হইলেন, এবং মনে করিলেন, আমি সর্ব্বোপরি সকলের মান্য রাজনন্দন, আমি ইহার সহিত পরিণয় করিতে চাহিলে কোন ব্যক্তি বাধা জন্মাইতে পারিবেনা। অতএব তিনি পিতার নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, মহারাজ! দেওয়ান খাঁ আইয়াসের কন্যা এই ভারতবর্ষের মধ্যে পরম সুন্দরী এবং গুণবতী বলিয়া

বিখ্যাতা, আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহি। আপনি সম্মতি প্রদান করুন।

পুত্রের প্রার্থনা শ্রবণে সম্রাট আপনার সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়া রাজ নন্দনকে তিরস্কার করত কহিতে লাগিলেন, তুমি বাদসাহের সন্তান, ভিন্ন দেশীয় বাদসাহের কন্যাকে বিবাহ করিবে, আইয়াস আমাদিগের এক জন প্রধান কর্ম্ম কারক, তাহার কন্যাকে বিবাহ করা কোন রূপেই তোমার যোগ্য হয় না। রাজ কুমার হইয়া কিরূপে তোমার এমন নীচ প্রবৃত্তি হইয়াছে? পিতার মিষ্ট ভর্ৎ-সনাতে সলিম অতিশয় লজ্জিত হইয়া হতাশা প্রযুক্ত অন্তঃকরণে বড়ই দুঃখ পাইলেন। এবং সেরআফগণ্ ঐ পরমা সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাজ পুত্র সলিম সেই অবধি সের আফগণের নাম কর্ণেও শ্রবণ করিতে পারিতেন না। শত্রুবোধে তাহাকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন, কিসে তাহাকে নিপাত করিতে পারি, এই তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা, ভীরু ব্যক্তির ন্যায় গোপন ভাবে এই অনু সন্ধান করিয়া তিনি কাল ক্ষেপণ করেন। কিন্তু মহারাজ আকবর সাহ ইহার কিছুমাত্র জানেন না। তুর্ক জায়তী সের আফগণের প্রতি তাহার অ-ত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, মিহরউলনিসার সহিত তাহার

পরিণয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন। প্রজা বর্গ অপর সাধারণ সকলেরই নিকট সের আফগণ আদরণীয় থাকাতে সলিম কিরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন রাজ সভাস্থ আমির দিগের মনে উহার বিরুদ্ধে হিংসা জন্মাইতে পারিলেই আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে, পরে মিথ্যা দ্বেষ ভাবের কথা সকল তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিবাতে সকলেই সের আফগণের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ রাজ সভা এক প্রকার হিংসা এবং লোভের স্থান, তাহাতে সকলেই উচ্চপদ পাইবার বাসনা করে। বাদসাহ মহাশয়ের নিকটে সের আফগণের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া কোন ব্যক্তি অনায়াসে শীঘ্র উচ্চপদ পাইতে পারিত না। বিদ্যা বুদ্ধি সকল বিষয়েই রাজ সভাস্থ অপর লোকেরা তাঁহার নিকটে আপনাদিগের ন্যূনতা স্বীকার করিত। যাহার জন্য আপনাদিগের মনোভিলাষ সিদ্ধ না হয়, কে কোথায় তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করে? প্রায় উচ্চপদের প্রতিবন্ধক ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতঃ বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে, সাধ্যমতে তাহার মন্দ চেষ্টা করণে কোন ব্যক্তি ত্রুটি করেন না। অতএব সলিম অনায়াসেই রাজ সভাতে আপনার ইষ্ট সিদ্ধ

করিলেন। আমীরদিগের অহিত চেষ্টা এবং সলিমের শত্রুতা হেতু সেরআফগণ বিরক্ত হইয়া দিল্লীদেশীয় রাজ সভা মধ্যে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তিনি সপরিবারে বঙ্গ দেশে আইলে তথাকার শাসন কর্ত্তা তাঁহাকে বর্দ্ধমানে নামেবিপদ দিলেন।

এই স্থানে পরম সুখে সের পত্নীর সহিত অবিবাদে কিছুদিন কাল যাপন করেন, এমন সময়ে আকবর সাহের মৃত্যু সংবাদ আইল। ছোট বড় প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহার সদগুণ কীর্ত্তন করিয়া মৃত্যু হেতু অতিশয় শোক প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আহা আকবর সাহার তুল্য উত্তম এবং দয়ালু বাদসাহ আমরা আর কখনই প্রাপ্ত হইব না। আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন। আইয়াসের কন্যাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবেন এই চিন্তা সর্ব্বদাই করেন। তখন আর কোন প্রতিবন্ধক নাই, যিনি তাঁহার ইষ্ট কর্ম্মে বাধা দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার পরলোক হইয়াছে। আপনি এক প্রকার স্বেচ্ছাচারী যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই সিদ্ধ করিতে পারেন, ক্রমে ক্রমে মিহর উলনিসার প্রতি অনুরাগ তাহার অন্তঃকরণে প্রতিদিন ভয়ানক রূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সের আফগণের সহিত কি প্রকারে মিলন হয়, সর্ব্বদাই

এই চেষ্টা করেন, কিন্তু সের আফগণ অতি বুদ্ধিমান লোক, জাহাঙ্গীর মিলনের প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র আমার পরম শত্রু, উনি যে আমার সহিত প্রীতি করিতে ইচ্ছুক, মম পত্নীকে অপহরণ করা এই উহাঁর বিশেষ তাৎপর্য্য। ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ প্রীতির ভাজন হওয়া অতিশয় অযশস্কর কর্ম্ম, আমি প্রাণ ধারণ করিয়া এমত ঘৃণিত কর্ম্ম কথনই করিতে পারিব না। রাজনন্দনের সহিত সংমিলনে হয় ভার্য্যা না হয় মর্য্যাদা হারাইতে হইবে, এদুই আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব রাজ তনয়ের প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করিয়া কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। বল বীর্য্য, সাহস বিষয়ে সের আফগণ একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, সৌজন্যতাতে কুত্রাপি কেহ তাহাকে কোন অপবাদ করিতে পারে নাই, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র অর্থাৎ তাঁহার চরিত্রেরও কোন দোষ ছিল না; এজন্য তিনি জন সমুহের শঙ্কা জনক এবং মান্য ছিলেন। যেস্থানে উৎকট বিপদের সম্ভাবনা, অগ্রসর হইয়া প্রথমেই তিনি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইতেন। অত্যন্ত বলশালী এবং দুঃসাহসি পুরুষ দিগের বিষয়ে লোকে

নানা প্রকার কল্পনা করিয়া নানা কথা কয়। সেরআফগণ অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী বলিয়াও একটি প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে ঐ সেরের নাম অসতাজীলো ছিল, পরে সে একাকী এক সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে সংহার করাতে সের আফগাণ, অর্থাৎ সিংহহন্তা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বামীকে সাহস এবং ধার্ম্মিকতা জন্য সকলের কাছে আদরণীয় দেখিয়া মিহরউলনিসা অভিমানিনী হওত মনে মনে বড়ই অহঙ্কার করিতেন। পতির সমতুল্য ব্যক্তি পাওয়া অতিদুর্লভ তাহা তাঁহার বিশেষ অনুভব ছিল। আর মহারাজ জাহাঙ্গীর তাহাকে পাইবেন বলিয়া যে এত চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু তৎস্বামী সের আফগণ তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিয়াছিলেন, প্রিয়তমে! রাজনন্দনের সহিত যে কারণে আমার বিবাদ হইতেছে তাহা তুমি সকলই জান। এক্ষণে অনুরোধ করি তুমি তাহার সাক্ষাতে কোন মতেই বাহির হইওনা। পতির এই আজ্ঞা প্রতিপালনে আইয়াসের কন্যা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরেও জাহাঙ্গীর দিল্লী যাইবার নিমিত্ত সেরকে বিস্তর সাধ্য সাধনা করিল বটে, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গদেশে আসিলেন।

এই রূপে কিছুদিন যায় অনন্তর দিল্লীশ্বর সেরকে দিল্লীর রাজ সভা মধ্যে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সের মনে মনে ভাবিলেন, মহারাজ যাইবার নিমিত্ত আমাকে বারম্বার পত্র লিখিতেছেন, রাজআজ্ঞা ক্রমাগত লঙ্ঘন করা কোনমতে বিহিত হয় না। আর তাঁহাকে ভয়ই-বা কি? আমার যে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ইহা সকল লোকেই জানে, শরীরেও অসীম বল আছে, দিল্লী রাজ্যে গমন দ্বারা যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয, তবে চরিত্র এবং বল এই দুয়ের সহকারে আমি রক্ষা পাইলেও পাইতে পারি। এবম্বিধ নানা চিন্তার পর তিনি রাজ সভাতে গমনোদ্যত হইলেন। কিন্তু পত্নীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন না, তাহাকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া চলিলেন; তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন মিহর উল নিসাকে দেখিলে তৎপ্রতি রাজ পুত্রের পূর্ব্বানুরাগ বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে, এবং নানাবিধ দৌরাত্ম্য হইবারও অনেক সম্ভাবনা আছে, এই রূপে সের আফগণ একাকী দিল্লী রাজ্যে উপস্থিত হইলে মহারাজ জাহঙ্গীর তাঁহাকে বহু সমাদর পুর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন, সের কোন প্রকারে অন্যায় ঘটিবার সন্দেহ করিতে পারে, তিনি এমন চিহ্ন কিছুই দেখাইলেন না। সেরও আপনার সৌ-

জন্য এবং উদারচিত্ত হেতু অন্য কর্ত্তৃক তৎপ্রতি যে কোন দৌরাত্ম্য হইবে এমন বিবেচনাও করিলেন না। সম্রাট নিজে যুবা পুরুষ, অল্পবয়স্ক নির্ব্বুদ্ধি রাজাদিগের সভা মধ্যে যেরূপ জাঁক জমক হইতে পারে, তাঁহার সভাতে সেইরূপ জাঁক জমক ছিল, প্রতিদিন নৃত্য গীত মহোৎসবাদির সীমা পরিশেষ নাই। তিনি অতিশয় মৃগয়া প্রিয় এজন্য বাদসাহ আমীর গণকে আজ্ঞা করিলেন, বহুদিন শীকার করিতে যাওয়া হয় নাই, কবে শীকারে যাওয়া হইবে তাহার একটা দিনস্থির কর। নিবিড়ারণ্যে মৃগয়া করণ বড়একটা সহজ কর্ম্ম নহে, তাহাতে অনেক বল বুদ্ধির প্রয়োজন করে, এবং উৎকট বিপদ হইবারও সম্ভাবনা। সভাসদ্‌গণ এই সুযোগে আপনাদিগের বুদ্ধি এবং পরাক্রম দেখাইয়া রাজার প্রীতি ভাজন হইবার প্রত্যাশায় সকলেই তাঁহার সহবর্ত্তী হইল। চতুরঙ্গিনী সেনা সকল কেল্লা হইতে বহির্গত হইল, পাঁচশত অপেক্ষা অধিক হস্তীতে বাদসাহ এবং আমীর গণ আরূঢ় হইয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অসঙ্খ্য অশ্বারূঢ় সৈন্য তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, ধুম ধামের পরিসীমা নাই। বাদসাহ যে হস্তীর উপরে উপবেসন করিয়াছিলেন তাহার উপরিভাগে অতি মনোহর একখান রেশমি কাপড়ে

চন্দ্রাতপ ছিল, নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি নানা বিধ মণি মুক্তা দ্বারা ঐ গজের সমুদায় আভরণ খচিত; অগ্রগামী অশ্বারূঢ় গণ বিবিধ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ দীপ্তিকর বর্ষা হস্তে সারি সারি গমন করিতেছে। আহা তাহার শোভাইবা কত! দিবাকরও তদুপরি কিরণ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রত্ন এবং অস্ত্র সকলের আভা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ঘোটকের শব্দে কান পাতা যায় না। ক্ষণেকের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইল যে বাদসাহ বহু সমারোহ করিয়া মৃগয়ায় গমন করিতেছেন, দর্শনার্থ লোক সকল ধাবমান হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে যে খড়্গ দ্বারা সের সিংহকে সংহার করিয়া ভারত বর্ষের ইতিহাস মধ্যে আপনার চিরন্তন খ্যাতি করিয়াছেন, সেই অস্ত্রখানি হস্তে করিয়া তিনি অশ্বারোহণে চলিলেন। রাজা তৎপ্রতি নিজ অনুরাগ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সেদিন অন্য কোন আমীর লোককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। মৃগয়া বিষয়ক তাবৎ কথাই সময়ে সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। একে পূর্ব্বাবধি আমীরগণ তাঁহার ভয়ানক দ্বেষ্টা, তাহাতে আবার বাদসাহ তাহাকে প্রীতি করি-

ভেছেন, এজন্য তাহাদের হিংসা তৎপ্রতি অত্যন্ত প্রবল হইল। পূর্ব্বে যে যে নির্দয়ের কার্য্য রাজ নন্দন সেরের প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়েন নাই, এক্ষণে যত অনুরাগ দেখাউন না কেন, তিনি যে তাহাতে ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন ইহা কোন মতেই সম্ভব নয়। অতএব সের-তাহা সামান্য বোধ করিয়া বাদসাহকে সেলাম করিলেন, বিশেষ অনুগ্রহ হেতু যেরূপ মান্য করিতে হয় তাহার কিছুই করিলেন না, এবং ভবিষ্যতে তৎপ্রতি যে কোন অহিতাচার হইবে ইহা তাহার মনোমধ্যে একবারও উদয় হইল না।

অনন্তর রাজভৃত্যেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যে স্থানে সর্ব্বদা গতায়াত করে, এমন ভয়ঙ্কর স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় অনতি বিলম্বে একটা ভয়ানক ব্যাঘ্র তাহাদের নেত্র-গোচর হয়। অনুচরদিগের প্রমুখাৎ জাঁহাঙ্গীর এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সত্বর সে স্থানে গমন করত, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। শত্রু নিপাতের হেতু আমি যে সময়ের নিমিত্ত এতদিন চাতকবৎ প্রত্যাশাপন্ন ছিলাম, সেই সুযোগ বিধি আজ আমায় মিলাইয়া দিলেন। বোধ করি সের আফগণ এই ভয়ানক পশুর মুখে পড়িলে

কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। এদিকে ব্যাঘ্রটা আপনাকে অনতি দূরে শিকারী লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিয়া ক্রোধে ধূলী মধ্যে লাঙ্গূল প্রহার করিতে লাগিল, চীৎকারে গুর্ব্বিনীর গর্ব্ভপাত হয়; তাহা দেখিয়া ঐ স্বেচ্ছাচারী মহারাজ ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করত আজ্ঞা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই ভয়ানক পশুকে আক্রমণ করিতে পারে। ইহা আমি জানিতে চাহি ?

ব্যাঘ্র বধে পদব্রজে প্রবৃত্ত হইলে প্রশংসা লাভ দূরে থাকুক, নিশ্চিত প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা, এজন্য শীকারী লোকেরা মস্তক হেট করিল; রাজ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কাহারও মুখে বাক্য সরিল না, সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া মৌনীভাবে থাকিল। বাদসাহ নিজ আজ্ঞা প্রতিপালনে কোন ব্যক্তিকে অগ্রসর হইতে না দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার ভ্রূভঙ্গিমা দ্বারা সের আফগণের উপলব্ধি হইল যে একর্ম্ম আমাকেই করিতে হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সদ্বংশোদ্ভব তিনজন আমীর অগ্রসর হইয়া নিবেদন করিলেন। মহারাজ আজ্ঞা হয় তো আমরা এই বনচর দুরন্ত পশুর প্রাণ সংহার করি। জাঁহাঙ্গীর তাহাদের কথাতে কোন উত্তর করিলেন না। কটাক্ষ দ্ভ-

ক্ষণ দ্বারা সের আফগনের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে বহ্নিবৎ তাহার অহঙ্কার যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বড়ই ইচ্ছা, বাদসাহ জানিতে পারেন যে আমি ভয়ানক উৎকট বিষয়ে কখনই বিমুখ নহি, কিন্তু কি করেন, ইতি পূর্ব্বে তিন জন আমীর আপনাদিগের সম্ভ্রম বর্দ্ধনে চেষ্টিত হইয়া রাজ সমীপে আবেদন করিয়াছে, "আজ্ঞা হয় তো আমরা ব্যাঘ্রের প্রাণ বিনাশ করি,, তাহাদের প্রতিপত্তি বিষয়ের প্রতিবন্ধক হওয়া অতি অন্যায় কর্ম্ম, অতএব ব্যাঘ্র নিপাতনে তাহার উদ্যম ভঙ্গ হইল।

নৃপতির সম্মতিক্রমে পুর্ব্বোক্ত আমীর ত্রয় হস্তি হইতে অবরোহণ করত, ঢাল তরওয়াল বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারায় সুসজ্জিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সের আফগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, অসম তুল্য ব্যক্তি দ্বারা যদি এ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তবে অখ্যাতি রাখিবার স্থান থাকিবে না, জাঁহাঙ্গীর মনে করিবেন, বল বিক্রম নাই বলিয়া আমি এ বিষয়ে অস্বীকার পাইতেছি; অতএব মৌনীভাবে নীরব থাকা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে অনেক ভাবনার পর তিনি অগ্রসর হইয়া বাদসাহের সমীপে নিবেদন করিলেন। মহা-

রাজা! অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জীভূত হইয়া অস্ত্র বিহীন পশুকে সংহার করণে পুরুষত্ব কি ! বরং ইহা ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম। ব্যাঘ্রের কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, বাক্য শক্তি থাকিলে সে এই অন্যায় কার্য্যের বিচার প্রার্থনা করিত। প্রকৃত সাহসী মনুষ্য এমত কর্ম্মে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না। সকল বিষয় সমভাবে সমাধা হওয়াই উত্তম। পরমেশ্বর ব্যাঘ্রকে যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাংসপেশী প্রভৃতি প্রদান করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মনুষ্যকেও সেইরূপ, তবে বল বিষয়ে মনুষ্যেও ব্যাঘ্রে কিছু ইতর বিশেষ আছে বটে, কিন্তু বনচর পশুদিগের বুদ্ধি বৃত্তি নাই, মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি আছে, অতএব শক্তি বিষয়ক যে ন্যূনতা তাহা ইহা দ্বারা উত্তম রূপে সংপূর্ণ হইতে পারে, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিবার কোন আবশ্যক নাই। আপনি আমীর দিগকে কৃত্রিম অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া ঈশ্বর দত্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করুন, ইহাতে ভয় পাইয়া যদ্যপি উহাঁরা পরাঙমুখ হন, তবে আমি প্রবৃত্ত হইব।

এই কথা শ্রবণে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য বদন রূপ পুরস্কার দ্বারা সেরকে বিশেষ পুরস্কার করিলেন। আমীরবর্গ সকলেই চমৎকৃত হইয়া বলিল, বিনা অস্ত্রে ব্যাঘ্রের সহিত

সংগ্রাম করা কোন প্রকারে হইতে পারে না, এমন ভয়ঙ্কর আপদজনক কর্ম্মে কে প্রবৃত্ত হইবে? উন্মত্ত ব্যতিরেকে, সাধারণ মনুষ্যের ইহা ক্ষমতাতীত, অতএব একে একে সকলেই অস্বীকার পাইল। তখন সের আফগণ অশ্ব হইতে অবরোহরণ করত, ঢাল তরবাল প্রভৃতি আপনার অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিলেন। ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হওত অতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন, পরিবেষ্টিত শিকারী লোকেরা ঐ দুঃসাহসী বীরকে তখন পথ ছাড়িয়া দিল। ব্যাঘ্রটা এক বৃক্ষ মূলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সে দূর হইতে নিজ শত্রুকে নিকটে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। এক একবার আপনার লোলায়িত জিহ্বাটাকে বহির্গত করিয়া অস্ত্র স্বরূপ দন্তগুলাকে কিড়ি মিড়ি করিতে থাকে। এই রূপ করিতে করিতে তাহার লাঙ্গূল এবং পৃষ্ঠদেশের পশম সকল খাড়া হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার কোন চিহ্ন দেখাইল না। সের আফগণ আপনার পরিধেয় পাজামাটিখুলিয়া একটি কাচপরাতে তাহার শরীরের মাংসপেশী এবং শির সকল স্পষ্টরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল, ভীমের ন্যায় পরাক্রম কিছুই শঙ্কা নাই,

তিনি অচঞ্চল চিত্তে ঐ ভয়ানক শত্রুর সমীপে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখনও ব্যাঘ্র টা নিরুদ্বেগে আপনার লাঙ্গূল এবং পশ্চাদ্ভাগের পাগুলা বিস্তারিত করিয়া হেঠ মাথায় শয়ন করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সেরের বোধ হইল, আমি আক্রমণ করিলেই ব্যাঘ্র আক্রমণ করিবে, তজ্জন্য এতাদৃশ ভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

এদিকে অস্ত্র বিহীন এবং নগ্ন পরিচ্ছদ হইয়া সের আফগাণ ব্যাঘ্র সমীপে গমন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অপর সাধারণ সকল লোকেরই অন্তঃকরণে অতিশয় উৎকণ্ঠা হইল। তাহাদের বক্ষঃস্থল ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, কিন্তু ইহাতে বাদসাহের মনে যে বিকার জন্মিয়াছে, তাহা কোন প্রকারে প্রকাশ পাইল না, তিনি তখন পর্য্যন্ত অচঞ্চল চিত্তে হস্তির উপরে উপবেশন করিয়া ছিলেন। বদন মণ্ডল রক্তবর্ণ, তাহা দেখিয়া বিশেষ উপলব্ধি হইল, তিনি মনঃসংযোগ করত পরম সুখে এই উৎকট সংগ্রাম দর্শন করিতেছেন। অনন্তর ঐ দুঃসাহসী বীর ব্যাঘ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহার পঞ্জর দেশে পদাঘাত করিল, তদ্দর্শনে মহারাজ সাতিশয় পুলকিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এবার বুঝি আমার চিরন্তন শত্রুর সম্পূর্ণ বিনাশ হয় ; ব্যাঘ্র উহাকে একেবারে গ্রাস

করিয়া ফেলিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পদাঘাতে ঐ ভয়ানক পশুটা ক্রোধান্ধ হইয়া সেরকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রথমে এক লম্ফ প্রদান করিল, পরে উদরটা ভূমিমধ্যে লিপ্ত করিয়া মস্তক অবনত পূর্ব্বক ক্রমে পীছে হাঁটিতে লাগিল, সের এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, ব্যাঘ্র যত পশ্চাতে যায় তিনিও তত অগ্রসর হন, শার্দ্দুল তখন আপনাকে বিপদগ্রস্ত জানিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু যেদিকে যায় সেইদিকেই শিকারী লোকেরা বর্ষা হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কাছে গেলেই সকলে একেবারে খোঁচা মারিতে থাকে, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন প্রকারে পলাইবার সুযোগ পাইল না, এজন্য একটা বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

সের আফগাণ ব্যাঘ্রটাকে না দেখিতে পাইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করত তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে ঐ ভয়ানক জন্তুটা বহির্গত হইয়া ভূমি মধ্যে লাঙ্গুল প্রহার করিতে২ অগ্রসর হইতে লাগিল, এবারে কিছুমাত্র চীৎকার করিল না, সে যে আসিতেছে, এমন অনুভব করাও সুকঠিন। ঐ প্রকাণ্ড অরণ্যে যে যে ভয় হইবার সম্ভাবনা, এবং তন্নিবাসী বনচর জন্তুদিগের যে যে স্বভাব, অনেক দেখিয়া শুনিয়া সের

আফগণ বিশেষরূপ তাহা অবগত ছিলেন, ব্যাঘ্রের সেই ভাব দেখিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন,এবারে এই ভয়ানক জন্তুটা লম্ফ প্রদান করত আমাকে ধরিতে আসিবে,তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইবেলা সাবধান হই, বৃক্ষমূল হইতে গাত্রোত্থান করত, তিনি আপনার দক্ষিণপদটী বাড়াইয়া দিলেন, এবং বামপদে বৃক্ষমূলকে শক্ত রূপে ধারণ করত, ব্যাঘ্রের আগমন প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এমত সময়ে ঐ ভয়ানক জন্তু মস্তক হেট করিয়া অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগের পাগুলান বিস্তার করত এক লম্ফ প্রদান করিল, সের সতর্ক হইয়া একদিকে লুকাইয়া পড়িলেন। তথাপি ঐ হিংস্র জন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না. আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল, অমনি সের সত্বর হইয়া তাহার লাঙ্গূল ধারণ করত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সবলে এমনি পাক লাগাইতে লাগিলেন, যে ঘূরিতে ঘূরিতে উহার মস্তকটা বারম্বার গাছের গুঁড়িতে আঘাত পাইল। সাংঘাতিক আঘাতে ব্যাঘ্রটার আর স্পন্দ শক্তি রহিল না, মুখ হইতে রক্ত উঠিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু নড়িল চড়িল না। তাহা দেখিয়া ঐ বীর তাহাকে কিছু ক্ষণের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিলেন, ভূমিতে পড়িয়া ব্যাঘ্র কিয়ৎকা-

নের পর কিছু স্বাস্থ্য পাইল বটে, কিন্তু আরবার যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এমন কোন চিহ্নই প্রকাশ করিল না। তখন পরাভব কারীর বীরত্ব দেখিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু ঐ জন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে কি না, তাহা তখন পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিল না। অপর ভূমি তল শায়ী শার্দ্দূলটা নিঃশব্দে পড়িয়া রহিয়াছে, সের আফগণ্ অগ্রসর হওত আরবার তাহাকে বিস্তর পদাঘাত করিলেন, উঠিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, ব্যাঘ্রের এমন শক্তি নাই; কেবল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমিতে সে লাঙ্গূল প্রহার, দন্তে দন্তাঘাত এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

সের আফগণ্ বিবেচনা করিলেন, কতবার আমি এই ভয়ানক পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয়শক্তি হ্রাস করিব, যাহাতে একেবারে ইহার নিপাত হয়, এমত চেষ্টা করাই উচিত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আরবার তাহার লাঙ্গূল ধারণ পুরঃসর পূর্ব্ববৎ ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন, তদ্দ্বারা ব্যাঘ্রের ক্রোধ অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইলে এবারে সে স্থিরভাবে চুপ্ করিয়া রহিল না, প্রাণপণে মুক্ত হইবার উপায় করিতে লাগিল। বিস্তর বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সের আফগণ্কে পরাভব করণের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন স্থানে দন্তাঘাত ক-

রিবার সুবিধা পাইল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি সের আফগণ্ তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে আপনার অঙ্গস্থিত পাজামাটা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, বসনের মধ্যে তাহার অঙ্গে কেবল একটি কাচমাত্র ছিল, ব্যাঘ্র এই সুযোগে তাহার জঙ্ঘাদেশে দন্তাঘাত করিলে পর দর্শক গণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবার বড় ভয়ানক দেখিতেছি, সের আফগণ্ যে ইহার গ্রাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রাণরক্ষা করিবেন, কিছুতেই এমন অনুভব করিতে পারি না। তাহার পরম শত্রু জাঁহাঙ্গীরও তদ্দর্শনে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া অনুমান করিতেছেন, ব্যাঘ্র বধে আমীরগণ প্রবৃত্ত হইবার সময়ে সের আফগণ্ পুরুষত্ব প্রকাশ কবত বড়ই অহঙ্কার করিয়া ছিলেন, এবার ইঁহার বল বুদ্ধি সকলই জানা যাইবেক, এখন কি হয়; এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, বাদসাহের বদন মণ্ডল একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় একবারও স্থির করিলেন না, অচঞ্চল চিত্তে ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিতে ছিলেন। সের আফগণ্ এবারে নষ্ট হইবে, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এই প্রার্থনা করিতেছেন, এমত সময়ে ঐ দুঃসাহসী বীর অনেক যত্ন সহকারে ব্যাঘ্রের কণ্ঠদেশ দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, এক একবার প্রাণপণে টিপনি দিতেছেন, তাহাতে

ঐ ব্যাঘ্রটার শ্বাসাবরোধ হইবার উপক্রম হইলে, সে তাঁহার জঙ্ঘা পরিত্যাগ করিয়া যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাঘ্র আবার সবল হইয়া সের আফগণ্‌কে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তিনিও আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ দুর্দান্ত পশুটা পশ্চাৎ পদে নির্ভর পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখবর্ত্তী পদদ্বয় দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল জাপটিয়া ধরিল, এবং তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা তাঁহার অস্থিস্থিত চর্ম্ম সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। একে বাঘটা বিষম ভারি, তাহাতে আবার মরণ কামড় দিয়াছে, অতএব ধারাবাহিক রুধির তাঁহার শরীর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। বীর পুরুষ সের আফগণ্ যাতনাতে অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই ভীত হইলেন না, বিশেষ যত্ন সহকারে তিনি ভয়ানক শত্রুর নিপাতন হেতু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্রটা মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল, ইতিমধ্যে ঐ সাহসী বীর আপনার দক্ষিণ হস্তটী তাহার মুখের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া সমূলে তাহার জিহ্বাটাকে ধারণ করত প্রাণপণে এমনি আকর্ষণ করিলেন, যে কাটা ছাগলের ন্যায় সে ভূমি-

তে পড়িয়া একেবারে ছট্ পট্ করিতে লাগিল। সের আফগণ্ রক্তাক্ত শরীরে তখন ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এক হস্তে ঐ মুমূর্ষু পশুটাকে ধারণ করত বাদসাহ মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং নমস্কার করিয়া যে যে স্থানে সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছিলেন, তাহা দেখাইলেন, পরে যেরূপে ঐ হিংস্র জন্তুর প্রাণবধ করিয়াছেন, তৎ সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত সের আফগণকে এই সকল কর্ম্ম করিতে দেখিয়া জাঁহাঙ্গীর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভয়ঙ্কর পশুটার নখাঘাতে বীর অতিশয় আহত হইয়া ছিলেন, এজন্য রাজভৃত্যেরা একখান পাল্কী করিয়া বন হইতে তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল, এবং তাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি শয্যাগত থাকেন, বাঁচিবার কোন আশা ছিলনা। অনেক সেবা শুশ্রূষা করাতে সের আফগণ্ সে যাত্রা সুস্থ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ব্যাঘ্রের নখ চিহ্ন যাবজ্জীবন তাঁহার বক্ষস্থলে ছিল। ভীরুস্বভাব জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ প্রকাশ্য রূপে সের আফগণের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে পারিলেন না সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গোপনভাবে তাঁহার বিনাশ চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতে লাগিলেন। প্রাণবিনাশ হেতু এত যে কুপরামর্শ হইতেছে, সের আফগণ তাহার কিছুমাত্র জানেন

নাই, একাকী নিঃসন্দেহে যথা তথা ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কিরূপেই বা তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা হইবে? তিনি জন্মাবধি কাহারও কোন অপকার করেন নাই, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যথাসাধ্য পরের মঙ্গল চেষ্টা নিরন্তর করিতেন; অতএব অন্যে যে তাঁহার প্রাণবধে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশঙ্কা তাঁহার মনোমধ্যে এক দিনের জন্যেও হয় নাই। বাদসাহ মহাশয় সের আফগণকে দিল্লী সহরের মধ্যে বাসকরণার্থ যে একটি অট্টালিকা দিয়াছিলেন, তিনি তথায় সতত থাকিতেন, বড় একটা রাজসভাতে যাইতেন না, ক্বচিৎ কখন যাইতেন, যখন যখন তিনি রাজ সভাতে যাইতেন, জাঁহাজীর সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সৌহার্দ্দ ভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। ভূপতির ন্যায় আমীর বর্গ সকলেই তাঁহার নিধনেচ্ছুক, তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তৎপ্রতি বৈরতা প্রকাশ করিত, অতএব যে জন্য বাদসাহ তাঁহাকে এত মান্য করিতেছেন, তাহারা সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

নৃপ নন্দন গোপনভাবে হস্তিপাল দিগকে আজ্ঞা করিলেন, সের আফগণ্‌কে পথে দেখিতে পাইলে, তোমরা হস্তি দ্বারা পথাবরোধ করত তাহার প্রাণ বধ করিও। ঐ নিরপরাধি ব্যক্তির বহির্গত

হওনের কোন নিশ্চিত সময় ছিল না, এজন্য ঃ রাজ আজ্ঞা সম্পন্ন করা মাহুতদিগের পক্ষে কিছু সুকঠিন হইয়া উঠিল। প্রহরী গণ সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিত, কিন্তু সুসময় পাইয়া কোন মতেই আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার সুযোগ পাইত না। দৈব ক্রমে এক দিন সের আফগণ হামামে স্নানার্থ গিয়াছিলেন, গৃহে প্রত্যাগমন কালীন এক সঙ্কীর্ণ পথদিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড হস্তী ধাবমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে আগমন করিতেছে; তাহাতে তিনি পালকি বাহক দিগকে আজ্ঞা করিলেন। "তোমরা পথ ছাড়িয়া দেও, হাতীটা চলিয়া যাউক; কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ জন্তুটা নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পথটা অতি সঙ্কীর্ণ দেখিতে পাইতেছি, অতএব যান বাহকেরা কিরূপে উহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে পারে, স্পষ্ট বোধ হইতেছে মত্ত গজটা পালকীর নিকট পর্য্যন্ত আসিলে আমাদের প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই, পালকী শুদ্ধ সকলকে মাড়াইয়া একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে।"

এদিকে ঐ উন্মত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সের আফগণ উচ্চৈঃস্বরে হস্তী পালকে ডাকিয়া কহিলেন, " তুমি আ-

পনার হস্তী নিবারণ কর ” কিন্তু সে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কথা শুনিল না। মাহুত হিন্দুজাতি ছিল, স্বভাবতঃ হিন্দু এবং মুসলমানদের পরস্পর সদ্ভাব নাই, সুযোগ পাইলে উভয়ে উভয়ের অমঙ্গল চেষ্টা করে, সের আফগণ বহু চীৎকার করিয়া হস্তীপককে ডাকিলেও সে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় হস্তীর স্কন্ধে শয়ন করিয়া রহিল, সম্মুখস্থ ব্যক্তি দিগের যে ভারি বিপদ হইবে ইহাতে কিছু মনোযোগ করিল না। তাহা দেখিয়া ঐ সদ্বংশজাত আমীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বেলা ফিরিয়া পলায়ন করিতে না পারিলে, আগন্তুক বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় দেখিতে পাই না; অতএব যান বাহক গণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা পুনর্ব্বার হামানে সত্বর হইয়া প্রত্যাগমন কর, কিন্তু বাহকেরা বিপদ আশঙ্কায় ভীত হইয়া পালকীশুদ্ধ নিজ প্রভুকে রাজ পথে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ ভয়ে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। তখন বীর আপনাকে মহা সঙ্কটে পতিত দেখিয়া ভীত হইলেন না, স্থিরচিত্তে এক লম্ফ প্রদান করত কোষ হইতে আপনার খড়্গখান বাহির করিলেন। হস্তীটা ক্ষিপ্তের ন্যায় দ্রুততর বেগে তাঁহার নিকটে আসিতেছিল, এমত সময়ে বীর সতর্ক হইয়া তাহার শুণ্ডোপরি খড়্গাঘাত করাতে একে-

বারে ঐ শুণ্ড সমূলে কাটিয়া ভূমিতে পড়িল। সাংঘাতিক প্রহারে আহত হইয়া হস্তী ভূমিতে পড়িয়া পঞ্চত্ব পায়, ইত্যবসরে মাহুত হস্তির মস্তক হইতে লাফে দিয়া দ্রুততর বেগে পলায়ন করত আপনার প্রাণ রক্ষা করিল।

একবার মহাবীর মনে করিলেন, আমি মুসলমান বলিয়া হিন্দু মাহুত আমার প্রতি শক্রবৎ ব্যবহার করত প্রাণবধ জন্য এইরূপ কম্পনা করিয়াছে, দুরাত্মার উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু হইলে কি হয়, ও ব্যক্তি আমার সমযোগ্য লোক নহে, নীচ স্বভাব প্রযুক্ত দুরাচার আমার ক্রোধের পাত্র হইযাছে, পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া জঘন্য এক দাসকে দণ্ড প্রদানে কোন পুরুষত্ব নাই। অতএব সেই দোষি ব্যক্তিকে যথেচ্ছা গমন করিতে দিলেন, একটীমাত্র কথা বলিলেন না। পরে নিজ তরওয়ালের বাঁটটী উত্তম রূপে পুঁছিয়া কোষ মধ্যে পুনঃ স্থাপন করিলেন।

জাঁহাঙ্গীর গবাক্ষের দ্বারে একখান চিক টাঙ্গাইয়া অট্টালিকার অভ্যন্তর হইতে এসমুদায় ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন। সের আফগণ প্রকাণ্ড হস্তীকে একাঘাতে প্রাণে মারিয়া ফেলিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার স্বাভাবিক সদ্বৃত্তি সকল লোপ পাইল, এবং হতাশ হওত তিনি মনে করিলে-

ন, এমন মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে আমি কি সুযোগে নিধন করিতে পারিব, উহাকে সংহার করা আমার সাধ্যাতীত বোধ হইতেছে। ইতিমধ্যে সের আফগণ আগত হইয়া বাদসাহকে নমস্কার পূর্ব্বক তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল; নৃপনন্দন তৎ শ্রবণে মহাবীর বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করাতে, তাঁহার প্রতি সের আফগণের এ বিষয়ের কোন সন্দেহ জন্মিল না।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

বঙ্গ দেশের শুবাদার কুতব চল্লিশ জন গুপ্তহন্তা নিযুক্ত করিয়া সের আফগণের বধ চেষ্টা করেন. সের আফগণ কর্ত্তৃক দস্যুদিগের নিপাতন. সের আফগণেরমহিমা প্রকাশ. রাজ কার্য্যালোচনার ছলে কুতবের বর্দ্ধমান যাত্রা. তদ্দ্বারা সের আফগণের প্রাণ বিনাশ. সেরপত্নী মেহর উলনেশার দিল্লী যাত্রা, বাদসাহ কর্ত্তৃক তাঁহার অপমান কারা গৃহ বাস।

মহারাজ জাঁহাঙ্গীর নিজ সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারিয়া বড়ই ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে হিংসা রিপুও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের উপর আয়ত্ত থাকে না, মনে যাহা উদয় হয় কার্য্য দ্বারা প্রায় সর্ব্বদাই তাহা করেন; ভারতবর্ষের সর্ব্বাধিপতি মহাশয়ের হিংসাগ্নিহেতু সুখ, স্বচ্ছন্দতা, শান্তি প্রভৃতি সুবৃত্তি সকল ভ-

স্মসাৎ হইয়া গেল, মেহর উলনেশার প্রতি তাঁহার অত্যাশক্তি, নিরন্তর ঐ সুন্দরীর রূপ লাবণ্য তাঁহার মনে জাগরূক হইতে থাকে; এজন্য সের আফগণকে হনন করিতে তিনি দৃঢ়তর সপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

তৎকালে কুতব নামে এক ব্যক্তি বঙ্গ দেশের শুবাদার ছিলেন, ভবিষ্যতে রাজ প্রসাদ প্রাপ্তির বাসনায় মুগ্ধ হইয়া ঐ ব্যক্তি মনে করিল, আমি সের আফগণকে ধ্বংস করিতে পারিলে বাদসাহ আমায় উচ্চপদ দিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব এবিষয়ে যত্ন করা সর্ব্ব বিধায়ে কর্ত্তব্য। এই বিবেচনাতে তিনি চল্লিশ জন দস্যুকে ভৃত্য রাখিয়া, ঐ ভদ্র সন্তান আমীর মহাশয়কে গুপ্তরূপে হনন করণের উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। সেরআফগণ আপনার অসীম বলবীর্য্য এবং সাহস হেতু গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কারণ পূর্ব্বে কোন রূপ সাবধান লইতেন না, অনিষ্টকারী লোক দিগকে অতিশয় তাচ্ছীল্য করিয়া বেড়াইতেন। অতি নির্জ্জন স্থানে তাঁহার বসদ্বাটী ছিল, তিনি কোন ভৃত্যকেই তন্মধ্যে থাকিতে দিতেন না, তাহারা সকলেই বাটীর কিয়দ্দূরে থাকিত। ভৃত্যের মধ্যে কেবল এক জন বৃদ্ধ দৌবারিক তাঁহার দ্বার রক্ষা করিত।

এবার অতি পরীক্ষা স্থল। কুত্তব দস্যু দিগকে নিযুক্ত করণানন্তর তাহাদিগের নিকট স্বীকার করিলেন, তোমরা যদি বাহুবলে আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিব। পুরস্কার লোভে অন্ধ হইয়া দুরাত্মা দস্যুর পাল কোন প্রকার চেষ্টা করিতে ক্রুটি করিল না। রজনীযোগে তাহারা ঢাল তরওয়াল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া সের আফগণের বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, বাধাদেয় তন্মধ্যে এমন কোন ভৃত্যই নাই। এক জন বৃদ্ধ দ্বারী কেবল দ্বারে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, অনায়াসে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গেল, তথাপি কোন শব্দ পাইলনা; দোতালার উপরে উঠিয়া দেখে, একটা কুঠারীর ভিতর মিট্ মিট্ করিয়া অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছে, দ্বার রুদ্ধ না থাকাতে তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ভীমের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর এক ব্যক্তি আপনার হস্তোপরি মস্তক স্থাপন করিয়া এক মনোহর শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। প্রদীপের দিকে মুখ, এবং গাত্রে একখানি সরু চাদর আচ্ছাদিত, ঐ বস্ত্রের সূক্ষ্মতা হেতু তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিরা প্রভৃতি সকলই স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইল। তদনন্তর ঐ দুরাত্মারা বোধ করিল, সকল

অবয়ব সমভাবে সুন্দর রূপে গঠিত, এমন সুরূপ পুরুষ এবাটীতে আর কোন ব্যক্তিই নাই, নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইনি অবশ্যই সের আফগণ হইবেন। বীর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, দুরাত্মারা শয্যার নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহাকে মারিবার উদ্যোগ করিল। কেহ২ অস্ত্র উত্তোলন করত তাঁহাকে প্রহার করণে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বিবেক সংস্কার হেতু মনস্তাপ পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। "যে ব্যক্তি বলবীর্য্য এবং ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত সকলের সমীপে পূজনীয়, তাহাকে নিদ্রারূপ অচৈতন্যাবস্থায় নষ্ট করিলে কোন পুরুষত্ব নাই, ছি ছি আমরা কি কাপুরুষ! আমরা চল্লিশ জন লোকে ভীত হইয়া এক ব্যক্তিকে জাগরূক করণানন্তর তাঁহার সহিত সংগ্রাম করণে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিনা, ধিক্ ধিক্ আমাদের বলবীর্য্য কোথায়! এমন নিদ্রিতাবস্থায় সের আফগণকে সংহার করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি। যথাকালে ঐ প্রকৃত পুরুষের বাক্য শ্রবণে মহাবীর সের আফগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, হঠাৎ তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, যে কয়েক জন অস্ত্রধারি দস্যু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অমনি সত্বর হইয়া আপনার তরওয়াল খানি লইলেন,

এবং বিপক্ষেরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি গৃহের এক কোণে দণ্ডায়মান হইয়া যথা সাধ্য আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপদ কালে তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি হইত ; শত্রুরা সহসা যেন তাঁহার নিকটবর্ত্তী না হয়, এজন্য যাইবার সময়ে যে খট্টে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই খাটখানি টানিয়া কোণের সম্মুখ ভাগে রাখিলেন ; তাহাতে দস্যু গণ তরওয়াল দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু মহাবীরের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সম্মুখে তাহাদের বর্শা কোথায় লাগে, তিনি ক্রমে ক্রমে নিজ অস্ত্র বলে দস্যু দিগের বর্শা সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন, নিজে কিছুমাত্র আঘাত পাইলেন না। দুরাত্মারা তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিলে, অনেক পুরস্কার লাভ করিবে, এই প্রত্যাশায় লুব্ধ হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করণে কোন ত্রুটি করিল না, প্রাণ পণে সকলে তাঁহাকে একেবারে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সম্মুখ স্থিত খট্টখানি বলে টানিয়া লইল, কিন্তু এই দুঃসাহসের নিমিত্ত তাহাদের দশ জনের মাথা সেস্থানে গড়া গড়ি গেল। এক্ষণে সের আফগণ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, খাটখানা যাহা হউক এক

প্রকার আশ্রয় স্বরূপ ছিল*; বিশেষতঃ আর ত্রিশ-জন দস্যুকে পরাজিত করিতে না পারিলে,সে যাত্রা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। একে রাত্রিকাল তাহাতে আবার গৃহের ভিতরে সংগ্রাম করিতে হইবে, নিরাবৃত স্থান হইলে ঐ ত্রিশ জন বলবন্ত দস্যু তাঁহার নিকটে তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইত; তথাপি বীর এবিষয়ে কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না, মনে করিলেন গৃহের কোণে আমি এইরূপ শেষ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া পাপাত্মাদিগের প্রাণ বিনাশ করিব।

নিরপরাধি ব্যক্তির অহিত করিতে উদ্যত হইলে অগ্রে আপনার অহিত হয়। দুরাত্মারা সের আফগণকে নিরাশ্রয় পাইয়া মনে করিল, কোন মতেই উহাকে আমরা পলায়ন করিতে দিব না। এককালে সকলেই বর্শা সঞ্চালন করিয়া উহার প্রাণ বিনাশ করিব, কিন্তু তাহাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, পরস্পরের হুড়া হুড়িতে একটা বিষম গোলযোগ হইল। এই বিশৃঙ্খলতা হেতু সেই সাহসী পুরুষ সুযোগ পাইয়া আপনার তীক্ষ্ণ অস্ত্র সঞ্চালন করত তাহাদের অনেককেই একেবারে ভূমিতলশায়ী করিলেন। অগ্রসর হইয়া যে ব্য-

* বল পূর্ব্বক যে শত্রুরা তাহা গ্রহণ করিযাছে,তাহাদিগের সঙ্খ্যাও অল্প নহে।

ক্তি তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তাহাকেই নিধন করিয়া পূর্ব্ববৎ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ান, এক পদও নড়িয়া যান না। অত্যাচারীরা তখন প্রাণ পণে যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু করিলে কি হইবে, তাঁহার অস্ত্র চালনের এমনি নৈপুণ্য, যে তাহার চোটে কোন ব্যক্তিরই পার পাওয়া সুকঠিন। আক্রমণকারী দিগের মধ্যে যাহাকে তিনি প্রাণে মারিতে পারেন নাই, তাহাকে সাংঘাতিক রূপে আহত করিয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, অবশিষ্ট দস্যুগণ স্বপক্ষীয় লোক দিগকে ক্রমে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করত সে যাত্রা রক্ষা পাইল। কি আশ্চর্য্য! এত যত্ন করিয়াও দুরাচারেরা সের আফগণের শরীরে একটিও আঘাত করিতে পারিল না।

যে ব্যক্তি এই উৎকট বিপদের সময়ে যথাকালে সের আফগণকে সতর্ক করিয়াছিল, সে এক্ষণে তাঁহার শৌর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হওত মৌনভাবে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি নরাধম, তুচ্ছ ধনের লোভে মত্ত হইয়া এতাদৃশ অলৌকিক বীর্য্যবন্ত পুরুষের প্রাণ হননে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আপন দুষ্কর্ম্ম হেতু ক্ষুব্ধ হওয়াতে পক্ষপাতি লোকদিগের ন্যায় তাহার সমুদয় শরীর

অবসন্ন হইয়া গেল। সে স্বপক্ষীয় আক্রমণকারী দিগের সহিত না সংযুক্ত হইতে পারে, না আক্রান্ত মহা পুরুষের প্রাণরক্ষা হেতু কোন উপায় করিতে পারে, প্রথমতঃ কি করিবে ভাবিয়া তাহার কিছু স্থির করিতে পারিল না। পরে ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের শেষ হইলে, সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এক্ষণে আমি একাকী ঐ বীরের সহিত গৃহ মধ্যে আছি, আমার স্বপক্ষীয় দুষ্কর্ম্ম শালী অপর লোক সকল নিহত হইয়াছে, কেহবা পলায়ন দ্বারা আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে; ছিছি আমার প্রাণ ধারণ করা বৃথা, মের আক্রমণ আমাকে যদি নষ্ট করিয়া ফেলেন, তবে বড়ই ভাল হয়, নীচ উৎকোচ লোভে আর কখন প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। সে অন্তঃ করণে দুঃখিত হইয়া এই রূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে ঐ দস্যুজয়ী অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করত বহু সমাদরে কহিতে লাগিলেন, "হেবন্ধো! তুমি এযাত্রা এই মহা সঙ্কট হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, শত্রুবোধে আমাকে কোন ভয় করিওনা, তুমি আমার চিরকালের নিমিত্ত মিত্র হইলে। এক্ষণে জিজ্ঞাসাকরি, বল দেখি তোমাদিগকে এমন অসৎ কর্ম্মে কে নিযুক্ত করিয়াছে?" আমীর মহাশয়ের সৌজন্যেতে সে বাধিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ কহিল, পরে

গৃহে গমন সময়ে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বীর তাহাকে বিস্তর পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

প্রধান অপ্রধান তাবল্লোকেই শাখা প্রশাখা দ্বারা এই সুবিখ্যাত বৃত্তান্তটিকে সাজাইয়া পরস্পার বলা বলি করিতে লাগিল। সের আফগণকে দেখিলেই লোকে অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাহার অলৌকিক শক্তি বর্ণনা করিত। কেহবা তাঁহার শৌর্য্য এবং মহত্ত্ব বিষয়ক গীত সকল পথে পথে গান করিয়া বেড়াইত, লেখকেরা এই বিষয়ে অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। বীর যেখানে যান, সেইখানেই জন সমূহ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করে। জনক জননীরা তাঁহাকে দেখিলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিত, ঈশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন, আমরা সকান্তঃকরণে জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের সন্তানেরা যেন তোমার ন্যায় শূর বীর এবং ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া সুখে কাল যাপন করে। দিল্লী সহরে বাস করিয়া রাজ অন্যায়বশতঃ তিনি বহু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, এজন্য অপর সাধারণ সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিল। সের আফগণ মনে করিলেন,আমি এখানে থাকিলে এই রূপ নানা বিপদের সম্ভাবনা, অতএব স্বস্থানে প্রস্থান

করাই উচিত, ইহা ভাবিয়া তিনি বৰ্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ জাহাঙ্গীর লোক মুখে পরম শত্রু সের আফগণের সাহসের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধ পরবশ হইলেন, কিরূপে তাঁহাকে নিপাত করিবেন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। বঙ্গ দেশের শুবাদার কুতবকে লিখিলেন, তুমি প্রকাশ্য রূপে সংগ্রাম করিয়া বৰ্দ্ধমানের নায়েবকে কখনই পরাভব করিতে পারিবে না, ঐ আমীর সন্তানের অসীম বল এবং অসীম বুদ্ধি, কোন গোপন সুযোগে তাহাকে যদি নষ্ট করিবার উপায় করিতে পার তবে বড়ই ভাল হয়, নতুবা উহাকে মারিবার আর কোন সুবিধা দেখিতেছি না।

বৰ্দ্ধমানে প্রত্যাগমনান্তর তুরুষ্ক দেশীয় আমীর মহাশয় বিবেচনা করিলেন, আমি দিল্লী হইতে বহু দূরে আছি, ভূপাল আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া আর কোন অত্যাচার করিতে পারিবেক না। উদার স্বভাবতা প্রযুক্ত তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ সকল দূরীভূত হইল। নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি যথা তথা ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এক দিন পাপাত্মা বঙ্গ দেশীয় শুবাদার রাজ কৰ্ম্ম দেখিবার ছলে বৰ্দ্ধমান যাত্রা করিলেন, হয় হস্তী সৈন্য প্রভৃতি কতই তাঁহার সঙ্গে চলিল, কে তাহার সঙ্খ্যা করি-

তে পারে ? অন্যান্য অনুবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারীদিগকে কুতব কহিলেন, সের আফগণ্‌কে নিপাত করা আমাদের বর্দ্ধমান যাইবার মুখ্য কল্প. রাজকীয় কর্ম্ম পর্য্যালোচনা কেবল একটি ছল মাত্র, তোমরা সর্ব্ব বিধায়ে এই প্রযত্ন করিবে। শুবাদারের যেরূপ ভীরু এবং নীচ স্বভাব, অনুবর্ত্তী লোক দিগেরও সেই রূপ প্রকৃতি ছিল, এই কথাতে তাহারা উৎসুক হইয়া মনে করিতে লাগিল, সের আফগণ্‌ আমাদিগের পরম শত্রু, উহার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে আমরা উত্ত্যক্ত হইয়াছি, কায়মনো বাক্যে অঙ্গীকার করিলাম, যাহাতে উহার বিনাশ হয় আমরা এমন কৌশল সর্ব্বতোভাবে করিব।

বঙ্গ দেশীয় শুবাদারের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আসন্ন মৃত্যু, আমীর মহাশয় নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্রসর হওত তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে গেলেন। দুশ্চরিত্র শুবাদারও মৌখিক আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া বর্দ্ধমানের নায়েব মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কুতব হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া আছেন, সের আফগণ্‌ অশ্বারূঢ় হইয়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিলেন। শুবাদারের সমভিব্যাহারী আমীর বর্গ সকলেরই সহিত তিনি সদালাপ করিতেছেন, তাহারা যে তাঁহার ভয়া-

নক শত্রু স্বপ্নেও তিনি এমন অনুভব করেন নাই।
সচ্চরিত্র হেতু সকলেরই সহিত সদ্ভাব প্রকাশ ক-
রিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, হাস্যামোদের
আর পরিসীমা নাই, যে যেমন ব্যক্তি সের আ-
ফগণ তদনুসারে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন।
দুষ্কর্ম্মে রত বঙ্গ রাজ্যের শুবাদার হস্তী পৃষ্ঠে উ-
পবেশন করিয়া প্রতারণা করত ঈষদ্ধাস্য করিতে
লাগিলেন। বদান্যশীল আমীর মহাশয় নিঃস-
ন্দেহ চিত্তে তাহাদিগকে আপন বাটীতে লইয়া
যাইবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন,
"এদীনের বাটীতে অদ্য মহাশয় দিগকে পদার্পণ
করিতে হইবে, নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলে আমি যা-
বজ্জীবন আপনাদিগের নিকট বাধিত হইয়া থা-
কিব।" এই কথাতে বাদসাহ প্রেরিত শুবাদার মৌ-
খিক সৌজন্য প্রকাশ করিয়া সম্মতি প্রদান ক-
রিলে, তুরকী জাতীয় মহাত্মা মহাশয় মনে মনে
চিন্তা করিতে লাগিলেন, অমার পত্নী মেহর উলনে-
শাকে আমি নিমন্ত্রণের কোন কথা জানাই নাই,
বোধ হয় তিনি এবিষয়ে আপনার অসম্মতি প্র-
কাশ করিবেন না।

অশ্বারূঢ়েরা আমোদ প্রমোদে এই রূপে গমন
করিতেছিলেন, এমত সময়ে পূর্ব্ব শিক্ষিত এক জন
প্রহরী সের আফগণের সহিত কলহ করিবার ছলে

সম্মুখবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তোমার বড় আস্পর্দ্ধা দেখিতে পাই, ঘোটক দ্বারা তুমি শুবাদা-রের পথ অবরোধ করিতেছ ? বামন হইয়া চাঁদে হাত, ইহা বলিয়া ঐ প্রহরী তাঁহার অশ্বকে এক লগুড়াঘাত করিল। তদ্দর্শনে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে বীর পুরুষ সের আফগণের মনে বড়ই সন্দেহ হইল, ক্রোধে বদন মণ্ডল একেবারে রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল, কম্পান্বিত কলেবর হইয়া তিনি কোপ সম্বরণ করিতে পারিলেন না ; কোষ হইতে তরওয়াল বাহির করিয়া এক আঘাতে ঐ দোষি ব্যক্তিকে ভূমিতলশায়ী করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে তাঁহার আশংকা হইল, প্রহরী হইয়া এমন দুঃসাহসের কর্ম্ম এ ব্যক্তি কখনই করিতে পারে নাই, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমার প্রাণ সংহারে ইচ্ছুক হইয়া শুবাদার অবশ্যই তাহাকে অনুমতি দিয়া থাকিবেন ; অতএব ঐ দুরাত্মার প্রাণ সংহার করা উচিত। শীঘ্র শীঘ্র অশ্ব চালাইয়া তিনি ক্ষণমাত্রে শুবাদারের হস্তীর নিকটে ধাবমান হওত হাওদাখান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ; পরে ভীরু স্বভাব কুতবের গলদেশ ধরিয়া হস্তী হইতে অবরোহণ করাইলেন ; এবং রক্ষক গণ না আসিতে ২ অস্ত্র দ্বারা বীর তাহার প্রাণ বধ করত আর পাঁচজন

আমীর লোককেও সেইরূপ প্রতিফল দিলেন।

রক্তাক্ত শরীর হইয়া দুঃসাহসী মহাবীর দূর হইতে দেখিলেন, শুবাদারের অনুচর গণ তাঁহাকে প্রতিফল দিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র শঙ্কা করিলেন না, বরং উচ্চৈঃস্বরে তাহা-দিগকে কটু বাক্য কহিয়া আপনার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্য কর্তৃক সাহায্য পাইবার কোন প্রত্যাশা নাই, তথাপি ঐ মহা-ত্মা প্রকৃত সাহসী ও মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই-লেন, আমি যথা সাধ্য যত্ন করিয়া প্রাণ থা-কিতে কখনই নিজ অস্ত্র পরিত্যাগ করিব না। দুষ্কর্ম্মশালী পাপাত্মারা মনে করিয়াছে, সহজে আমাকে সংহার করিয়া মৎ পত্নী পরম সুন্দরী মিহর উলনেশাকে অপহরণ করিতে পারিবে, তাহা কি কখন হইতে পারে? এজন্য উহাদের অনেক-কে যে শমন সদনে গমন করিতে হইবে, তাহার কি বিবেচনা করিয়াছে? এই চিন্তায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তিনি যাহাকে পাইলেন, তাহাকেই কাটিলেন, ছোট বড় কিছুমাত্র বিচার করিলেন না। সের আফগণের ভয়ানক অস্ত্র নৈপুণ্য স-ন্দর্শন করিয়া শত্রু গণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন না, কিন্তু সিংহ যেরূপ প্রকাণ্ড করি-

বরকে নষ্ট করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে থাকে, তিনিও সেই রূপ আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কোন বিপক্ষই ভয়ে তৎসমীপে আগমন করিতে পারিল না।

সিপাহীগণ তাঁহার বীরত্ব দর্শনে সশঙ্ক চিত্ত হইয়া নিকটে সংগ্রাম করিতে পারিল না, দূর হইতে ধনুক এবং বন্দুক দ্বারা তীর ও গুলী নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চারি পাঁচটা গুলি তাঁহার অশ্বের কপালে লাগীতে অশ্বটা ধড ফড় করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, তদ্দর্শনে শত্রু গণ তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত দৌড়া দৌড়ি তাঁহার নিকটে গমন করিতেছিল, ইতি মধ্যে তিনি লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাদের অনেকেরই প্রাণ বিনাশ করিলেন। তাহাতে আর আর বিপক্ষেরা ক্ষণমাত্র সে স্থানে তিষ্ঠিতে পারিল না, শুবাদারের সঙ্গী অনুচর দিগের ন্যায় নষ্ট হইবার ভয়ে তাহারা পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিল। এদিকে শুবাদারের সিপাহীরা বারি বর্ষণের ন্যায় দূর হইতে তীর এবং গুলী বর্ষণ করিয়া মহাবীর সের আফগণকে জর্জরীভূত করিল, তাঁহার শরীরের প্রত্যেক লোম কূপ দিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, তথাপি ঐ সাহসী আমীর নির্ভয় চিত্তে কুতবের অপর কর্ম্মচারী দিগকে সম্বোধন করিয়া

উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, অরে পাপাত্মা দু-রাচার সকল! তোরা জনসমহ হইয়াও কাপুরুষের ন্যায় দূর হইতে গোলা গুলী বর্ষণ করিতেছিস কেন? সাহস থাকেতো তোরা অগ্রসর হইয়া আমার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ কর, আমি অস্ত্র এবং বাহুবলে তোদের সকলকেই যমালয়ে প্রেরণ করি। এই কথা শুনিয়া তাহারা বিবেচনা করিল, এমন শক্তি কার আছে? যে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেরের নিকট হইতে পার হইতে পারে, অতএব এ-বিষয়ে কোন ব্যক্তিই সম্মত হইল না, তাহারা স্থির নিশ্চয় করিল, এত গোলযোগের আবশ্যক কি! দূ-রবর্ত্তী সিপাহীরা সের আফগণকে প্রাণে নিহত করিবে, দুর্ভগা দুঃসাহসী বীর তাহাদের হস্ত হ-ইতে কখন মুক্ত হইতে পারিবে না।

অবশেষে ঐ তুরকী জাতীয় মহাত্মা দেখিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। অতএব ধর্ম্ম পরায়ণ মুসলমান লোক দিগের ন্যায় তিনি আরবদেশীয় মক্কা নগ-রাভিমুখে আপনার বদন মণ্ডল ফিরাইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু আসন্ন সময়ে মুসলমান লোকেরা শিরে মৃত্তিকা এবং মুখে বারি প্রদান করে, ধা-র্ম্মিক বর সের আফগণ জলাভাবে মস্তকে শুদ্ধ

মৃত্তিকা প্রদান করিলেন। নির্ভয় এবং স্থির চিত্ত হইয়া তিনি পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, এমত সময়ে একেবারে ছয়টা গুলী তাঁহার বক্ষ স্থলে লাগিল, তদ্দ্বারা নিঃশব্দে তিনি মূর্চ্ছিত হ-ইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। সর্ব্বদেশীয় ইতিহাস বেত্তা দিগের প্রশংসনীয় সুবিখ্যাত সর্ব্বাগ্রগণ্য মহাবীর সের আফগণ এই রূপে মানব দেহ প-রিত্যাগ করিয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করিলেন।

পরমা সুন্দরী বিধবা মিহর উলনেশাকে তৎ-ক্ষণাৎ দিল্লী সহরে প্রেরণ করা হইল, এত কষ্টে জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াও তৎ-প্রতি সুব্যবহার করিলেন না। তিনি আমীর লোক দিগকে আজ্ঞা করিলেন, আমি মেহর উলনেশার মুখ দর্শনে অনিচ্ছুক, আমার অন্তঃপুরের যে স্থানে অন্যান্য কামিনীগণ থাকে, তন্মধ্যে একটি কদর্য্য গৃহে উহাকে রূদ্ধ করিয়া রাখ। কি কারণে ঐ বিধবার প্রতি তিনি এতাদৃশ নির্দয় ব্যবহার ক-রিলেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন; বোধ হই-তেছে সের আফগণকে অন্যায়তঃ নষ্ট করিয়া প্রা-কৃতিক বিবেক সংস্কার দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। অথবা রাজনীতির কোন কৌ-শল দ্বারা তিনি এতদ্রূপ গর্হিত কর্ম্ম করিলেন। যাহা হউক মেহর উলনেশা একে অতি অভিমা-

নিনী, তাহাতে আবার চিরকাল সুখ ভোগে কাল যাপন করিয়াছেন, অন্তঃপুর মধ্যে এক কদর্য্য গৃহে বাস করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুঃখ জনক হইল।

মুসলমান রাজা দিগের রমণীগণের বসদ্বাটী এক প্রকার আশ্চর্য্য স্থান, তদ্বিবরণ পাঠ করিলে তন্নিবাসী ভূপতি গণের রীতি নীতি উত্তম রূপে উপলব্ধি হইতে পারে। রাজ বিদ্রোহ, কুপরামর্শ, এবং ষড়যন্ত্র প্রভৃতি যে যে অনিষ্ট ঘটনা সকল ঐ দেশে উৎপত্তি হইয়া থাকে, ঐ অন্তঃপুরই তাহার মূলীভূত স্থান, অতএব মুসলমান রাজাদিগের গৃহ ধর্ম্মের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করা উচিত।

বাল্য কালে মোসলমান রাজ পুত্র দিগের বিদ্যাশিক্ষা অন্তঃপুরেই হয়, যে যে আমীর লোক দিগের সন্তানেরা যুবা হইয়া রাজ্যের মধ্যে উচ্চপদ গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরও বিদ্যাশিক্ষা সে স্থানে হইয়া থাকে। রাজ অট্টালিকার সঙ্গে ইহার সংযোগ নাই বটে, কিন্তু তৎসংযুক্ত সুগম্য পথের দ্বারা বাদসাহ বা আমীর গণ অনায়াসে তথায় গমন করিতে পারেন। সম্রাট এবং কয়েক জন নপুংসক কর্ম্মচারী ব্যতিরেকে কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, সে স্থানের গৃহকর্ম্ম সকলই স্ত্রীলোক দিগের দ্বারা হয়। ঐ অ-

ন্তঃপুরের চতুর্দ্দিক অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, মধ্যে এক সুরম্য অট্টালিকা এবং তাহার সম্মুখ ভাগে এক মনোহর পুষ্পোদ্যান থাকে। বিপুল অর্থশালী লোক দিগের যে যে ঐশ্বর্য্য ভোগে স্পৃহা জন্মিতে পারে, সেস্থানে তাহার কিছুরই অভাব নাই, সর্ব্ব প্রকার রঙ্গ রস দ্বারা সেস্থান পরিপূর্ণ। বাদসাহ তদ্দেশ জাতা অত্যুৎকৃষ্ট সুন্দরীদিগকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে দেন। শিল্পবিদ্যা ও নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি মনোরঞ্জক বিষয় সকল তাহাদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত কয়েকজন বৃদ্ধা স্ত্রী সেস্থানে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে দেখিলে যেন নৃপনন্দনেরা ইন্দ্রিয়াশক্ত হইয়া মুগ্ধ হয়, এমন মোহনীয়া বিদ্যা শিখাইতে বৃদ্ধা কোনমতে ত্রুটি করেন না। পিঞ্জর বদ্ধ কোকিলের ন্যায় ঐ রমণী গণ সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে থাকে, লোক সমাজে বহির্গতা হইতে পারে না, ভূপতি বায়ু সেবন অথবা অপর কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহারা বস্ত্রে আচ্ছাদিত এক একটা চতুর্দ্দোলার উপরে উপবেশন করে, অথবা বৃহদাকার তরণী সংযোগে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। কিন্তু সেই নৌকাখানিতে এমত দ্বার থাকেনা যে তদ্দ্বারা প্রাকৃতিক বাহ্য বস্তু সকল তাহাদের চক্ষু-

গোচর হইতে পারে ; আলোক এবং বায়ু সঞ্চলনের নিমিত্ত কেবল তন্মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ থাকে।

ঐ কামিনী গণের বাসস্থানকে পারস্য ভাষায় হারম বলা যায়, তথাকার জাঁক জমকের কথা কি বলিব, গৃহ কর্ম্মের সমুদয় পাত্র স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত, মহামূল্য হীরা মতি এবং প্রবাল দ্বারা তন্নিবাসিনী কামিনী দিগের অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সকল জাঁক জমক ভূপতি গণের অর্থানুসারে হইয়া থাকে। অর্থাৎ অল্প ধনি বাদসাহ দিগের হারমে এত জাঁক জমক নাই। যত দিন তত্রস্থ কামিনী দিগের রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্যাদি থাকে, ততদিন তাহারা নৃপ নন্দনদের প্রেমাস্পদ হন ; অন্যান্য দেশীয়া রাজ মহিষীদিগের যেরূপ ক্ষমতা এবং সম্ভ্রম তাহাদের ও সেই রূপ হয় ; অধিক কথা কি বলিব তাহারা এক প্রকার কারারুদ্ধা বটে, কিন্তু যৌবনকালে রাজারা তাহাদিগের সুখ সম্ভোগ বর্দ্ধনার্থ কোন প্রকারে যত্ন করিতে ক্রুটি করেন না। সেই সকল বারাঙ্গনারা গত যৌবনা হইলে তাহার সঙ্গে২ রূপ লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্যেরও বৈলক্ষণ্য হইয়া যায়, তখন বাদসাহ মহাশয়ের পূর্ব্বকার ভাব আর কিছুই থাকে না। একেবারে প্রেমরূপ জলধি উঁা-

হার শুষ্ক হইয়া যায়, পূর্ব্বে যাহার রূপ মাধুর্য্য দর্শনে তিনি মোহিত হইয়া আপনাকে ধন্য করিয়া মানিতেন, এক্ষণে তাহাকে দেখিলে তাঁহার বিরক্তি বোধ হয়; পূর্ব্বে যাহার মিষ্ট বাক্যে তাঁহার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইত, এক্ষণে তাহার সেই বাণী তাঁহাকে সাতিশয় কর্কশ লাগে; পূর্ব্বে যে মুখচন্দ্রিকাহতে তিনি শত শতবার চুম্বন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সেই মুখচন্দ্রিকা আর তাহাকে ভাল লাগে না; সকল বিষয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কি পরিতাপ! হারেম বাসিনী রমণী গণকে বয়স্কা হইলে যৌবন কালীয় তাবৎ সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তখন কোথায় বা তাহাদের হীরার নল সংযুক্ত সেই সোনার আলবলা, কোথায় বা সেই সুকোমল বিছানা, কোথায় বা সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান, রাজার অনুরাগ প্রযুক্ত গীত বাদ্য রঙ্গরস প্রভৃতি সকলই ফুরাইয়া যায়, ঐ হতভাগ্য কামিনী দিগকে আর কিছুই ভাল লাগে না।

## পঞ্চম অধ্যায়।

কারাগৃহে মেহর উলনেশার শিল্প বিদ্যার পারিপাট্য, কুহকিনীর সহিত মেহর উলনেশার কথোপকথন, এক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার বিবাহ জল্পন। এবং ঐ মহিলা কর্তৃক দুরন্ত আমীরের দণ্ড লাভ। জাহাঙ্গীরের সহিত মেহর উলনেশার সংমিলন, এবং নুরজাহান নাম প্রাপ্তি।

তাতার জাতীয় আয়াসের কন্যার অতিশয় দাম্ভিক স্বভাব ছিল, পূর্ব্বানুরাগী বাদসাহ মহাশয়ের বিগতানুরাগ তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তাহার অন্তঃকরণে যেন উহা শেল স্বরূপ হইয়া বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার মৃত পতি সের আফগণ যে জাহাঁঙ্গীরের পরম শত্রু ছিল, ইহা তিনি উত্তম রূপে জানিতেন, কিন্তু এই হিংসা হেতু পূর্ব্বস্বামি যে প্রাণে হত হইবেন, স্বপ্নেও তিনি এমন বিবেচনা করেন নাই। বহুকাল বদান্য স্বভাব সের আফগণের প্রাণ সমা হইয়া তিনি পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই স্নেহ এবং স্বাধীনত্ব হারাইয়া এক দুঃশীল প্রভুর অধীনে কারাগৃহে বাস করিতে হইয়াছে, এই চিন্তায় মগ্ন হওয়াতে তাহার মনে অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মিল। নিরন্তর পূর্ব্ব সুখ মনে করিতে করিতে পাছে উন্মত্তা হইতে হয়, একারণ আলস্য পরিত্যাগ ক-

রিয়া আপনার মানসিক বৃত্তি সকল অনুশীলনে তিনি যত্নবতী হইলেন, এবং তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ যে ফলোৎপন্ন হয়, অপর সাধারণ সকলেই তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়াছিল।

বুটাদার চিকন এবং অন্যান্য শিল্প কর্ম্মে মিহর উলনেশা অতিশয় নিপুণা ছিলেন, রেশমি বস্ত্রের উপর নানাবিধ চিত্র বিচিত্র রূপা লাগাইয়া তিনি উত্তম রূপে সুসজ্জিত করিতে পারিতেন, এই সকল কর্ম্মের প্রতি সুন্দরী মনোভিনিবেশ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম করাতে ভারতবর্ষীয় শিল্প বিদ্যাজ্ঞ সকলেরই নিকটে তিনি অত্যন্ত যশস্বিনী হইলেন, সে সময়ে তদ্রূপ উত্তম পরিধেয় কোন বুটাকেই প্রস্তুত হইত না। অত্যল্প দিনের মধ্যে তৎকৃত বস্ত্রের কথা রাজধানীস্থ তাবল্লোকেই কথোপকথন করিতে লাগিল। সুবিখ্যাত সের আফগনের পত্নী বলিয়া তিনি লোক সমাজে মাননীয়া ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে এই বস্ত্রের নিমিত্ত তাঁহার নাম পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দিল্লী এবং আগরা নগরীয় আমীর গণের পত্নীরা যাত্রা মহোৎসবাদির সময়ে, পরম সুন্দরী মেহর উলনিশার রচিত বস্ত্র ব্যতিরেকে আর কোন বস্ত্রই পরিধান করিত না। ক্রমে ক্রমে তৎকৃত কাপড় সকল উক্ত স-

হরের মধ্যে এক প্রকার ডৌল এবং আদর্শ স্বরূপ হইল।

মনোদুঃখ প্রযুক্ত ঐ মনোমোহিনী বিধবা নারী নিজে উত্তম বসন পরিধান করিতেন না, বাদলা এবং জরিলাগাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করত আপন সহচরী দিগকে উত্তম রূপে সাজাইতেন; তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অতি রূপবতী রমণীছিল, অতএব নিজ কর্ত্রীর শ্রমোৎপন্ন বসন পরিধান করিলে, তাহাদের রূপ লাবণ্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সুন্দর হইত। বিদ্যাবলে মেহরউলনেশা৷ কারাগৃহেও বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়া অত্যন্ত বিখ্যাতা হইয়া উঠিলেন, পূর্ব্বে সাধারণ লোকে তাঁহার এতাবৎ গুণের কথা অত্যল্প জানিত, অসাধারণ বীরাগ্রগণ্য পতির গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়াতে শিল্পবিদ্যার প্রতি তাঁহার এতাদৃশ মনোযোগ ছিল না।

অনন্তর আয়াসের কন্যা অতিনবিত নিজ কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়াও কারারুদ্ধা বশতঃ বড়ই ক্ষুব্ধ চিত্তা হইলেন। একে অতীব অভিমানিনী, এই অপমান দ্বারা তাঁহার যে ক্লেশ হইল তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। আপনার আশ্চর্য্য জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি মনে করিলেন, ভাবিয়াছিলাম আমার যশঃ দেশে বিদেশে প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে পরমসুখী করিবে, জরি এবং বুটাদার বস্ত্র নি-

র্ম্মাণ করিয়া যে লোক সমাজে বিখ্যাতা হইব, স্বপ্নেও আমি এমন অনুভব করিনাই। এই চিন্তায় অভিভূতা হওয়াতে দিন দিন তাঁহার রূপ লাবণ্য ও মনের উৎসাহ হ্রাস পাইতে লাগিল, কিছুই ভাল লাগে না, সকল কর্ম্মেই বিরাগ জন্মিয়া উঠে, সহচরীগণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। পরে শিল্প কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন।

একদিন মনের উৎকণ্ঠাতে তিনি একাকিনী অধোবদনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক দাসী আসিয়া কহিল, কর্ত্রী! এই অন্তঃপুর মধ্যে এক বৃদ্ধা স্ত্রী আছেন, তেঁহ আপনার বিদ্যার প্রভাবে ভবিষ্যতে কাহার কি হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারেন, ইচ্ছা হয়তো আপনি তাহাকে ডাকাইয়া আনুন। এই কথাতে বিধবা নারী প্রফুল্লা হইয়া তৎক্ষণাৎ বুড়ীকে ডাকাইয়া আনিলেন। অতিশয় বৃদ্ধা বার্দ্ধক্য হেতু বুড়ী তাঁহার সম্মুখে আগমন করত সরল হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, আস্তে আস্তে উপবেশন করিয়া আপনার হস্তোত্তোলন করত অপ্রাকৃত ভাষাতে কএকটা মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

মেহরউলনেসা বুড়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক মৃদু

স্বরে কহিতে লাগিলেন। "মাতঃ! তুমি যে আশ্চর্য্য মন্ত্র গুলীন পাঠ করিলে তাহার অর্থ কি ? আমার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা তুমি বলিয়া দিলে আমি তোমার নিকট চিরবাধিত হইব," এই কথা কহিয়া কুহকিনীর দক্ষিণ হস্তে একটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। বুড়ী মুদ্রা পাইয়া হর্ষচিত্তে পূর্ব্বোক্ত অপ্রাকৃত ভাষায় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হাস্য বদনে অতীতানাগত সমস্ত ব্যাপার কহিতে আরম্ভ করিল। "যথা রাজমহিষী হইয়া মরিবার নিমিত্ত তোমার মরু ভূমিতে জন্ম হইয়াছে ; শৈশবাবস্থায় যে কন্যা সর্প ক্রোড়ে স্থিত হইয়াছিল, যৌবনাবস্থায় তাহাকে রাজা অবশ্য ক্রোড়ে করিবেন; শিশু কালে যে কন্যা আহার ভাবে শীর্ণা হইয়াছে, যৌবনাবস্থায় অবশ্যই সে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে ; তোমার জন্ম কালে যে নক্ষত্র আকাশ মণ্ডলে ক্ষুদ্রাকারে উদিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ডবৎ প্রদীপ্ত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই ; বাছা মিহরউলনেশা! আমি তোমাকে প্রতারণা করিতে আসি নাই, আমার কথায় তোমার শ্রদ্ধা হইতেছে কি না তাহার প্রমাণ জানিতে চাহি"। ইহা বলিয়া বুড়ী আপনার দক্ষিণ হস্ত বিস্তারিত করিলে, মেহরউলনেশা তাহার হস্তে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। তাহা পাইয়া

বুড়ী প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

মেহর উলনেশাকে পূর্ব্বে আমরা অতিশয় বুদ্ধি এবং বিদ্যাবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, সামান্যা এক জন কুহকিনীর কথাতে যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইবে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব. যে নারী কুহকিনীর কুহকে মুগ্ধা হইয়া তাহাকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করে তাহার আবার একটা জ্ঞান বুদ্ধি কি! এমন আশঙ্কা পাঠকদিগের অবশ্যই হইতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত, দুঃসময় হইলে মহা পণ্ডিতেরও বুদ্ধি মলিনা হইয়া থাকে, বীরের ভার্য্যা অবলা নারী বইতো নয়, ইহাতে কি তাহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে! বিশেষত তিনি প্রধান লোকেব কন্যা এবং সর্ব্বদেশ বিখ্যাত এক জন প্রধান লোকের রমণী ছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদাভিষিক্তা হইব এই তাহার মনোগত ইচ্ছা। সম্প্রতি দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে অনেক দুরবস্থায় থাকিতে হইয়াছে, এবিষয়ে তিনি অহরহ উন্মনস্কা হইয়া কালযাপন করিতেন; বাল্যকালাবধি যে ব্যক্তি উচ্চপদাভিষিক্ত থাকিয়া একেবারে তদ্বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির স্থৈর্য্যতা কে থা থাকে! অতএব মেহর উলনেশার

অন্তঃকরণে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রত্যাশা প্রাবল্য হওয়াতে তাহার হিতাহিত বিবেচনা আর কিছুই রহিল না, মনোগত অভিলাষের সহিত কুহকীনীর কুহক সকল ঐক্য হওয়াতে তিনি তাহাকে বিস্তর পুরস্কার করিযাছিলেন ; বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের স্বভাবতঃ এই রূপ ঘটিয়া উঠে। জ্ঞান শূন্য অথবা কাল্পনিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হেতু তিনি যে একর্ম্ম করিয়াছিলেন, এমন কথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না।

যাহা হউক এই চিন্তায় তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় ম্লান হইলে তিনি আপন বিচিত্র গুণের কথা প্রকাশ করণে কোন প্রকারে যত্ন করিতে ত্রুটি করিলেন না। শিল্পবিদ্যার দ্বারা যে সকল উত্তমোত্তম বস্ত্র তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, লোকেরা তৎপ্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিত। হারমের বহির্ভাগে অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহার মনোহর রূপের বিষয়ে নিরন্তর পরস্পর জল্পনা করিত। লোক দিগের এই অনুরাগে অনুরাগিনী হইয়া তিনি জন সমাজে ঘোষণা করিয়া দিলেন, অমুক উচ্চ পদাভিষিক্ত রাজ কর্ম্মচারী ভদ্র বংশজাত আমীর তাহার সদ্গুণের কথা শ্রবণ করিয়া পাণিগ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হইল, যে অত্যল্প দিনের মধ্যে মেহর উলনেশা অমুক আমীরের ধর্ম্মপত্নী হইবেন। হারামে থাকিয়া মেহর উলনেশা এই জন শ্রুতি বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যে ভদ্র সন্তান আমীর মহাশয় তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে কোন প্রতিজ্ঞা করিলেন না, বরং মনে করিলেন যে গোলযোগ হইতেছে হউক না কেন, ঈশ্বর করুণ যে কোন প্রকারে এই জনরব জাঁহাঙ্গীর বাদসাহের কর্ণ গোচর হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি আমাকে দেখিতে চাহিবেন।

কতদিন মিথ্যা গোলযোগ এই অবস্থায় থাকিতে পারে, সংকুলোদ্ভব ঐ আমীর যথার্থই বিবাহার্থী হইয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন, যে আমি তোমার সহিত পরিণয় করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে বর মালা প্রদান করিবে কি না তাহা প্রকাশ করিয়া বল। পত্রের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়া আমীর নন্দন এবং তাঁহার বন্ধু বর্গের একেবারে চক্ষুস্থির হইল। যেহেতু মিহর উলনেশা বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। হতাশ প্রযুক্ত ঐ রাজকর্ম্মচারী অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া মনে করিল, আমি অন্তঃ-

পুরে যাইয়া বলাৎকার দ্বারা ঐ দুষ্টা কামিনীকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়া হারমের পবিত্রতা নষ্ট করিব। একদিন রাত্রিকালে মেহর উলনেশা একাকিনী গৃহে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে ঐ হতভাগা নায়ক গোপন ভাবে কোন কৌশল দ্বারা হারমে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মহাবলবান যুবা পুরুষকে সম্মুখভাগে দণ্ডাইতে দেখিয়া মেহর উলনেশার একেবারে স্পন্দ রহিত হইল, কিন্তু একটিমাত্র কথাও কহিলেন না। তদ্দর্শনে ঐ দুর্ভগা আমীর ক্রোধ পরবশ হইয়া নানাবিধ কটু বাক্যে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল, সুন্দরী অধোবদনে সহিষ্ণু ভাব প্রকাশ করিয়া মৌনভাবে রহিলেন। তাহাতে আমীর নন্দনের হতাশা হইলে তাহার দুষ্প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান হইল, তিনি হস্তোত্তোলন করিয়া মেহর উলনেশাকে বলাৎকার করিতে গেলেন। সিংহের নিকটে শৃগাল, যেরূপ যুবা পুরুষের নিকটে শিশু যেরূপ, দুঃখিনী নারী ঐ অসভ্য আমীরের নিকট সেই রূপ হইয়াছিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়? পরমেশ্বর দুরাত্মা দিগকে সাধ্বীস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট কোন মতেই করিতে দেন না। হঠাৎ ঐ যুবা পুরুষের হস্তের আঁটুনি শিথিল হইয়া

পড়িল, মেহর উলনেশা এই সুযোগে সত্বর হইয়া কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া একখান কিরীচ বাহির করিলেন, এবং ঐ দুঃশীল আমীরকে সম্বোধন করিয়া সাহসী পুরুষের ন্যায় কহিতে লাগিলেন। "ওরে দুরাত্মন্! প্রাণ বাচাইবার ইচ্ছা থাকেতো এখনই পলায়ন কর, নতুবা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। মদোন্মত্ত আমীরবর এক প্রকার হত বুদ্ধি হইয়াছিলেন, তিনি পুনর্ব্বার ঐ সুন্দরীর প্রতি অত্যাচার করিবার মানসে তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; বুদ্ধিমতী মেহর উলনেশা তখন তৎপর হইয়া তাঁহার শরীরে ঐ কিরীচ দ্বারা আঘাত করাতে রক্ত ধারা বহির্গত হইল, রক্তাক্ত শরীরে আমীর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ভৃত্যেরা যৎকালে পালকী করিয়া তাহাকে ঐ বাটী হইতে লইয়া যায়, তিনি তখন জ্ঞান শূন্য ছিলেন, একারণ পরে কি হইয়াছে তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। এই রূপ আহত হইয়া তিনমাস পর্য্যন্ত তিনি শয্যাগত ছিলেন, বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, পরে ঈশ্বর প্রসাদাৎ আরোগ্য হইয়া উঠিলে তিনি এই শিক্ষা পাইলেন, বলাৎকারে সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে গেলে অত্যাচারীর প্রাণ পর্য্যন্ত যায়। তৎপরে আর আর অ-

নেক ভদ্র সন্তান স্ত্রীরত্ন লাভে অভিলাষী হইয়া পতিহীনা রমণীকে বিবাহ করিতে যত্ন করিয়াছিল কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে মেহর উলনেশার আশ্চর্য্য গুণ মহারাজার কর্ণ গোচর হয়। পূর্ব্বে যাহার প্রেমে প্রেমী হইয়া বিরহ যাতনায় বাদসাহ দিন যামিনী চিন্তার্ণবে মগ্ন ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আর সে ভাব ছিল না; কি কারণে ভূপালের অন্তঃকরণে এই রূপ অবস্থা হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বোধ হয় ঐ কামিনী তাঁহার পরম শত্রু সের আফগণের ভার্য্যা ছিলেন, কি জানি বাদসাহের সহিত সংমিলনে পাছে তাহার পূর্ব্ব স্বামীর প্রেমা-লিঙ্গন স্মৃতি পথে উদয় হইয়া ঐ সুন্দরী অন্তঃক-রণে বেদনা পায়, এজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত বাদসাহ তাঁহার মুখ দর্শন করিতে চাহেন নাই। যাহা হউক আপামর সাধারণ সকলের মুখে পতিহীনা রমণীর সৌন্দর্য্য ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া বাদসাহ বি-বেচনা করিলেন, চক্ষু কর্ণে বিবাদ রাখা উচিত নয়, স্বয়ং যাইয়া ঐ রূপবতীর রূপ লাবণ্য দর্শন করিলে সকলি বিদিত হইব।

পূর্ব্বে মনোগত কথা বাদসাহ ঐ কামিনীকে না কহিয়া হঠাৎ একদিন তাহার অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। সুন্দরী পূর্ব্বে তাহার কিছু-

মাত্র জানেন নাই, তিনি শুদ্ধ একখানি সূক্ষ্ম মলমলের বস্ত্র পরিধান করিয়া বালিশে আলস্য রাখিয়া সুখে বিরাম করিতেছিলেন, গাত্রে আঙ্গিয়া অথবা চাদর প্রভৃতি আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাথাকাতে, ঐ মলমলের সূক্ষ্মতা হেতু তাহার প্রাকৃতিক রূপ লাবণ্য সকলই স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতেছিল। স্বভাবতঃ যে নারী পরম সুন্দরী হয়, তাহার বেশ ভুষায় প্রয়োজন রাখে না। প্রাকৃতিক নির্দোষ সৌন্দর্য্য দ্বারা সে ভুবনস্থ তাবল্লোকের মন হরণ করিতেপারে।

বাদসাহা মেহেরউলনেশার সুললিত অবয়ব ও সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ চিত্ত হইলেন, পূর্ব্ববৎ তাঁহার অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক প্রেম ভাবের উদয় হইতে লাগিল, এবং কন্দর্পবাণে বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার বাহ্য জ্ঞানও শূন্য হইয়া উঠিল। অত্যান্ত বিস্ময়াপন্ন হওয়াতে কিছুকাল বাদসাহের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, তিনি মৌনভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টে তাহার মনোহর রূপ লাবণ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মেহর উলনেশা অত্যান্ত ব্যস্ত সমস্তা হইলেন, কি করিবেন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, অধোবদন করিয়া এক দৃষ্টে ভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগি-

লেন। আহা! তদবস্থাতেই তাহার রূপ লাবণ্যের কতই বৃদ্ধি হইল। চন্দ্রবদনার মুখ চন্দ্রিকা, এবং হাব ভাব লাবণ্যের মাধুর্য্য দর্শনে জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ বিমোহিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বিধাতা বুঝি নির্জ্জনে বসিয়া আপনার অনন্ত কৌশল শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এই রমণীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে ইহার অঙ্গের কোন স্থানে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই কেন? অনঙ্গবাণে দগ্ধ হইয়া তিনি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। চন্দ্রাননা সুন্দরীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করত কহিতে লাগিলেন। হে সুন্দরী মেহর উলনেশা! ভারতবর্ষাধিপ জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ তোমার চরণে পতিত হইয়া তব সৌন্দর্য্যের যথা বিহিত সম্ভ্রম করিতেছেন, সম্প্রতি তৎকৃত পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তুমি একবার কটাক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক এই মহদ্রাজ্যে রাজমহিষী হইতে অভিলাষ কর কি না তাহা বল?

মেহর উলনেশা কর যোড় করিয়া বাদসাহের সমীপে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! এবিষয়ে কি উত্তর দিব, আমি সর্ব্ববিষয়ে আপনকার অধিনী স্বরূপ, যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমাকে

প্রতিপালন করিতে হইবে, অবলা স্ত্রী জাতির এমন কি ক্ষমতা আছে! যে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া স্বাভিলষিত কর্ম্ম করিতে পারে।

জাঁহাঙ্গীর এই কথাতে পরমাহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রেমভাবে কহিলেন, হে ভুবন মনোমোহিনী! আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া এই আর্য্যাবর্ত্তের পাটেশ্বরী করিতে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রজাপতি আমাদিগের শুভ বিবাহে যেন প্রসন্ন হয়েন। পরে রাজ সভাসদদিগকে তিনি আজ্ঞা করিলেন, সের আফ্গণের বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার পাণি গ্রহণ হইবে, তোমরা সর্ব্বত্র ঘোষণা পত্র পাঠাও।

এই বিবাহোপলক্ষে রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজারা অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি স্থানে স্থানে হইতে লাগিল, আমোদের আর পরিসীমা নাই, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকল স্থানেই প্রস্তুত, দীন দরিদ্র প্রজাবর্গ এবং উদাসীন প্রভৃতি সকলেই পরম সুখে তাহা ভোজন করিয়া রাজা রাণী উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করিল। অন্যান্য আমীরদিগকে যথাযোগ্য রূপে বাদসাহ নন্দন শাল দোশালা এবং কিংখাপের কাপড় সকল পুরস্কার করিতে লাগিলেন। দিল্লী এবং আগ্রা নগরীয় রমণীগণ

মেহর উলনেশা কৃত সুরম্য বুটাদার এবং উত্তম বস্ত্র আর পরিধান করিতে পাইল না, তাহাদের রঙ্গ রস সকলই ফুরাইয়া গেল। যে নারী আপন শিল্প কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক মহামহিম বাদসাহের রাজ্যেশ্বরী হইলেন। ঐ নারী পরিণামে বুদ্ধি কৌশল ও ক্ষমতা দ্বারা ইতিহাস বেত্তাদিগের পুরাবৃত্তের প্রধান বিষয় হইয়া আপনাকে চিরস্মরণীয়া করিয়াছিলেন ! তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া নৃপতি রাজ কার্য্য বিষয়ক কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেন না, সকল বিষয়েই তাহার যুক্তি লইতেন। তৎকালে মেহর উলনেশা নামের পরিবর্ত্তে তিনি নুরমহল অর্থাৎ (আবাসের দীপ স্বরূপ) এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

জাঁহাঙ্গীর সাহা রাণীদিগের মধ্যে নুরমহলকে পাটেশ্বরী করিয়া তৎপ্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে ঐ নুরমহল অভ্যুচ্চ পদাভিষিক্তা হইলে, জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ নুরমহল নাম পরিবর্ত্ত করিয়া তাহাকে নুরজাঁহা অর্থাৎ জগতের দীপ্তি এই নাম দিলেন, আর আপনি সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে যে অধিক প্রেম করেন, সাধারণ প্রজাবর্গকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত নুরজাঁহা নামের অন্তে সায়ী অর্থাৎ রাজ্ঞী

এই উপাধি প্রদান করিলেন (তদবধি আমীরবর্গ সকলেই তাহাকে নুরজাঁহা সায়ী বলিয়া ডাকিতেন) এই রাণীর গর্ব্ভজাত সন্তানেরা রাজবংশের উত্তরাধিকারী হইয়া পরে অত্যুচ্চ পদ গ্রহণ করিয়াছিল। উহাঁর পৌত্র ও প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকলের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, মোগল রাজ্যে এরূপ ক্ষমতা আর কাহারও দৃষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বে রাজাদিগের নামেই কেবল মুদ্রা প্রস্তুত হইত, নুরজাঁহা সায়ী সেই রীতির পরিবর্ত্তন করিয়া রাজারাণী উভয়ের নামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। অধিক কথা কি বলিব, অলৌকিক বুদ্ধি কৌশলে রাণী আপনার অন্তঃপুর হারম নামক স্থানকে এক প্রকার রাজসভা স্বরূপ করিয়াছিলেন। আমীরগণ সে স্থানে অক্লেশে প্রবেশ করিয়া সুকঠিন রাজনীতি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে পারিত, স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে এমন বিষয় কদাচ দৃষ্ট হয় নাই।

মহারাজ জাঁহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে এই ভারতবর্ষে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম সংস্থাপিত হইয়া রাজ আজ্ঞায় প্রচলিত হইত, লোক সমূহে কহিত, যে এসকল ব্যবস্থা রাজ মহিষী অন্তঃপুরে প্রস্তুত করিয়াছেন। মুসলমান জাতীয় ইতিহাস বক্তারা রাজনীতি বিষয়ে জাঁহাঙ্গীর বাদসাহের

রাজত্ব সময়কে অতিশয় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু নুরজাঁহা স্বামী তাহার মূলকারণ ছিলেন। রাজাবিনা তত্তুল্য ক্ষমতা এই ভারতবর্ষে আর কাহারও ছিল না। অন্য বাদসাহেরও ছিল কি না ছিল তাহা সন্দেহ স্থল। যবন বাদসাহেরা স্ত্রী জাতির পরাক্রম খর্ব্ব করিতে সর্ব্ব বিধায়ে যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের রাজ্যে কেবল নারীরই এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় নাই, তজ্জাতীয় ইতিহাস পাঠ দ্বারা আমরা অনেক যবনী রাজ্ঞীর বুদ্ধি বিষয়ক উপাখ্যান পড়ি বটে, কিন্তু রাজার সহিত সমভাবে ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া রাজ কার্য্য সুনিয়মে সমাধা করিয়াছে, এমন কোন দৃষ্টান্তই পাই না। নুরজাহার ন্যায় কোন্ স্ত্রী এই ভারতবর্ষরূপ সাম্রাজ্যের রাজ কার্য্য সকল আপনার করতলস্থিত করিয়া লোক সমাজে যশস্বিনী হইয়াছিল্? বোধ হয় কেহই হয় নাই।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

নুরজাঁহান বুদ্ধি কৌশলে সাজহানের রাজ বিদ্রোহ নিবারণ করেন।

নুরজাঁহা উচ্চপদাভিষিক্তা হইয়া কয়েক বৎসর পরম সুখে কালযাপন করেন, এমত সময়ে করীম নামে জাঁহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র অত্যাচার

দ্বারা রাজ কার্য্যের কুশল বিনাশে উদ্যত হই-য়া উঠিলেন; এই রাজ নন্দন সাজেহান নাম প্রাপ্ত হইয়া পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হ-ইয়া ছিলেন। একবার দক্ষিণ দেশে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, অত্যাচারী দিগের দমনার্থ বাদসাহ একদল বলবন্ত সৈন্য সঙ্গে দিয়া ঐ রাজ পুত্রকে তথায় প্রেরণ করেন। ভূপতি নন্দন পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অনায়াসে ঐ বিদ্রোহী দি-গকে বশীভূত করণানন্তর মনে মনে বিবেচনা ক-রিতে লাগিলেন, এতাদৃশ চতুরঙ্গিনী সেনা আ-মার আজ্ঞাধীন, তাহাদিগকে আমি যাহা বলি তাহারা তাহাই করে, দক্ষিণ রাজ্যে দুরন্ত রাজ-বিদ্রোহী দিগকে তাহারা অস্ত্র বলে পরাভব ক-রিতে পারিয়াছে, ইহাদের সাহায্য দ্বারা আমি অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে পদচ্যুত করিয়া অনায়াসে সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারিব।

ইতি পূর্ব্বে জাঁহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরো নামা যুবরাজ, রাজবিদ্রোহোপলক্ষে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সুযোগে সিংহাসনাভিলাষী রাজপুত্র করীম মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া স্থির করিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে আমি কখনই রাজ্যাভিষিক্ত হইব না, উনি য-থার্থই রাজ্যের উত্তরাধিকারী, এক্ষণে উহাকে

নিপাত করিবার উত্তম সময় হইয়াছে। অতএব বাদসাহের সমীপে গমন করিয়া ভূপতি নন্দন নিবেদন করিলেন, মহারাজ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খুসরোকে কারা গৃহ হইতে মুক্ত করিয়া আমার হস্তে প্রদান করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্রাট সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন, এব্যক্তি খুসরোকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছে কেন? আমার ভাল বোধ হইতেছে না, রাজসিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরো উহার এক বিষম প্রতিদন্ধক, বোধ করি দুরাত্মা তাহাকে প্রাণে সংহার করিবে। বাদসাহ মহাশয় বিদ্রোহী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন প্রকারে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন না। ইহাতে রাজ নন্দন করীম ক্রোধান্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের সমীপে আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন। " দক্ষিণ দেশে রাজবিদ্রোহী দিগকে পরাভূত করিয়া আমি সৈন্য সকল আপনার অধীনে রাখিয়াছি, তাহারা আমার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করে, আমিও তাহাদিগকে অন্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করি, তাহাদের সাহায্যে আমি যুদ্ধ করিয়া খুসরোকে গ্রহণ করিতে পারিব, তাহার মস্তক চ্ছেদন না করিলে আমার মনের শান্তি হইবে না "। এই রূপে পিতৃ

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বাস ঘাতক রাজ কুমার একেবারে রাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন।

নুরজাঁহা রাজ পুত্রের এই নীচ স্বভাব জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্যে প্রকাশ করিয়া কাহাকেও একথা বলেন নাই। এই ঘটনাহেতু রাণী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ধূর্ত্ত রাজ পুত্রের ভয়ানক লোভ দেখিতে পাইতেছি, পূর্ব্বে সাবধান হইয়া তাহাকে দণ্ড প্রদান না করিলে রাজ্যের বিস্তর অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখি, অধিক কি! খুসরোর মৃত্যু না হইতে হইতে দুরাত্মা বাদসাহের সিংহাসন পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে পারে, অতএব এই সময়ে ইহার কোন প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। পাটেশ্বরী আরও ভাবিলেন, রাজ কার্য্য বিষয়ে তাহার চরিত্র দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, রাজা হইবার বাসনা তাহার অন্তঃকরণে অতিশয় প্রবল, তাহার কোন ভুল নাই। শঠতা এবং বুদ্ধি বিষয়ে এই বিশ্বাস ঘাতকের নিকট এ রাজ্যের কোন ব্যক্তিই সমতুল্য হইতে পারিবে না। দুর্ব্বৃত্ত রাজকুমার শুদ্ধ কুপরামর্শী নহে, অতিশয় যোদ্ধা এবং সাহসিক সৈন্যাধ্যক্ষ, সে সৈন্য দিগকে যাহা বলে তাহারা তাহাই করে, অতএব এমন বলবন্ত ব্যক্তিকে দমন করিয়া কিরূপে তাহার ষড়যন্ত্র হইতে

উদ্ধার হওয়া যায়; এই চিন্তায় ব্যাকুলা হইয়া রাণী অতিশয় ভীতা হইলেন। সন্ধ্যাকালে বাদসাহ মহাশয় অন্তঃপুরে আইলে, নুরজাঁহা আপনার মনোগত অভিপ্রায় তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ রাজা তাহার কথাতে বড় একটা শ্রদ্ধা করিলেন না, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাণী পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট সম্ভাবনা সকল তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াদিলে তিনি তাহার কথাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন। একি সামান্য মেয়্যার কথা, যে তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। পরে রাজ্ঞী বাদসাহ মহাশয়কে পরামর্শদিয়া কহিলেন, করিমের প্রতি বিশেষ সতর্ক হও, (যে সকল সৈনা সামন্ত তাহার আজ্ঞাধীনে আছে, তাহাদিগকে আর কোন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন কর, তাহা হইলে রাজ্যে এত অনিষ্ট হইতে পারিবে না)। কালবিলম্বে কর্ম্মের হানি হয়, অতএব রাজ্যের মঙ্গলার্থ এমত শুভ কর্ম্মে শীঘ্র শীঘ্র আপনার যত্নবান হওয়া উচিত। এই রূপে করিমের লোভাক্রান্ত চরিত্রের কথাতে রাজাকে সন্দিগ্ধচিত্ত করিয়া রাণী আরও কহিতে লাগিলেন।

"মহারাজ শ্রবণ করুন, মনোগত অভিপ্রায় সম্পন্ন করণের ইচ্ছা নাথাকিলে কোন ব্যক্তিই কর্ত্তৃত্ব লোভী হয় না। রাজ পুত্রেরা স্বীয় কর্ম্ম

দ্বারা রাজ্যস্থ প্রজা দিগকে যখন আপনার প্রতি অনুরক্ত করে, তখন রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে ঐ নগরীয় লোক গণ তাহার শোপান স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি একবার প্রতারণা করিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহাকে বিশ্বাস করা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। দুশ্চরিত্র করিম আপনার সাক্ষাতে সর্ব্বদা যে বাধ্যতা প্রকাশ করে, সে কেবল মৌখিক ভণ্ডামি মাত্র, কর্ম্ম দ্বারা বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে, তাহার মনোগত ইচ্ছা সেরূপ কখনই নহে। বিষধর সর্পেরা সদ্‌গন্ধের লোভে যেরূপ পুষ্পোদ্যানে শয়ন করিয়া থাকে, কপটী রাজ নন্দন সেই বিষধর স্বরূপ, তাহার বিষয়ে সতর্ক না হইলে সে আপনকার বিস্তর অহিতাচার করিবে।”

রাজ মহিষীর সুযুক্তি দ্বারা বাদসাহ মহাশয় নিজ পুত্রকে সম্পূর্ণ রূপে দুষ্কর্ম্মশালী বোধ করিলেন, (খুসরোর মৃত্যু হেতু এ বিষয়ে আর তাঁহার কোন আশংকা রহিল না) মনে মনে স্থির করিলেন, দুরাত্মা রাজ্য লোভে আকৃষ্ট হইয়া নির্দয় ভ্রাতৃ হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে, অতএব তাহাকে তাহার উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। (এদিকে ভ্রাতৃ হত্যা বিষয়ে পাছে লোক সমাজে নিন্দাবাদ করে, কপটী রাজনন্দন আপনাকে নিরপরাধি দেখাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত শোক প্রকাশ করি-

তে লাগিলেন, তদ্দ্বারা প্রজাবর্গ সকলেই বোধ করিল এতাদৃশ মহাপাতক এব্যক্তি কর্ত্তৃক কখনই হইতে পারে না। এই প্রকাশ্য ভণ্ডামি দ্বারা তিনি অন্য সকলকে ভুলাইতে পারেন, রাজা অথবা রাজ মহিষীকে প্রবঞ্চনা করা সুকঠিন, জাঁহাঙ্গীর পত্র দ্বারা রাজ নন্দকে জানাইলেন, তুমি এই ভয়নক কর্ম্ম দ্বারা আমার ক্রোধের পাত্র হইয়াছ, এখনই তোমাকে এই গর্হিত মহাপাপের উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য যাহা হউক আজ্ঞা করিতেছি, তুমি আপনার নিহত ভ্রাতাকে কবর হইতে উঠাইয়া শীঘ্র শীঘ্র রাজধানীতে পাঠাইয়া দিবা, আমি যথাবিহিত সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে এখানে কবর দিব।

রাজ নন্দন করিম নুরজাহানের ভ্রাতৃ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু হইলে কি হয়, এই ঘটনা হেতু উভয়ের মধ্যে এমনি হিংসা এবং শত্রুতা উপস্থিত হইল যে তাহা নিবারণ করা সুকঠিন। রাজদ্রোহী ভূপতি নন্দন বিবেচনা করিলেন, পিতা মাতা আমার প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, বিমাতা নুরজাহা তাহার মূল কারণ, অতএব উহাকে বশতাপন্ন না করিতে পারিলে কোন মতেই আমার ভদ্রস্থ নাই, সম্যক প্রকারে যত্ন করিয়া আমি উহার ক্ষমতা হ্রাস

করিব। পিতার সহিত পুনঃ সংমিলনের কোন উপায় না দেখিয়া নৃপ নন্দন রাজদ্রোহ করিতে লাগিলেন।

পত্নীর ইঙ্গিত দ্বারা মহারাজ জাঁহাঙ্গীর দুষ্ট স্বভাব রাজপুত্রকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে সৈন্য সামন্ত দূরদেশে ছিল বলিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে আনয়ন করিতে পারিলেন না। এমত সময়ে পঞ্জাব দেশীয় সেনাপতি মহবতখাঁর নিকট হইতে এক জন দূত উপস্থিত হইয়া মহারাজার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল, লিপি পাঠ দ্বারা তিনি জানিতে পারিলেন, যে মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্যাধিপ করিম আগত প্রায়, অবিলম্বে আসিয়া আমার সৈন্যের সহিত সংমিলিত হইবে। ভূপতিকে বড় একটা প্রতীক্ষা করিতে হইল না, দুই তিন দিনের মধ্যে মহবতখাঁ আসিয়া সৈন্য সমারোহ পূর্ব্বক অনায়াসে ঐ বিদ্রোহী রাজকুমারকে পরাভব করিল। তাহাতে কুশল বিনাশক রাজপুত্রের মনে দুরবস্থা হেতু এমনি বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, যে তিনি আত্মঘাতী হইয়া আপন মুক্তীচ্ছা করিলেন। এই আন্তরিক বিকার রাজপুত্রের বহু দিন পর্য্যন্ত রহিল না, (তিনি মেওয়াত পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া) আপনাকে সেযাত্রা রক্ষা

করিয়াছিলেন, ঐ গিরিকে আশ্রয় করিয়া নৃপনন্দন অনুভব করিলেন, এখানে থাকিলে পিতার ক্রোধ অথবা বিমাতা নুরজাঁহার শত্রুতাতে আমার কিছুই হইতে পারিবে না। কিন্তু বিপদ কালে মনুষ্য যতই সাবধান হউক, দুর্ভাগ্য তাহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করে না, গুজরাট নগরে তৎপক্ষীয় সৈন্য সকল সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। তথাপি ঐ রাজ বিদ্রোহী বাদসাহ মহাশয়ের অধীন হইলনা, আত্ম বিচ্ছেদ বড় জ্বালা, দেশের মধ্যে দায়াদ বিবাদ উপস্থিত হইলে সেরাজ্যের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর, জয়ী হউক বা পরাজিত হউক, উভয়ই রাজ্যের অনিষ্ট কারক। অতএব বিবেচনা দ্বারা স্থির হইল, দুরাত্মাকে জীয়ন্তে একেবারে বাঁধিয়া আনিতে পারিলে, সকল বিবাদেরই নিষ্পত্তি হইতে পারে। এজন্য বাদসাহ মহাশয় বহু সঙ্খ্যক রাজপুত সৈন্যের সহিত মহারথ খাঁকে মেওয়াত পর্ব্বতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভীমের ন্যায় পরাক্রমী ঐ যোদ্ধা সকল বাদসাহ মহাশয়কে উৎসাহ দিয়া কহিল, মহারাজ! ভয়কি? আমরা গমন করিয়া বিদ্রোহি রাজ নন্দনকে ত্বরায় বাঁধিয়া আনিব। করিম গিরিগহ্বর পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আর এক বার যুদ্ধ করিয়া

আমার ভাগ্য পরীক্ষণ করিব, দেখি এবারে কি হয়। রাজকুমার মালওয়া দেশস্থ নর্ম্মদা নদী পার হইয়া একটা চড়ায় উপস্থিত হইলেন। শত্রুরা তথায় যেন না আসিতে পারে, এজন্য তৎ সংযুক্ত প্রস্তর ময় সেতু সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণদেশে যুদ্ধে যাইবার সময়ে, যে সকল মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্যেরা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, দিন দিন পলায়ন দ্বারা তাহাদের সঙ্খ্যা একে বারে ম্লান হইয়া গেল, এবং পূর্ব্ববৎ তাহাদের সাহসও কিছু মাত্র রহিল না, তদ্দর্শনে রাজনন্দন অতিশয় শঙ্কা যুক্ত হইলেন। ঘোর সঙ্কট এতদ্রূপ সৈন্য দিগের উপরে রাজকুমার কোন মতেই নির্ভর করিতে পারেন না, বার বার পরাজয় দ্বারা তাহাদের বল বুদ্ধি সকলই গিয়াছে, বিশেষতঃ তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত বেতন পায়না বলিয়া সর্ব্বদাই নৃপনন্দনকে ব্যস্ত সমস্ত করিত, এমন টাকা হাতে নাই, যে ঐ বিরক্তিকারী সৈন্য দিগকে বেতন দিয়া বশীভূত করিতে পারেন। ভাবিয়া কি করিবেন কিছুই তাহার স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে বুদ্ধি শক্তি এবং বিবেচনা শক্তি সকলই লোপ পাইতে লাগিল, পূর্ব্ববৎ মনের উৎসাহ আর তাহার কিছুই রহিল না, অসাবধানে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মহাবতখাঁ এই

সুযোগ পাইয়া বহু সংখ্যক সৈন্য সামন্তের সহিত একেবারে রাজকুমারকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার বহু সংখ্যক উৎসাহ রহিত সৈন্য সকলকে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে নৃপনন্দন অতিশয় ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতাশ্রয় করিলেন। কিন্তু সেখানে বহু দিন অবস্থিতি করিলেন না, তথা হইতে গলকন্দা নগর হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। লোক মুখে রাজমহিষী নৃপনন্দনের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন চিত্তা হইলেন, এবং মনে করিলেন যদবধি দুরাত্মাকে ধৃত অথবা নষ্ট করা না যায়, তদবধি এরাজ্যের কুশল হইতে পারিবে না। আর সেরআফগানের ঔরস জাতা তাহার এক কন্যা ছিল, জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র সহরিয়ার ঐ কন্যাকে বিবাহ করে, বাদশাহের পরে যেন আপন তনয়ার পতি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজ কার্য্য করেন, নুরজাহার অন্তঃকরণে এই অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিল। এই হেতু সর্ব্বদাই বর্ণের বিরুদ্ধ বাক্য দ্বারা বাদশাহ মহাশয় পুত্রের উপরে অতিশয় শত্রুতা ভাব প্রকাশ করিতেছেন; রাজকুমার তাহা জানিতে পারিয়া বিবেচনা করিলেন, পিতার রাজধানীতে গমন করা আমার পক্ষে কোন মতেই হিত জনক নহে। বিমাতা

রাজমহিষী আমার পরম বৈরী, তাহার জন্য জনক মহাশয় আমার প্রতি কখনই অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন না, বিশেষত আমি স্বইচ্ছায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে কোন্ মুখে আর বার যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এবং গেলেই বা কি হবে, বাদসাহ মহাশয় হয়তো আমাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবেন, নতুবা উৎকট দণ্ড দিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাজপুত্রের সৌভাগ্য রূপ সূর্য্য ক্রমে দীপ্তিমান হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করত তেরীয় পড়ী নামে একটা দুর্গ আক্রমণ করিলেন, ঐ দুর্গে বিস্তর সৈন্য থাকিলেও তাহারা রাজপুত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিল না, তিনি একেবারে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাহাদের সকলকেই পরাভব করিলেন। পূর্ব্বে অনেকবার নৃপনন্দন হতাশ হইয়াছিলেন, এই অভিনব জয় দ্বারা তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া মনোভিলাষ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নূতন নূতন যত্ন করিতে লাগিলেন। বহু সৈন্য সামন্তের সহিত বঙ্গরাজ্যের তাবৎ খণ্ডেই লুঠ করিয়া বেড়ান, এই দৌরাত্ম্যে প্রজাবর্গ অতিশয় ত্যক্ত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার ক-

ছিল। ঢাকা নামে সুবিখ্যাত নগর পূর্ব্বকালে এই বঙ্গদেশের একটি প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল, অনেক ধনবন্ত লোকেরা তথায় বসতি করিয়া থাকেন, রাজকুমার ঐ নগরকে আক্রমণ করিয়া লুঠ দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য হীরক প্রভৃতি বিপুল অর্থ লাভ করিলেন, আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল তত্রস্থিত ভাণ্ডারে অনেক থাকাতে রাজকুমার তাহা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বলবান হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে সেস্থানে যে শুবাদার ছিল, তিনি তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে আর এক জন নূতন শাসন কর্ত্তাকে নিযুক্ত করিলেন, সাজেহান বাদসাহের নামে ঐ ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, করম দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইবার সময়ে এই সাজেহান্ নাম প্রাপ্ত হইয়া বাদসাহ হইয়া ছিলেন।

এই রূপে বঙ্গদেশের রাজ কার্য্য সকল সুশৃঙ্খল করিয়া সাজেহান্ তন্নিকটবর্ত্তী বেহার দেশ লইবার মানস করিলেন। নৃপনন্দনের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তথাকার শাসন কর্ত্তা পলায়ন করিলেপর জমীদারেরা আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল; পাছে রাজনন্দন অন্যভাব ভাবেন এজন্য তাহারা আপনাদিগের শরলতা এবং দার্ঢ্যতা প্রকাশের নিমিত্ত আগমন কালীন মহামূল্য উপঢৌকন

আনিয়া তাহাকে প্রদান করিল, তদ্দ্বারা তাহা-দের প্রতি রাজকুমারের কোন আশংকা রহিল না, বরং বন্ধুত্ব ভাবে তাহারা অধীনতাই স্বীকার করিল। এক দিন রাজপুত্র প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সহিত অধ্যাসীন হইয়া সুখে রাজ কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমত সময়ে রোতাস নামক দুর্গের শাসন কর্ত্তা মোবারিক আলী আসিয়া নম্রভাবে নমস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, খোদাবন্দ! এ দীন আপনকার চির কালের শরণাগত, অধীনতা প্রকাশ করিবার নি-মিত্ত দুর্গের চাবি পর্য্যন্ত আনিয়াছে, এইলও তাহা গ্রহণ করিয়া দাসের প্রতি অভয় প্রকাশ করুন। এতদ্রূপ সহজে রোতাসগড লব্ধ হইবে সাজেহানের এমত প্রত্যাশা ছিল না, অতএব এই অভিনব আশ্চর্য্য ঘটনা হেতু তিনি অত্যাহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে অপর সাধারণ সকল লোকেই ঐ দুর্গকে অতিশয় দুর্ভেদ্য জ্ঞান করিত, এবং কোন ব্য-ক্তিই বল প্রকাশ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পা-রেনা জ্ঞান করিত, বিদ্রোহী রাজপুত্র মনে করিলেন আমি পরিবার দিগকে ইহার ভিতরে রাখিলে তাহারা নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে, শত্রু দিগকে বড একটা আশঙ্কা করিতে হইবে না। আমিও নির্ব্বিঘ্নে রাজ কার্য্যের আ-

লোচনা করিতে পারিব, ভাল আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক, পরিবার দিগের নিমিত্ত আমাকেতো উৎকণ্ঠায় থাকিতে হইবে না. রণস্থলে উত্তম রূপে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আমি সমরে প্রবৃত্ত হইব। এই বিবেচনাতে তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে ঐ স্থানে স্থাপন করিলেন।

বারম্বার জয়যুক্ত হওয়াতে বিদ্রোহী রাজকুমারের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বে বাদসাহ মহাশয়ের সৈন্যাধ্যক্ষ দুইবার যে তাহাকে প্রকাশ্য রূপে পরাজিত করিয়াছে, সম্প্রতি আস্পর্দ্ধা প্রযুক্ত তিনি আর তাহা স্মরণ করিলেন না, মনে করিলেন বাদসাহের ঐ সৈন্য দলকে অস্ত্রবলে পরাভূত করিয়া আমি সিংহাসন লইতে পারিব। রাজ সেনাপতি মহবতখাঁ শুনিলেন যে রাজ বিদ্রোহী চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছে, অতএব সত্বর হইয়া নিজ সৈন্য দিগকে তত্তীরবর্ত্তী বারানসী ধামে অগ্রসর হইতে কহিলেন, রাজপুত্রের চল্লিশ হাজার অশ্বারূঢ় দিগকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হওত মনে করিলেন এবার উভয় দলের সৈন্য দিগকে সমান দেখিতেছি, রাজপুত্রকে পরাজয় করা বোধ হয় সুকঠিন হইবে।

উভয় দলের সৈন্য সংযোগ হইলে ঐ স্থানে

ভয়ঙ্কর সমর উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা নিষ্পত্তি হইয়া গেল, মহবতখাঁ অস্ত্র বলে বিদ্রোহী দিগের বিস্তর সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। দুঃসাহসী করম ইহাতেও ভয় পাইলেন না। বল বীর্য্য প্রকাশ করিয়া পাঁচশত অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত যুদ্ধের মধ্যস্থলে গেলেন, প্রাণ পণে ঐ সৈন্য গণ যুদ্ধ করিয়া মহারাজার বিস্তর সৈন্যকে তথায় ভূমিতল শায়ী করিল, কিন্তু মহবতখাঁর মনোনীত সৈন্য দিগের সহিত তুলনা করিতে গেলে, তাহাদের বলবীর্য্য এবং সাহস কোথায় থাকে! রাজপুত্র দুঃসাহসী হইয়া জাঁহাঙ্গীরের লোক সকলকে সংহার করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ প্রেরিত সেনা পতির যোদ্ধাগণ একেবারে তাহাদিগকে বেষ্টন করিবার উপক্রম করিল। এবারে নির্দয় দুঃসাহসের নিমিত্ত রাজকুমার সমুচিত ফল পাইতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই; যদি না এক জন অমাত্য এই বিপদে ভীত হইয়া তাহার অশ্বের লাগাম ধারণ পূর্ব্বক নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইত। যাহা হউক ভৃত্যের সাহায্যেতে রাজকুমার এযাত্রা প্রাণ রক্ষা করিয়া সত্বর রোতাস দুর্গে পলায়ন করিলেন। মহবতখাঁর সৈন্য গণ তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল না অর্থ লোভী হইয়া শিবিরে প্রবেশ করাতে স্বর্ণ

রৌপ্য হীরক প্রভৃতি বিস্তর ধন প্রাপ্ত হইল, ঢাকা নগর লুঠ করিয়া রাজকুমার এই ধন সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হতভাগ্য রাজকুমার নিঃশঙ্কায় রোতাস দুর্গে থাকিতে পারিলেন না। নিরাপদ করিবার জন্য আপন পরিবার দিগকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং পাটনা রক্ষার্থে গমন কবিলেন ; সেস্থানে মহবতখাঁর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন এই বেলা পলায়ন করা বিধেয়। নতুবা রাজপ্রেরিত সৈন্যাধিপ আমার প্রাণ বিনাশ করিবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি বঙ্গরাজ্য হইয়া দক্ষিণদেশে পলায়ন করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিলেন। অতএব অনায়াসে বাঙ্গলা রাজ্য আবার বাদসাহ মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। মহবত খাঁ কিছুদিন সেস্থানে থাকিয়া রাজ কার্য্যের নিয়ম সকল সুশৃঙ্খল করত পুনরায় দেশত্যাগী রাজপুত্রের অন্বেষণার্থ চলিলেন।

এত দুরদৃষ্ট প্রাপ্ত হইযাও রাজপুত্র হতাশ হইলেন না, বুদ্ধি কৌশল দ্বারা নানাবিধ উপায় করিতে লাগিলেন, একবার কল্পনা করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতে না পারিলে পুনর্ব্বার অন্যান্য কল্পনা দ্বারা আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করণের সর্ব্বদাই উদ্যোগ করেন। কোন অবিদিত কার

ণে অম্বর দেশের রাজার সহিত জাহাঙ্গীরের শত্রুতা ছিল, রাজপুত্র তাহা জানিতে পারিয়া ঐ রাজাকে স্বপক্ষ করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে গমন পূর্ব্বক আপনার দুরবস্থার বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন। অম্বরাধিপতি সৌহার্দ্য ভাব প্রকাশ করিয়া বহু সংখ্যক সৈন্য দ্বারা রাজকুমারকে সাহায্য প্রদান করিলেন, ঐ তরুল বন্ধুর সাহায্য দ্বারা দুঃশীল নৃপনন্দন বল সংগ্রহ করিয়া বুরহানপুর দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক আপনার কর্তৃত্বাধীন করেন, এমত সময়ে মহবত খাঁর সৈন্য সকল উপস্থিত হওয়াতে দেশত্যাগ করিয়া বালাঘাট নামক পর্ব্বত তাহাকে আশ্রয় লইতে হইল। এত বিপদ তথাপি তাহার অত্যাচারের কিছুমাত্র শমতা নাই, পলায়ন সময়ে তিনি খণ্ডেশ দেশীয় দুর্গ নষ্ট করণে উদ্যত হইলে, তত্রস্থিত রক্ষকগণ তাহার বিস্তর ক্ষতি করিয়া তথা হইতে রাজকুমারকে দূর করিয়া দিল।

ইহাতে রাজকুমারের সম্পূর্ণ রূপ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম উপস্থিত হয়, যে সকল আমীর বর্গ পূর্ব্বে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, এক্ষণে তাহারা আর তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিল না, সৈন্যেরাও তদ্দৃষ্টান্তে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের অধীনতা রূপ

পতাকা ত্যাগ করিল। এক সহস্র অশ্বারূঢ় ব্যতিরেকে বিদ্রোহীর সমভিব্যাহারে আর এক জনও সৈন্য নাই। অতএব কি করিবেন ভাবিয়া তাহার কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, মনের চাঞ্চল্যেতে একেবারে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, প্রতিদিন বিভ্রাট ঘটাতে তাহার মনে কিছুমাত্র সুখ রহিল না, বল বুদ্ধি সকলই ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত দোষ এবং মূর্খতা তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক হইয়া উঠিলে, মনস্তাপ হেতু তিনি বিষম রোগে আক্রান্ত হইলেন, ইহাতে তাহাকে যে সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অতি কঠিন। শিকারী লোকেরা বন্য পশুর প্রতি ধাবমান হইয়া যেরূপ স্থানে স্থানে যান মহারাজের সৈন্যগণ তাহার সেইরূপ অবস্থা করিল; সকল মনুষ্যের প্রতি তিনি শত্রুবৎ ব্যবহার করিয়াছেন, এজন্য সকলেই এক্ষণে তাঁহার বৈরী হইয়া উঠিল। প্রজা পীড়ক নৃপনন্দন কখনো কোন স্থানেই সদ্বিচার করেন নাই, সকল স্থানের প্রজা বর্গকেই ত্যক্ত করিয়াছিলেন; যেস্থান বাহু বলে পরাজিত করিতে পারেন নাই, সেস্থান লুঠ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন. যেস্থান বলবীর্য্য অহঙ্কারে তিনি লইতে পারিয়াছিলেন, সেস্থানের প্রজা বর্গের সর্ব্বস্ব অপহরণ করি-

যাছেন। এই রূপ অত্যাচার করিয়া আর কত-
কাল কাটাইতে পারেন, আপন অত্যাচারে আ-
পনিই এক্ষণে ত্যক্ত হইয়া আত্মীয় গণের সহিত
বিবাদ বিসম্বাদ আর করিতে চাহিলেন না। নানা
প্রকার কষ্ট হেতু জীর্ণ এবং শীর্ণ হইয়া নিজ
পিতা জাঁহাঙ্গীর মহাশয়কে অনুতাপ সূচক এক
খানি পত্র লিখিলেন। মহারাজ! আমি আপ-
নকার কুসন্তান, লোক সমাজে পুত্র পদ বাচ্য
নহি, অবাধ্যতা প্রযুক্ত নানা প্রকারে ক্লেশদিয়া
আমি আপনকার ক্রোধের পাত্র হইয়াছি, তাহার
কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাৎসল্যভাব প্রকাশ ক-
রিয়া মহাশয় আমার ঐ সকল অপরাধ ক্ষমা
করুন, নতুবা কোথায় যাইব, কে আমাকে বা
আশ্রয় প্রদান করিবে; যেখানে যাই সকলেই
আমাকে অবাধ্য পুত্র এবং বিদ্রোহী বলিয়া তা-
চ্ছীল্য এবং ঘৃণা করে, দুরবস্থা হেতু আমার
শরীর একেবারে জীর্ণ এবং শীর্ণ হইয়া পড়ি-
য়াছে, প্রাণে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, আপনি
অনুকম্পা না করিলে আমি জন্মের মত প্রাণে
বিনষ্ট হইব, সন্তানের প্রতি যতই [illegible]
প্রাকৃতিক অপত্য স্নেহ কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণ
হইতে দূরীভূত করিতে পারেন না। পুত্রের
দুরবস্থা [illegible] করিতে [illegible] শাহের

অন্তঃকরণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া গেল, ক্ষীণ বুদ্ধি প্রযুক্ত তিনি মনে করিলেন, আহা যে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আমি শত শতবার মুখ চুম্বন করিয়াছি, তাহার এক্ষণে এই দশা হইল। আমি ভারতবর্ষের এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা, ছি ছি আমার পুত্রকে অন্যান্য অধীন রাজারা দূর, ছি, করে, এই চিন্তা দ্বারা তাঁহার নয়ন গলিত ধারাবাহিক অশ্রু পত্র মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, রাজকুমারের পূর্ব্ব দোষ তিনি একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

জাঁহাঙ্গীর বাদসাহের অন্তঃকরণ পুত্রের প্রতি কোমল হইয়া উঠিলেও তিনি রাজনীতির অনুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, অবাধ্য তনয়কে ক্ষমা করিয়া প্রত্যুত্তর লিখিবার কালীন তিনি লিপি মধ্যে এই সকল কথা সংযোগ করিয়া দিলেন, "প্রাণাধিক! তোমার অনুতাপ সূচক পত্র পাইয়া আমি বিস্তারিত সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম, কিন্তু আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন দ্বারা তুমি যে মহাপাতক করিয়াছ, আমি তাহা মার্জ্জনা করিতে পারি, যদি নিম্ন লিখিত অনুমত্যনুসারে কর্ম্ম করিয়া তুমি আমার অন্তঃকরণে সন্তোষ প্রদান কর। রোতাস এবং অমীর নামা দুর্গ দ্বয়ের শাসন কর্ত্তারা তোমার নামে রাজকীয় কর্ম্ম সকল সমাধা করিতেছে, আজ্ঞাকর তাহারা যেন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া

আমার কর্ত্তৃত্বাধীন হয়; দারা, আওরঙ্গজেবের এবং মুরাদ্ নামা তোমার তিন পুত্রকে অবিলম্বে রাজ সভাতে পাঠাইবে; সাবধান এই সকল আজ্ঞার অন্যথা হইলে আমি কোন ক্রমেই পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিতে পারিব না। পিতার সকরুণ পত্র প্রাপ্তি পূর্ব্বক করিম অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া বোস্তান এবং অমীর দুর্গে শাসন কর্ত্তা দিগকে লিখিলেন, তোমরা অবিলম্বে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিবে; আর আপনার তিন পুত্রকেও দিল্লী সহরের রাজসভাতে শীঘ্র পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু স্বয়ং যাইয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। নানা প্রকার ওজর করিয়া লিখিলেন, যে পিতা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, আমি তাহাকে বিস্তর দুঃখ দিয়াছি, এক্ষণে কোন্ মুখে যাইয়া আমি পুনর্ব্বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, বাস্তবিক ইহা তাহার মনোগত কথা নহে, রাজমহিষী নুরজাঁহা তাহার পরম শত্রু, পাছে তিনি প্রবঞ্চনা করিয়া কোন অনিষ্ট চেষ্টা করেন, এই ভয়ে রাজকুমার দিল্লী সহরে যান্ নাই। পাঁচশত অশ্বারূঢ় সৈন্য সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার ছলে তিনি ভারতবর্ষের সমুদয় অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নিরন্তর এক স্থানে তিনি ক-

দাচ থাকিতেন না, কখন আজমীর দেশে কখন সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী তাতার দেশে, কখন বা দক্ষিণ রাজ্যে আছেন, শুনা যাইত। এই রূপে শ্রীমতী নুরজাঁহা রাজ্ঞীর পরিণাম দর্শিতা এবং সতর্কতা দ্বারা জাঁহাঙ্গীর বাদশাহ ঐ ভয়ানক রাজ বিদ্রোহের শান্তি করিয়াছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধা রমণী রাজ্য মধ্যে উৎকট বিপদ উপস্থিত হইবার সময়ে স্পষ্ট ভাবে আপনি তন্মধ্যবর্ত্তী হইয়া যা-হাতে তাহার নিবারণ হয়, এমত বিহিত চেষ্টা করিতেন। তাহার স্বামী জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ রাজ দণ্ড হস্তে লইয়া যে সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার অসীম বুদ্ধি কৌশল হেতু তাহার কোন সন্দেহ নাই; রাজকীয় সমুদায় ব্যাপারেই তিনি নিজ ভর্ত্তাকে সুযুক্তি প্রদান করিয়া সিংহাসন স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, নুরজাঁহা স্বয়ং হস্তে রাজ-দণ্ড না লইয়া পতির সম্ভ্রমার্থ তাহাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। জীবদ্দশায় ঐ রমণী উচ্চ পদাভিষিক্তা হইয়া যেরূপ মহৎকর্ম্ম করিয়াছেন, এদেশের কোন নারীই তাদৃশ মহৎকর্ম্ম করে নাই।

## সপ্তম অধ্যায়।

নুরজাঁহানের কুপরামর্শে জাঁহাঙ্গীর, মহবৎ খাঁর প্রতি অতিশয় কুব্যবহার করাতে নিজে কারারুদ্ধ হন।

মহারাজ্ঞী নুরজাঁহার জীবদ্দশাতে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে মহবতখাঁর সহিত বিবাদ অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া বিখ্যাত আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার মহচ্চরিত্র লোক সমাজে যেরূপ প্রচারিত হয়, আর কিছুতেই এরূপ হয় নাই। ঐ ব্যক্তি সৈন্য দিগকে সুশৃঙ্খলে রাখিয়া করিম নামা রাজপুত্রের বিদ্রোহ নিবারণ দ্বারা দেশের পক্ষে অনেক সুমঙ্গল করিয়াছিলেন। এই বিশেষ ক্ষমতা হেতু রাজা এবং রাজ্ঞী তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; তদ্দ্বারা তাঁহার রাজত্ব কালের রাজ বিপ্লব দূরীভূত হয়, এজন্য বাদসাহ মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সন্তান দিগকে রাজ্য মধ্যে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহবৎ খাঁর পরিবারের প্রতি জাঁহাঙ্গীর বাদসাহ বিশেষানুরাগ প্রকাশ করাতে, অন্যান্য আমীর গণের হিংসা উপস্থিত হইল, বিশেষতঃ ভূপতি যেরূপ তাঁহার প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিতেন, তিনি সেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই। এই সূত্রে সকলেরই আশংকা তাহার প্রতি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজ্ঞ

সভাতে কোন ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব হ্রাস করণে বড় একটা আয়াস পাইতে হইত না। তদপেক্ষা প-দেতরস্থ ব্যক্তিরা সামান্যত তাহার উপায় প্রকাশ করিত।

বাদসাহের উপর মহবৎ খাঁর প্রাদুর্ভাব দে-খিয়া রাজমহিষী শঙ্কান্বিতা হইলেন কিরূপে ঐ ব্যক্তির ব্যাপকতার হ্রাস হইবে, মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই চেষ্টাই করেন। জাঁহাঙ্গীর স্বভাবতঃ বড একটা সদ্বিবেচক ছিলেন না, পু-ত্রের রাজ বিদ্রোহি হেতু তিনি এক প্রকার সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া সকল বিষয়েই সাটিতি বিশ . করি-তেন, সৈন্যাধ্যক্ষের যে সকল মহদ্গুণ ছিল, তা-হাতে সভাসদ্গণের জঘন্য হিংসা হেতু তাহার প্রতি আশংকা করা বাদসাহের কোন মতেই ক-র্ত্তব্য ছিল না, কারণ সিংহাসন দৃঢ়তর থাকিবার এক প্রকার মূল কারণ ঐ ব্যক্তিই ছিল, নিশ্চিত বোধ হইতেছে ভূপতি মহাশয় মানসিক দার্ঢ্যতা অভাবে এই প্রকার অসদ্ভাব প্রকাশ করিয়া ছি-লেন। মহবৎ খাঁ নিজ প্রভুর পূর্ব্বানুরাগের বিরূপ ভাব দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করেন, আমি কোন মতেই মহারাজের নিকট অপরাধি নহি, নিরন্তর একান্ত চিত্তে উহার মঙ্গল প্রার্থনা ক-রিয়াছি এবং করিতেছি, তাহাতেও যদি বাদসাহ

মহাশয় আমার প্রতি সদয় না হন, তবে উপায় কি। নূরজাহাঁ রাণীর বিরুদ্ধ বাক্যে মহারাজ আমার প্রতি এই পোশিথিল ব্যবহার করিতেছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, ঐ নারীই রাজ্য বিপ্লবের মূল কারণ হইয়াছে, ভাল তাহার কতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা দেখা যাইবে। এই সূত্রে তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা প্রবল হইয়া তৈমুর বংশীয় বাদসাহদিগের কর্ত্তৃত্ব অন্য রাজ বংশের অধীন হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

একবার এক আমীরের পুত্র কোন উৎকট অপরাধ করাতে মহবৎ খাঁ তাহাকে ফাঁসিদিতে স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতে ঐ অপরাধির পিতা আমীর মহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়া মনে করিলেন, যে ব্যক্তির আজ্ঞাতে আমার পুত্র বিনাশ হইল, আমি তাহার দণ্ড বিধানে বিশেষ যত্ন করিব। এই অভিপ্রায়ে ঐ দুঃশীল ব্যক্তি রাজমহিষীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, মহবৎখাঁ সর্ব্বদাই আপনকার নিন্দা করিয়া থাকে, বাদসাহ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে ঐ সৈন্যাধ্যক্ষের বড়ই ইচ্ছা, আমি আপনাকে অনৃত বাক্য কহি না, এইবেলা উহা নিবারণ করিবার বিহিত চেষ্টা করুন। মহারাজ্ঞী এই কথা

জাঁহাঙ্গীরকে শুনাইলে, ক্ষীণবুদ্ধি প্রযুক্ত তিনি অতিশয় ভীত হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে, তাহা নিশ্চয় স্থির করিলেন। ঐ ব্যক্তি দ্বারা এই অসীম ভারতবর্ষের যে কুশল হইয়াছে, তাহা আর তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইল না, নিন্দক দিগের মিথ্যা কথাতে বিশ্বাস করিয়া এমত উত্তম মহল্লোকের শত্রুবৎ ব্যবহার করিলেন।

তৎকালে মহবৎখাঁ বঙ্গদেশে ছিলেন, নৃপপতি তাহাকে দৃঢ় রূপে আজ্ঞা করিলেন, তুমি অবিলম্বে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবা, সাবধান যেন অন্যমত না হয়। বাদসাহের লিপি প্রাপ্ত হইয়াও সৈন্যাধিপ সহসা দিল্লী সহরে গমন করিলেন না. এজন্য কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া জাঁহাঙ্গীর দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন, আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু আমি তোমার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি, নিশ্চয় কহিলাম, তুমি রাজধানীতে না আইলে আমি তোমার দণ্ড বিধান করিব। পত্র প্রাপ্তি দ্বারা সৈন্যাধ্যক্ষের ভ্রম দূর হওয়াতে তিনি আপন পদে বিপদ দেখিতে পাইলেন। একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তিনি মনে করিলেন, বাদসাহের অসন্তোষ জন্মায় এমন কোন বর্ত্তাই করি নাই, তবে কিরূপে তাঁহার পূর্ব্বভাবের বৈলক্ষণ্য হইল।

যাহা হউক বারম্বার রাজআজ্ঞা লঙ্ঘন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, যতই বিপদ হউক না কেন, দিল্লী সহরে গমন করা আমার পক্ষে বিধেয় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য এবং গুপ্ত শত্রুরা যেন হঠাৎ আমার অনিষ্ট করিতে না পারে, অতএব প্রয়োজন মতে পূর্ব্বে আমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। পরক্ষণেই তাঁহার বিবেচনা হইল, আমি বাদশাহ মহাশয়ের যেরূপ উপকার করিয়াছি, তিনি আমার প্রতি তদুপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া শাস্তি করিতেছেন, অতএব তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করাই কর্ত্তব্য; এই রূপ চিন্তা দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণে ক্রোধ এবং বিরক্তি উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর ত্বরা করিতে চাহিলেন না, কিছুদিন পূর্ব্বে যে দুর্গে তিনি শাসন কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই দুর্গে গমন করিলেন। গিয়া দেখেন আর এক ব্যক্তি বহু সমারোহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ্ঞী নুরজাঁহান এক অনুমতি পাঠাইয়াছেন, "মহাবৎখাঁ! আমি এব্যক্তিকে তোমার পদে দুর্গের শাসন কর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করিলাম, তুমি অবিলম্বে ইহাকে রাজকীয় কর্ম্ম সকলের হিসাব বুঝাইয়া দিবে"। ইহাতে তাঁহাকে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন করিল। তিনি

মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পূর্ব্বেই আমার আত্মীয় গণ কহিয়াছে, রাজসভাতে থাকিলে তো-মার মঙ্গল হইবে না, কি জানি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ হইলেও হইতে পারে, রাজধানীর মধ্যে যে আমার এত গুপ্ত শত্রু আছে, আমি স্বপ্নেও এমন কখনই অনুভব করিনাই, সম্প্রতি বন্ধু বর্গের কথা অবহেলন দ্বারা উৎকট বিপদে প-ড়িতে হইল, পরাক্রমশালী মীনমাধিপ পণ করি-লেন, কত দূর পর্য্যন্ত উঁহারা আমার অনিষ্ট করিতে পারে উত্তম রূপে তাহা নিশ্চয় না করিয়া আমি কোন মতেই উঁহাদিগের বশতাপন্ন হইবনা।

তিনি পূর্ব্ব পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদানে মহা-ক্ষীরকে লিখিলেন, মহারাজ! এ অধীন প্রজা মন জ্ঞানে আপনকার নিকটে কোন বিষয়েই অপরাধী নহে, তবে কেন দীনের প্রতি আপনি এমন শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেছেন, আপনকার পূর্ব্ব ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছি, যাহা হউক মহাশয়ের সার-ল্যের প্রতি আমার যেরূপ বিশ্বাস ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ আছে, কিন্তু আপনার দুষ্ট মন্ত্রীদের উপরে আমার কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস নাই। ভূপতি এতাদৃশ সকরুণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং কাঠিন্য

ব্যবহার করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি সত্বর হইয়া রাজধানীতে আসিবে, কোন প্রকারে বিলম্ব করিও না। এই দৃঢ় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহবৎ খাঁ ভাবিলেন, এবার অস্বীকার করিলেই আমাকে বিদ্রোহী হইতে হইবে। আমি এমন কর্ম্ম কখনই করিব না, অতএব বাদসাহ মহাশয়কে দ্বিতীয় বার পত্র লিখিলেন, মহারাজ! এভৃত্য পূর্ব্বে যেরূপ প্রাণপণে আপনকার শত্রু দমন করিয়াছে, এক্ষণেও সেইরূপ করিবে, কিন্তু মহাশয়ের বন্ধুবর্গ জঘন্য হিংসা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া এ অধীনের বিনাশে উদ্যত হইয়াছে, এমন কর্ম্ম কখনই হইতে পারিবে না। রাজসভাতে প্রবেশ করিলে যদ্যপি আপনি অভয় প্রদান করিয়া এ দাসকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিতে স্বীকার করেন, তবে নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া আমি আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।

রাজমহিষী নুরজাঁহা এই পত্রের বিপরীতার্থ করিয়া রাজা মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন, মহারাজ কৃতঘ্ন সেনাপতি আপনকার অপমান করিয়াছে। রাণীর কথাই অত্যন্ত প্রবল, তিনি যাহা বলিতেন, বাদসাহ মহাশয় তাহাই শুনিতেন, অনভিমতে কোন কর্ম্মই করিতেন না। অত্যন্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া তিনি একজন দূতকে প্রে-

রণ পূর্ব্বক কহিয়া দিলেন, তুমি যথেচ্ছা তিরস্কার করিয়া সেনাপতিকে কহিবা, তিনি কেন অবিলম্বে আমার সাক্ষাতে আইসেন, না আসিলে আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব। রাজদূত মহাবৎ খাঁর নিকটে যাইয়া সকল বিষয় জানাইলে, এবার ঐ প্রধান ব্যক্তি প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না, রাজ সভাতে যাইবার নিমিত্তও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; পাঁচ সহস্র বাদসাহের বেতনভূক রাজপূত সৈন্য বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল, অতিশয় প্রভুভক্ত, সেনাপতি তাহাদিগকে যাহা বলিতেন, তাহারা তাহাই করিত। রক্ষক রূপে এই পাঁচ সহস্র সৈন্য তিনি আপনার সঙ্গে লইয়া চলিলেন। জাঁহাঙ্গীর বাদসাহের রাজসভা তৎকালে লাহোর নগরে ছিল, অতএব ঐ বিশ্বস্ত সৈন্য সকলের সহিত তিনি সেই মহানগরেই গমন করিয়াছিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ বহুসমারোহ করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এই কথা শুনিয়া রাণী অতিশয় ভীতা হইলেন। সাশঙ্কচিত্তে তিনি বিবেচনা করিলেন, স্বামী ভয় পাইয়া ঐ দুর্ব্বৃত্ত সেনাপতির সহিত মিল করিলেও করিতে পারেন, অথবা তাঁহার রাজত্ব বিষয়েও সম্পূর্ণ বিপদ হইলেও হইতে পারে, এ উভয়ই দেশের

পক্ষে অমঙ্গল জনক, অতএব যথা বিহিত রূপে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। তৎকালে বাদসাহ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া কাবুল দেশে গমন করিতেছিলেন, রাণী তাঁহার শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন। প্রাণনাথ! এবার আমাদিগের পক্ষে বড় একটা মঙ্গল দেখিতেছি না, সেনাপতি যেরূপ সমারোহে আসিতেছে, তদ্দ্বারা আমার বড় ভাল বোধ হয় না। আপনি কোন মতেই তাহাকে তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না। ইতি মধ্যে মহাবৎ খাঁ রাজসভার অনতি দূরে উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব শিক্ষিত এক জন দূত তাহার নিকটে যাইয়া কহিল, তুমি বঙ্গ দেশের রাজস্ব এবং বারাণসী নগরের লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিসাব প্রদান না করিলে মহারাজা তোমাকে তাঁহার সাক্ষাতে যাইতে দিবেন না। এই কথাতে সেনাপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হইয়া আপনার জামাতাকে বাদসাহের নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, কি কারণ তিনি আমাদিগের এত অপমান করিতেছেন, তুমি যাইয়া জিজ্ঞাসা কর। শ্বশুরের আজ্ঞানুসারে জামাতা রাজসমীপে গমন করিয়া এই কথা কহিবামাত্র করুণা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তিনি নির্দয় হইয়া একেবারে আজ্ঞা করিলেন, সৈন্যাধ্যক্ষের জামাতাকে

উত্তম পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে কতকগুলী ছেঁড়া নেকড়া পরাইয়া দেও, এবং পদাঘাত কর, পরে দুর্ব্বল টাটু ঘোঁড়ার লেজের দিকে উহার মুখ করাইয়া উলট মুখে উহাকে উহার শ্বশুরের কাছে পাঠাইয়া দেও তাহা হইলে দুরাত্মা আপন সৈন্য দলের সম্মুখে অতিশয় হাস্যাস্পদ হইবে। মহাবৎ খাঁর জামাতা এই রূপে অপমানিত হইয়া প্রত্যাগমন করাতে লোক সমাজে অতিশয় লজ্জা পাইল। মনুষ্য এতাদৃশ অসম্মান প্রাপ্ত হইলে কথনই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না। ভূপতির দুর্ব্বুদ্ধি হেতু মহাবৎ খাঁ আন্তরিক দুঃখ পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, রাজ্ঞীর কুমন্ত্রণাতে বাদসাহ মহাশয় আমার প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিয়া ঐ অযশস্কর দুর্নাম প্রদান করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুষ্টা রাণীর কর্ত্তৃত্বাধীন হইলে যদিও প্রাণ বিনাশ না হয়, তথাপি যাবজ্জীবন স্বাধীনত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে, স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম, ভীরু ব্যক্তির ন্যায় আমি এমন কর্ম্ম কখনই করিবনা। একেবারে ঐ দুর্বুদ্ধি বাদসাহকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হস্তগত করিব পরে কি হয় তাহা প্রকাশ পাইবে।

বাদসাহের সৈন্য দল একটা নদীর তীরে ছাউনি

করিয়া ছিল, তদুপরি একটি সংক্রম থাকাতে ঐ নদীর ওপারে যাইতে হইলে কোন অসুবিধা হইত না। যে দিনে মহাবৎ খাঁর দূতের প্রতি বাদসাহ মহাশয় কুব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে রাজসৈন্য গণ ছাউনি উঠাইয়া কাবুল দেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যে বিপক্ষ রাজাদিগের অধিকার ছিল না, এজন্য তাহারা কোন বিপদ আশঙ্কা না করিয়া নির্ভাবনায় গমন করিতেছিল, এবং গমন কালীন বড় একটা সাবধান হয় নাই। নিজ সৈন্যদিগকে অতি প্রত্যূষে গমন করিতে দেখিয়া জাঁহাঙ্গীর ভাবিলেন অনুচর লোকেরা গমন করিতেছে করুক, আমার এত সত্বর হইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, কিছু বিলম্ব হইলেই বা ক্ষতি কি? ভাল সুবিধানুসারে যাইব, ইহা ভাবিয়া তিনি আপন শিবিরে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। মহাবৎ খাঁ দূর হইতে দেখিলেন, বাদসাহের সৈন্যদল সঙ্ক্রম পার হইয়া নদীর ওপারে গিয়াছে, এই সুযোগে আপনার রাজপুত সৈন্য দলের সহিত অগ্রসর হইয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ করত একেবারে মহারাজার পথাবরোধ করিলেন। পরাক্রমশালী বীরের দর্প দেখিয়া কোন ব্যক্তিই তৎসম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না,

এজন্য তিনি অনায়াসেই বাদসাহ মহাশয়ের শিবিরের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাহার ম্লান বদন এবং গম্ভীর ভাব দেখিয়া বাদসাহের অনুসঙ্গী লোকেরা বোধ করিল, আকার প্রকারে ইহাঁকে যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতেছি, ইহাঁর অন্তঃকরণে অবশ্যই কোন বিশেষ ভয়ঙ্কর কল্পনা আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই, মহাপরাক্রান্ত রাজপুত সৈন্য গণকে ইহার সঙ্গে দেখিতে পাই, অতএব বাধাদিতে যত্ন করা কেবল নিষ্ফল চেষ্টামাত্র। চিন্তাকুল হইয়া বাদসাহ মহাশয়ের রক্ষক এবং আমীরগণ আপন দিগের অস্ত্র শস্ত্র তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল। জাহাঙ্গীর হামাম ঘরে স্নানার্থ গিয়াছিলেন, তৎসাক্ষী মহাবৎ খাঁ সব হইয়া তৎপ্রতি ধাবমান হওয়াতে বাধা জন্মাওনের নিমিত্ত রক্ষকগণ উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু সেনাপতি আপনার তীক্ষ্ণ খড়্গখানি হস্তে ধারণ করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা আপন অসংখ্য রাজপুত সৈন্য দিগকে দেখাইলে তাহারা ভয় পাইয়া আর তাহাকে নিবারণ করিতে চাহিল না, সাহসিক সেনাপতি অক্লেশে বাদসাহ মহাশয়ের স্নানাগারের ভিতর গেলেন। উপস্থিত আমীর বর্গ তদ্দর্শনে ভাবিল আবার তাহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া কেবল মূর্খতা প্র

কাশমাত্র, অতএব আপনাদিগের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এই ভয়ানক ব্যাপারে এক প্রকার দর্শক স্বরূপ হইয়া নিঃশব্দে রহিল। বীর রক্তবর্ণ মুখ করত তাহাদের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজার স্নানাগারে প্রবেশ করিলে, তাহারা মনে মনে বিবেচনা করিল, কল্য বাদসাহ মহাশয় ইহার ভারি অপমান করিয়াছেন এজন্য সেনাপতি ক্রোধান্ধ হইয়া এইরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই, তাহাদের মনের কথা মনেই রহিল, কিন্তু আশঙ্কা প্রযুক্ত বাক্যে প্রকাশ করিয়া কিছুই কহিল না।

ইতিমধ্যে বাদসাহের অনুসঙ্গিনী কামিনীগণ তাহার সম্মুখে যাইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ শত্রু আগত প্রায়, প্রাণ রক্ষার ইচ্ছা থাকেতো এইবেলা সাবধান হউন। এই কথাতে জাহাঙ্গীর সত্বর হইয়া আপনার খড়্গ ধারণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি বিবেচনা করিলেন, কি করিতেছি, আমাকে আশ্রয় করে এমন কোন ব্যক্তিই নাই; মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত দিগকে লইয়া মহাবৎ খাঁ আগমন করিতেছে, আমার আমীরবর্গ রক্ষকগণ সকলেই অস্ত্রহীন, এযাত্রা রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। তখন

বিবেক সংস্কার দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণে এই উদয় হইল, যে আমি পরমোপকারী বন্ধু মহবৎ খাঁর প্রতিঅতিশয় অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি, তাহার সমুচিত প্রতিফল অবশ্যই পাইতে হইবে, এবিষয়ে যত্ন করা অনর্থক। ধীরে ধীরে গমন করত সৈন্যাধিপকে সম্বোধন করিয়া কহিতেলাগিলেন, বন্ধো মহবৎ খাঁ এই সকল ভয়ানক ব্যাপারের অর্থ কি! এইকথাতে মহবৎ খাঁ অষ্টাঙ্গে প্রণিপাৎ করিয়া করপুটে নিবেদন করিতে লাগিল।

মহারাজ! শত্রুগণ ষড়যন্ত্র করিয়া আমার প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছে, আমি আপনকার শরণাগত হইলাম, অভয় প্রদান করিয়া এদীনের জীবন রক্ষা করুন। প্রত্যুত্তর প্রদানে বাদসাহ কহিলেন, ভয় নাই সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমি তোমাকে আশ্রয় প্রাদান করিতেছি, ভাল জিজ্ঞাসা করি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া তোমার পশ্চাতে ঐ সৈন্য সকল দণ্ডায়মান কেন!

মহবৎ খাঁ প্রতি বচন দ্বারা কহিল, মহারাজ! আপনি আমাকে ও আমার পরিবারকে যে অভয় প্রদান করিলেন, তাহার প্রমাণ কি! আমাদের যে নিরাপদ হইল, এমন কোন বিশেষ প্রমাণ না পাইলে তাহারা এস্থান হইতে

কোন মতেই প্রস্থান করিবে না।

জাঁহাঙ্গীর বলিলেন, আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিলাম, এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা আছে বল, আমি অবশ্যই তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করণে ইচ্ছুক; কিন্তু মহবৎ খাঁ, তুমি আমার উপরে এমন অন্যায় ব্যবহার করিতেছ কেন? আমি তো তোমার জীবনের বিরুদ্ধে কোন কুপরামর্শ করি নাই; তুমি যে আমার হিতকারী বন্ধু, তাহা আমি উত্তম রূপে জানি, কেবল আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই, আমি আশ্রয় দিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তোমার পরিবার রক্ষা করিব; প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া তুমি আমার প্রতি এই যে সকল কুব্যবহার করিয়াছ, তাহা আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আর স্মরণ করিব না।

মহবৎখাঁ বাদশাহ মহাশয়কে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া আপনার এক জন প্রধান অনুচরকে কহিলেন. তুমি একটা মনোহর অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া আন, ঘোটক আনীত হইলে তিনি মহারাজকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি ইহার উপরে আরোহণ করুন। পরাক্রান্ত সেনাপতির বাক্যানুসারে

জাঁহাঙ্গীর শিবির হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বে কিয়দ্দূর গমন করিলেপর মহাবৎখাঁ বিনীতভাবে বাদসাহকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাশয়! অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া এই গজের উপর আরোহণ করুন। এই প্রার্থনা করিবার তাৎপর্য্য এই, ভূপতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওন এক প্রকার অসৎসাহসী কর্ম্ম, কি জানি উপস্থিত গোলযোগ দ্বারা কোন দুর্ঘটনা হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক জাঁহাঙ্গীর আপনাকে অতি শঙ্কটাপন্ন দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বাধাদিতে উদ্যত হওয়া এক প্রকার নিরর্থক চেষ্টামাত্র, সুতরাং সেনাপতির কথাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে হইল। পাছে রাজা পলাইয়া যান, এজন্য মহাবৎপরাক্রান্ত তিনজন রাজপুত সৈন্য রক্ষক রূপে হস্তী পৃষ্ঠস্থিত হাওদার উপরে উপবেশন করিয়া রহিল। রাজপক্ষীয় কয়েক জন আমীর আপনাদিগের প্রভুকে এই রূপ কারারুদ্ধ হইতে দেখিয়া পথাবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সেনাপতির অনুচরেরা তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তাহাতে আর কেহই সাহসী হইয়া গমন প্রতিরোধ না করাতে সেনাপতি অনায়াসেই বাদসাহকে আপনার শিবিরে লইয়া

যাইতে পারিলেন। তাম্বুতে উপস্থিত হইয়া মহবৎ খাঁ স্পষ্টভাবে বাদসাহ মহাশয়কে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার জীবন অথবা রাজ্য অপহরণ করিতে চাহি না, এ বিষয়ে আপনকার কোন সন্দেহ নাই, কেবল বিশ্বাসঘাতকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমি স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া এই রূপ কর্ম্ম করিতেছি।

যৎকালে সেনাপতি বহু সংখ্যাক সৈন্যের সহিত রাজ শিবিরে প্রবেশ করিয়া মহারাজাকে ধৃত করিতে যায়, মহারাণী নুরজাঁহা সেই সুযোগে এক হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নদীপার হওত আপন সৈন্য দলের সহিত সংমিলিত হয়েন। এবং বাদসাহ মহাশয়ের বিপদবার্ত্তা তাহাদিগকে শ্রবণ করাণ। এজন্য রাণীকে ধৃতা করিতে না পারিয়া মহবৎ খাঁ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

যতদিন পর্য্যন্ত রাজ্ঞী আমার কর্ত্তৃত্বাধীনা না হয়, ততদিন কোন মঙ্গল দেখিতে পাই না, এই বিবেচনায় মহবৎ খাঁ তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আপনি যে বাদসাহের বিশেষ শত্রু ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তিনি রাজ বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া দিলেন, পূর্ব্বে যেরূপ সাহস

দেখাইয়া তিনি এই ভয়ানক ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেই রূপ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। নিজ বল এবং বুদ্ধির উপরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে কিছুতেই তাহার ঐ সাহসের ন্যূনতা হইল না, বিশেষতঃ তাঁহার সৈন্যগণ অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তাহাকে বহু সম্মান করিত। মহারাজ্ঞী নুরজাঁহা এবং তাঁহার ভ্রাতা উজিরের যে রাজ্য মধ্যে অসীম পরাক্রম ছিল, আর রাজ পক্ষীয় সৈন্যগণকে রাজমহিষী যে নিজে আজ্ঞা করিতেন, ইহা ঐ সেনাপতি অজ্ঞাত ছিলেন না বটে, কিন্তু ইহাতেও তাহার ভয় হইল না। কারণ তিনি উত্তম রূপে জানিতেন যে রাজমহিষীর ভ্রাতা উজির মহাশয় সৈন্য দিগের নিকটে বড় একটা অনুরক্ত নহেন, আর রাজকীয় যাবৎ বিষয়েই রাণী ও তৎপরিবারের বিশেষ প্রাদুর্ভাব থাকাতে আমীর বর্গ সকলেই তাঁহাদের প্রতি এক প্রকার অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

গঙ্গানদীর তীরোপরি রাজ শিবির স্থাপিত ছিল, মহবৎ ভূপতিকে সঙ্গে লইয়া ঐ শিবিরের নিকটে গমন করিয়া দেখেন, যে তথায় সুজাএত খাঁ নামে এক জন সদ্বংশজাত আমীর আগি-

যাতে, রাজপক্ষীয় সৈন্য দলের সহিত সংযুক্ত হইবার প্রত্যাশায় বহু সংখ্যক সৈন্য সামন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। প্রথমে ঐ ব্যক্তি মহারাজার তাম্বুর মধ্যে এক জনকেও না দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু মহবৎ খাঁর সঙ্গে এক্ষণে বাদসাহকে এক প্রকার কারারুদ্ধের ন্যায় দেখিয়া তাহার সেরূপ মনের বৈচিত্র্য আর রহিল না, বরং ক্রোধ পরবশ হইয়া তিনি ঐ সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতক এবং রাজবিদ্রোহি বলিয়া রাজপুত সৈন্য দিগের সমক্ষে অতিশয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মহবৎ খাঁ আমীরের কটু বাক্য দ্বারা ভীত ও কোপান্বিত হইয়া আপন সৈন্য দলকে আজ্ঞা দিলেন, এই দুরাত্মা আমীরকে আক্রমণ করিয়া যাহাতে উহার উত্তম রূপে শাসন হয়, তাহার বিহিত চেষ্টা কর। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ভীষণমূর্ত্তি রাজপুত গণ একেবারে ঐ আমীরের উপর পড়িয়া অনুচর লোক দিগের সহিত তাহার প্রাণ বিনাশ করিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে অন্যান্য আমীর বর্গ ভীত হইয়া বাদসাহকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আর কোন চেষ্টা করিল না, তাঁহাকে মুক্ত করিবার বাসনায় পূর্ব্বে তাহারা যে সুযোগ দেখিতেছিল, এক্ষণে সে সকলই নিষ্ফল হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া

তাহারা নদী পারে পলায়ন পূর্ব্বক বাদসাহের অপর সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইয়া সুজাএতের অশুভ মৃত্যু সংবাদ বলিল।

এই সংবাদে রাজ পক্ষীয় সকলেই অতিশয় নিরানন্দ হইল। রাজমহিষী এবং আসফ নামা উজীর রাজার কারাবন্ধের কথা শুনিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ অতিশয় কোপান্বিত হইলেন, যে সকল রাজকর্ম্মচারী প্রত্যাগত হইয়া সম্প্রতি সৈন্যদলের সহিত সংমিলিত হইয়াছিল, নুরজাঁহা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বিস্তর ভৎর্সনা করতঃ কহিলেন, ওরে ভীরুস্বভাব আমীরগণ! প্রাণ যাইবার ভয়ে ভীত হইয়া তোরা মহারাজার রক্ষার্থ কোন চেষ্টা করিলি না, ধিক ধিক! কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া তোরা এখানে পলাইয়া আসিয়াছিস। অবিলম্বে ঐ বুদ্ধিমতী কামিনী অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মধারী দিগকে ডাকাইয়া একটা সভা স্থাপন করতঃ সভ্য দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, " মহারাজার বিপদ বার্ত্তা তোমরা শ্রবণ করিয়াছ, নিরর্থক সময় নষ্ট করা এক্ষণে কোন মতেই উচিত নয়, মুহূর্ত্ত এক যুগের তুল্য হইয়াছে, বিলম্ব করিলে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে হানি হইবার সম্ভাবনা, দুরাত্মা বিদ্রোহীকে অপর সাধারণ সকলেই অতিশয় প্রেম করিয়া থাকে, যে

ক্রমশঃ সকলের সহিত সংমিলিত হইয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব বাদসাহকে মুক্ত করিবার অত্যুত্তম উপায় কি? তাহা শীঘ্র শীঘ্র স্থির করাই বিধেয়”। এই কথাতে সভাগণ এক বাক্য হইয়া স্থির করিলেন, কল্য অতি প্রত্যূষে নদীপার হইয়া একেবারে মহাবজ খাঁকে আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য। জাঁহাগীরের নিকটে গোপন ভাবে তাহারা এই সংবাদ প্রেরণ করিলে পর, তিনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট দূত পাঠাইয়া কহিলেন, মন্ত্রীবর আমি এক্ষণে ভয়ানক রাজ বিদ্রোহীর করতলস্থিত আছি, তোমরা কিছুমাত্র অত্যাচার করিলে দুরাত্মা তখনই আমার প্রাণ সংহার করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব তোমরা এমন কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি আপনাদিগের উদ্যম ভঙ্গ কর। দূত মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, বাদসাহ কারারুদ্ধ হওয়াতে বল বুদ্ধি সকলই হারাইয়াছেন, তাঁহার কথা মানা কেবল মূর্খতা প্রকাশ মাত্র, যে বিষয় স্থির হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য।

---

## অষ্টম অধ্যায়।

নুরজাঁহান স্বয়ং মহব্বৎ খাঁর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন।

পরদিন প্রত্যূষে উজীর সৈন্য সামন্তদিগকে সঙ্গে লওত নদীতীরে উপনীত হইয়া দেখেন যে, শত্রুগণ তদুপরিস্থ সংক্রম একেবারে ভস্মসাৎ করিয়াছে, হঠাৎ তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল, আমি উদ্যম ভঙ্গ কখনই করিব না। সৈন্যদিগকে সাঁতাইয়া পার করিব, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না, নদীর গভীরতা প্রযুক্ত পার হইবার কালীন তাহার অনেক সৈন্য ডুবিয়া মরিয়া গেল। যাহারা বিস্তর কষ্টভোগ করিয়া প্রাণে প্রাণে ডাঙ্গা তীরে উত্তরিয়াছিল, তীরস্থিত ভূমি গড়ানিয়া প্রযুক্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অতিশয় অসুবিধা হইয়া উঠিল। দুঃসাহসী রাজপুত সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, তাহারা অতিশয় সতর্ক এবং কর্ম্ম দক্ষ রাণীর পক্ষীয় সৈন্যেরা তীরে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহারা তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। অতএব কোন ব্যক্তি সহজে রক্ষা পাইয়া তীর স্থিত ভূমির উপরে উঠিতে পারিল না। যাহাহউক উজীরের পশ্চাৎ স্থিত বিশাল সৈন্যগণ ক্রমে ২ মে

বহুকষ্টে পার হইয়া আসিলে, অগ্রবর্ত্তী সৈন্যেরা কিছু প্রবল হইল বটে, কিন্তু হইলে কি হয়, রাজপুতদিগের সহিত তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কালীন ঐ মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত গণ স্থির করিয়া ছিল, প্রাণ বিনষ্ট না হইলে কখনই আমরা রণস্থল পরিত্যাগ করিব না। দুই দলে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে মহা রাজ্ঞীর বিস্তর সৈন্য হত হইয়া রণস্থলে প্রাণ-পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে উজীর মহাশয় মাভৈঃশব্দে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা এক প্রকার নিরুদ্যম হইয়াছিল, এজন্য তাঁহার ঐ উৎসাহ বাক্য সকল বড় একটা সার্থক হইল না। যদ্যপিও উক্ত অসুবিধা তথাপি রাজপক্ষীয় সৈন্য সকল রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই, প্রাণপণে শেষপর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল।

নুরজাঁহা নদীতীরে দণ্ডায়মানা হইয়া এই সমুদায় ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, রাজপক্ষীয় বিশাল সৈন্যদিগকে রণে নিহত হইতে দেখিয়া ভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পমান হইল বটে, কিন্তু কিছুমাত্র উদ্যম ভঙ্গ হইল না, মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষের ন্যায় তিনি সাহসবতী হইয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, আর এক পরমসুন্দরী তাঁহার

যুবতী কন্যা ছিল, তাহাকেও হাওদার এক পার্শ্বে বসাইয়া লইলেন, পরে শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিতা হইয়া নির্ভয়ে নদীস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অন্যান্য আমীরগণ রাণীর এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল, নদীতীরে ক্ষণমাত্র আর তিষ্ঠিতে পারিল না, সুতরাং তাহাদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হইল। নুরজাঁহান হস্তী পৃষ্ঠে নদীস্রোতের মধ্য স্থল পর্য্যন্ত যাইয়া উজীর মহাশয়ের সৈন্যদিগকে উৎসাহ করিবার নিমিত্ত নিশাণ স্বরূপ এক পাট্টা একখান চাদর তুলিয়া দিলেন। তীরবর্ত্তি হইয়া দেখেন আহত সৈন্যদিগের রক্ত দ্বারা রণস্থল একেবারে লোহিত বর্ণ হইয়াছে, কাটা কাটির সীমা পরিশেষ নাই, তথাপি কিছুমাত্র ভয় না করিয়া হাওদার উপরিভাগে উপবেশন করতঃ তিনি শত্রু দিগকে সাংঘাতিক রূপে তীরমারিতে লাগিলেন। একে একে তিনবার তাঁহার তিনজন হস্তীপাল কাটা পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল বটে, কিন্তু ইহাতেও তিনি আপনার স্থান পরিত্যাগ করিলেন না, বরং এক তূণ তীরের শেষ হইলে পুনর্ব্বার আর এক তূণ আনাইলেন। শত্রু পক্ষীয় লোকেরা তিনবার তাঁহার হস্তীটাকে বিদ্ধ করাতে যাতনা হেতু পশুটা অতিশয় ছট্ ফট করিতে লাগিল, ইহাতে

তদুপরি স্থির ভাবে বসিয়া থাকা রাণীর পক্ষে অতি-শয় দুষ্কর হইল, পদে পদে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা হইলেও তিনি স্থিরচিত্তে শত্রুদিগের উপরে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটা গুলী আসিয়া রাজমহিষীর যুবতী কন্যার ভুজদে-শে লাগিল, তদ্দ্বারা ঐ সাহসবতী মাতার আশ-ঙ্কা হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভূমির সন্নিকর্ষে তিনি গমন করিয়া ভৃত্যদিগকে কহিলেন আর এক তূণ নূতন তীর আনিয়া আমাকে শীঘ্র দেও, এই কথা-তে অনুচর লোক গণ তাঁহাকে তীর প্রদান করি-লে, অসীম বীরত্ব দেখাইয়া তিনি সংগ্রাম করি-তে লাগিলেন, তদ্দর্শনে তাঁহার ভ্রাতা উজীর ম-হাশয়ের সৈন্যদলের অন্তঃকরণে অতিশয় উৎ-সাহ জন্মিবাতে তাহারা রণস্থলে স্থিরভাবে দ-ণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

উভয় পক্ষীয় লোকেরা ক্রমে ভয়ানক যুদ্ধ ক-রাতে অনেক সৈন্যের প্রাণ বিনাশ হইল। রাজ-পুত্রগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, তাহা-দের সম্মুখে রাজ পক্ষীয় লোকেরা কি দণ্ডায়মান হইতে পারে! তবে যে সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশয়ে সাহস প্রকাশ করিয়া তাহারা এরূপ সংগ্রাম ক-রিতে ছিল, রণস্থলে মহারাজ্ঞীর বর্ত্তমান থাকা

কেবল এক মাত্র মূল কারণ হইয়াছে, অধিক কথা কি বলিব, এত যত্ন করিয়াও ঐ হতভাগ্য রাজ সৈন্য গণ রণস্থলে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। নুরজাঁহান নিজ হস্তীকে নদীতীরে আনিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে ছিলেন, এমত সময়ে এক জন বিপক্ষীয় সৈন্য তাঁহার সম্মুখাগত হইয়া ঐ গজের শুণ্ডোপরি এক অস্ত্রাঘাত করাতে কাটা পড়িয়া শুণ্ডটা একেবারে ভূমিতলে পড়িল। করিবর যাতনাতে অস্থির হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আস্ফালন করিতে২ ভূমিতলশায়ী হইতেছে, ইতিমধ্যে রাণী ধনুকে তীর সংযোজিত করিয়া দুরাত্মা শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিলেন, সুলক্ষ্য তীর একেবারে ঐ সাহসী সৈন্যের মস্তক দেশ বিদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিল। কিঞ্চিৎকালের মধ্যে ঐ বৃহৎ পশুটা নদীস্থিত জলোপরি ঝাঁপ দিয়া পড়াতে, নুরজাঁহান এবং তৎকন্যা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন, বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তদনলোকনে জন কয়েক আমীর হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাণীকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন, দন্তদ্বারা ধনুকখানি ধারণ করিয়া তিনি প্রাণপণ যত্নে ঐ প্রধান লোকদিগের অভিমুখে সন্তরণ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে তাহারা নদী পার হইয়া ঐ বীরতুল্য রমণীর সম্মুখে হস্তী আ-

নয়ন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল। বিপক্ষীয় লোকেরা রাণীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু না পারিয়া তাহার কন্যাকে নদী-স্রোত হইতে মুক্ত করণানন্তর কারাগৃহে বদ্ধ করিয়াছিল। স্রোতে ভাসিয়া যাইবার কালীন বন্দুক হইতে একটা গুলী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু পঞ্জরের অধোভাগ হইয়া তাহা ছটকিয়া যাওয়াতে তাঁহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনাই।

এত বিপদে পড়িয়াও রাজ্ঞী কিছু মাত্র হতাশ হইলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল বীর্য্য প্রকাশ করত ধনুকে শর সংযোজিত করিলেন। মহাবৎ খাঁর উদ্দেশে ঐ সাংঘাতিক শরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন, অন্তঃকরণে এই বাসনা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঐ সেনাপতি বহু দূরে থাকাতে সে যাত্রা তাঁহার মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল না। তথাপি একমাত্র বাহুবলে শত্রু পক্ষীয় অনেক লোককেই শমন সদনে পাঠাইলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদ ক্রমে ভয়ানক হইয়া উঠিলেও তিনি প্রাণভয়ে ভীতা অথবা কিছুমাত্র সতর্ক হইলেন না বরং আপনার করিবরকে জল হইতে উঠাইয়া সমর স্থল পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে অগ্রসর করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন তূণ শর নিঃশেষ হ-

ইলে ভৃত্যেরা সত্বর হইয়া চতুর্থ তূণটা তাঁহাকে আনিয়া দিল। রাণী উত্তম রূপে লক্ষ্য করিয়া এক তীর শত্রু পক্ষীয় কোন রাজপুত সৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিবাতে শরটা বলে যাইয়া তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইল। ইহাতে এ দুরন্ত সিপাহী ক্রোধান্ধ হইয়া আপন অঙ্গ হইতে উহার ফলটা বহির্গত করণানন্তর খড়্গ হস্তে রাণীর প্রতি ধাবমান হইল, তখন রাজ্ঞী তীরের সন্নিহিত জলমধ্যে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে ছিলেন, সিপাহী আপনার তরবাল খানি এক হস্তে উত্তোলন করিয়া সন্তরণ দ্বারা মহা রাণীর হস্তীর নিকট গমন করতঃ অন্য হস্তে তাহাকে এক সাংঘাতিক আঘাত করণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। অস্ত্রোত্তোলন পূর্ব্বক বীর আঘাত করিতে যাইতেছেন, এমত সময়ে ঐ বীর তুল্য রমণী নিজ ধনুকে শর সংযোজিত করিয়া তাহার বক্ষস্থলে মারিলেন, অনিবার্য্য শরের বেদনাতে রাজপুত সৈন্য ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না, সেই ঘূর্ণিত তরঙ্গের মধ্যেই তাহাকে পঞ্চত্ব পাইতে হইল।

অনন্তর একেবারে বহু সংখ্যক রাজপুত সৈন্য রাজ্ঞীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত নদীর জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। তখন বিপক্ষদিগের দ্বারা তিনি আপনাকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া প্রাণপণ

যত্নে বল পূর্ব্বক আপনার তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যদ্দ্বারা শত্রুদিগের অনেকেই হত ও আহত হইয়া ছিল। হাওদার উপরিভাগে একজন সদ্বংশজাত আমীর বসিয়া রাণীকে সাহায্য করিতে ছিলেন, এমত সময়ে মহাবত খাঁর এক সিপাহী হস্তীর পদদ্বয় দিয়া ঐ হাওদার উপরে আরোহণ করতঃ সেই আমীরের সহিত বিষম মারামারি করিতে লাগিল। এই সুযোগে আর জন কয়েক রাজপুত অস্ত্রদ্বারা ঐ প্রকাণ্ড পশুটার পশ্চাদ্দেশে আঘাত করিতে লাগিল। যাতনাতে জন্তুটা আর ক্ষণমাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, বিপক্ষদলের মধ্যদিয়া একেবারে নদীরধার পর্য্যন্ত সে দৌড়াইয়া গেল। আহা! ঐ স্থানেই সেই দুর্ভাগ্য পশুর প্রাণ বিনাশ হয়, অতএব মোগলেরা যে জয়ী হইবে, এমত কোন সম্ভাবনা ছিল না। নূরজাঁহান মাতঙ্গবরকে পতিত হইতে দেখিয়া একেবারে হাওদা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন, ঘোর বিপদ, সঙ্গে কেহ নাই যে তাঁহাকে সেই স্থানে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে, তথাপি তিনি নির্ভরসা হইলেন না, উচ্চৈঃস্বরে রাজপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, হে রাজ পক্ষীয় সৈন্যবর্গ! রিপক্ষদিগের হস্তে আমার প্রাণপর্য্যন্ত যায়, এই বেলা

আসিয়া তোমরা আমাকে সাহায্য প্রদান কর, রাণীকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তৎকালে ঐ সৈন্যেরা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে ছিল, এই কথা শুনিয়া তাহারা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, বেগে ধাবমান হইয়া তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে আইল। পূর্ব্বে রাজমহিষী কেবল বৈরিদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত ছিলেন, এক্ষণে বন্ধুবর্গকে দেখিয়া তাঁহার অতিশয় সাহস হইল। শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি এত দৃশ ঘোরতর রূপে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, যে প্রকৃত সাহসী রাজপুত গণ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। এই যুদ্ধে শত্রু দলের এক ব্যক্তি খড়্গ দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া ছিল, কিন্তু দুরাত্মা সহজে পরিত্রাণ পাইতে পারে নাই, রাণী বাহু প্রসারিয়া তাহার মস্তকোপরি এমনি খড়্গাঘাত করিয়া ছিলেন যে সে একেবারে ভূমিতে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। সংগ্রামের সীমা পরিশেষ নাই, পরে ক্রমে ক্রমে রাজমহিষীর সৈন্য দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল। জনকয়েক সিপাহী ব্যতীত রাণীকে সাহায্য করে এমত কোন ব্যক্তি রহিল না তথাপি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তখন পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা ভয়ঙ্কর রাজ-

পুতগণ তাঁহাকে ধরিবার মানসে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল, ইহাতে নুরজাঁহা আপনাকে বিষম বিপদাক্রান্ত দেখিয়া মনে করিলেন, এই সময়ে কোন উপায় করিতে না পারিলে আমার পক্ষে মঙ্গল হইবেনা, অতএব দ্রুততর বেগে গমন করতঃ তিনি নদীর ধার পর্য্যন্ত গেলেন, এবং শত্রু দিগের প্রতি অভিমুখ করিয়া আপনার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি নানাবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত গণ সাহস করিয়া কোনমতেই তাঁহার সন্নিকটে আসিতে পারিল না, অতএব তিনি নদী-র স্রোতে লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শত্রু পক্ষীয় দুই জন সিপাহী মনে করিল, আমরা স্থির প্রতিজ্ঞা করি-তেছি, হয়তো রাণীকে ধরিয়া একেবারে কারা-রুদ্ধা করিব, নতুবা এমুখ আর কাহাকেও দেখা-ইব না, জন্মের মত প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ইহা ভাবিয়া ঐ দুই ব্যক্তি রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ স-ন্তরণ করিতে লাগিল। এত যে আহতা হইয়া-ছিলেন, তথাপি সাহসিকা নারী কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিলেন না, দুঃসহ্য নদীর স্রোতকেও বহু দুঃখে সহ্য করিয়া ভাসমানা হওত তিনি বহুদূর পর্য্যন্ত গেলেন। পশ্চাৎবর্ত্তী সিপাহী দ্বয় যুদ্ধ

কালে আপনাদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত গাত্রে মোটা মোটা পালক নির্ম্মিত চাপকান পরিয়াছিল, জল পাইয়া আচ্ছাদন গুলা অতিশয় ভারী হওয়াতে তাহারা উত্তম রূপে সন্তরণ করিতে পারিল না সুতরাং রাণী লঘুতা প্রযুক্ত তাহাদের অপেক্ষা অতিশয় দ্রুতগামিনী হইয়াছিলেন। যাহা হউক যে সকল সৈন্য নদীপার হইয়া ‑স্থল পর্য্যন্ত যায় নাই, তাহারা এক্ষণে রাজ্ঞীর এই দুরবস্থাতে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তীর হইতে চাতকের ন্যায় এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেক যত্নে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিয়া নদীর অন্যতীরে গমন পূর্ব্বক তিনি ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। সেখানেও ঐ পশ্চাদ্‌গামী ব্যক্তি দ্বয় তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই, ধৃত করিবার আশয়ে তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। তদবলোকনে নুরজাঁহা অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া মনে করিলেন, কি হিংসা এখানেও ঐ পাপাত্মারা আমাকে ধরিতে আসিতেছে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক-করিতেছি, আমি সমুচিত দণ্ড না দিয়া কোন মতেই ঐ পাষণ্ড দিগকে যাইতে দিব না। বাধা দিবার নিমিত্ত আপনি প্রস্তুতা হইয়া রহিলেন।

পূর্ব্বোক্ত রাজ পুত দ্বয়ের মধ্যে এক জন বহু কষ্টে প্রথমতঃ নদীকুলে উত্তরিয়া ছিল বটে, কিন্তু

সেস্থান গড়ানিয়া ভাবে থাকাতে পদস্পর্শমাত্র ঐ সিপাহীর পা পিছলিয়া যায় ইহাতে ভূমিতলে পতিত হইবারও উপক্রম হইয়াছিল, কেবল নদীর ধারে কতকগুলা চারাগাছ ছিল তাহা ধরাতে এ-কেবারে তাহার পা হড়কিয়া পড়ে নাই। এই সুযোগে নুরজাঁহান আপন কটিদেশ হইতে তর-বাল বাহির করিয়া ঠিক্ তাহার গলের মাঝখানে মারিলেন, মস্তক এবং অন্যান্য অঙ্গে সাজোঁয়া এবং পালকের মোটা মোটা চাপকানছিল বলিয়া রাণীর ভয়ানক অস্ত্রাঘাত দ্বারা বড় একটা ক্লেশ হইল না, কিন্তু তাহার বদন মণ্ডল অনাবৃত ছিল, এজন্য সেই স্থানেই তিনি বারবার অস্ত্রাঘাত ক-রাতে সিপাহীর শির কাটিয়া পড়িল এবং একেবারে অনিবার্য্য রূপে বহু রক্ত বহির্গত হইয়া তাহাকে নদীতল শায়ী করাইল। উভয়ের এই রূপ কাটাকাটি হইতেছে, এমত সময়ে আর এক জন রাজপুত নদীকূল প্রাপ্ত হইল, স্রোত দ্বারা ঐ ব্যক্তি বহুদূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, এ-জন্য সে রাজমহিষীর সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই। সে দূর হইতে নুরজাঁহানের অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য দ্বারা আপন বন্ধুকে নি-হত হইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং মনে করিল এতাদৃশ সাহসিকা নারী আমি

জন্মাবধি কখন দেখি নাই, অতএব ইহার সহিত যুদ্ধ করা কোনমতেই আমার কর্ত্তব্য নহে। এই বিবেচনায় সে আস্তে আস্তে রাণীর সম্মুখে গমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে রাণি! আমি আপনার অতুল্য সাহস দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছি, কি পরিতাপ! এতাদৃশ রমণীকে কারারুদ্ধা করিবার নিমিত্ত আমাকে এস্থানে আসিতে হইল, ছিছি এমন অযশস্কর আমি কখনই করিব না, আপনি বিশেষ পারিতোষিক পাইবার যোগ্যা, কিন্তু দীন হীন এ পামর দ্বারা কি বিশেষ পুরস্কার হইবে, বরং আমি আপনকার নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি, উদার স্বভাবতা প্রযুক্ত আপনি আমার দোষ মার্জ্জনা করিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক যেস্থান হইতে আসিয়াছি, পুনর্ব্বার নির্ব্বিঘ্নে সেই স্থানে প্রেরণ করুন, যদ্যপি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আপনি আমার প্রার্থনা সফল না করেন তবে নিশ্চয় করিলাম আমি তোমাকে কোন মতেই এস্থান হইতে যাইতে দিব না, এখনই তোমাকে জাপটিয়া ধরিয়া উভয়ে একেবারে এই নদীর স্রোতে পড়িব, এবং তদ্দ্বারা উভয়েরই এক কালীন প্রাণ বিনাশ হইবে।

রাজ মহিষী এই কথাতে অতিশয় সন্তুষ্টা

হইয়া নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্থির ভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, সিপাহী! আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার নিয়মে সম্মতি দিলাম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি নির্ব্বিঘ্নে তুমি আপন বন্ধু বর্গের সমীপে পুনর্ব্বার গমন করিতে পারিবে, তোমার ভদ্র আচরণ অতিশয় প্রশংসার যোগ্য, এক্ষণে আমা হইতে তোমার কি পুরস্কার হইতে পারে তাহা বল?

সিপাহী বলিল, রাজ্ঞী আপনকার দানে আমার কোন অধিকার নাই। রাজপুত জাতি প্রাণ থাকিতে কখন শত্রুর দান লয় না, তার কিজন্যই বা আপনি আমাকে পারিতোষিক দিতে চাহেন? মোগলদিগের রাজ মহিষী বলিয়া আমি যে আপনকার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এমন বিবেচনা কদাচ করিবেন না, স্ত্রীজাতি দিগের মধ্যে আপনকার সদৃশ বুদ্ধি এবং সাহস আমি জন্মাবধি অদ্যপর্য্যন্ত কুত্রাপি দেখি নাই, এই সকল মহদ্গুণ হেতু মোহিত হইয়া শুদ্ধ আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিলাম। নিশ্চিত কহিতেছি, কোন নীচ লোকেও যদি আপনকার তুল্য সাহস এবং গুণ বিশিষ্ট হয়, আমার নিকটে সেও এইরূপ পুরস্কারের যোগ্য হইবে।

অনন্তর নুরজাঁহানের বন্ধু বর্গ সকলেই তাঁহা-

কে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল, পরস্পর তাহারা একত্রে জয়ধ্বনি করিতেছে, এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত সিপাহী তাহাদের সমীপে গমন পূর্ব্বক বিদায় চাহিলে, তাহাতে নুরজাঁহান আপন অনুচর দিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ইহাকে সাবধানে লইয়া নদীর অনতিদূরস্থ একটা চড়ায় রাখিয়া আইস, যেন এব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় মহবৎখাঁর সৈন্য দলের সহিত সংমিলিত হয়। ভৃত্যেরাও রাণীর অনুমত্যানুসারে ঐ রূপ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

রাজ মহিষীকে নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া তৎপক্ষীয় দুই জন আমীর বিবেচনা করিলেন, আমাদিগের সৈন্যদল এক্ষণে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে, এমত হওয়া অনুচিত, অতএব শীঘ্র শীঘ্র নদী পার হইয়া আমাদিগের রণস্থলে যাওয়াই বিধেয়। এই বিবেচনাতে ঐ দুই জন প্রধান লোক সত্বর পরপারে গমন করিয়া বিশৃঙ্খল সৈন্য দিগকে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খল করিল। উদ্যম চ্যুত রাজ সৈন্য গণ তখন নূতন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় উৎসাহযুক্ত হইল, এবং বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আরবার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রাজপুত গণ রণস্থলে স্থিরভাবে

দাঁড়াইতে পারিল না, আপনাদিগের শিবিরাভি-মুখে পলায়ন পর হইল। ঐ তাম্বুতে মহারাজা জাঁহাঙ্গীর যে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, রাজ প-ক্ষীয় সৈন্য গণ তাহা জানিত না এজন্য রাজ-পুত্রেরা পলায়ন করিলে, তাহারা তাহাদের প-শ্চাতে ধাবমান হইয়া এমনি তীর এবং গোলা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল, যে তদ্দ্বারা ঐ শিবিরের কানবিস পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইয়া যায়, ইহাতে বাদসাহ মহাশয় একেবারে পঞ্চত্ব পাইতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেবল র-ক্ষক গণের সাহায্য দ্বারা তাঁহার এই দুরবস্থা হ-ইল না, তাম্বুর অভ্যন্তরে ঐ সকল তীর এবং গোলা গুলী প্রবিষ্ট হইবার সময়ে উহারা আ-পনাদিগের ঢাল দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর আচ্ছাদন করিয়াছিল। ইতি মধ্যে মহবৎখাঁ তাম্বুর পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া আপনার বিশৃঙ্খল সৈন্য গণকে সুশৃঙ্খল করিলেন। দুঃসাহসী রাজপুত গণ আপনাদের সৈন্যাধিপের বল বি-ক্রমের উপর নির্ভর করিয়া উৎসাহ পুর্ব্বক একে-বারে ঐ রাজপক্ষীয় সৈন্য দিগকে আক্রমণ করি-ল। রাজপুত দিগের এই নূতন আক্রমণ দ্বারা মহারাণীর সৈন্য বর্গ রণস্থলে আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিলনা, তাহারা সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়া

চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এই রূপে মহবৎখাঁ বহু রক্তস্রাবি যুদ্ধের পর রণস্থলে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সেযাত্রা জয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র সুখানুভব হয় নাই, বরং অসংখ্য সৈন্যের বিনাশ হেতু অতিশয় দুঃখ পাইয়াছিলেন।

অনন্তর নুরজাঁহানের ভ্রাতা উজীর মহাশয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এক্ষণে সত্বর পলায়ন না করিলে জীবন রক্ষার আর কোন উপায় নাই রাজপুতেরা আমার ভাবৎ সৈন্যকেই বিনষ্ট করিয়াছে, যে কয়জন সৈন্য আমার সমভিব্যাহারে আছে, তাহাদিগের সাহায্যদ্বারা কি উপকার হইতে পারে, অতএব এই ভয়ানক রক্তস্রাবী ব্যাপার হইতে দূর যাওয়াই বিধেয়। মনে মনে এই স্থির করিয়া পাঁচশত লোকের সহিত পলায়নপর হওত তিনি [illegible] দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, ঐ দুর্গ সুদৃঢ় রূপে নির্ম্মিত হওয়াতে শত্রুপক্ষীয় লোক দিগের পক্ষে একপ্রকার দুর্গম্য ছিল বটে, কিন্তু হইলে কি হয়, উহা যে নিশ্চিত রূপে তাহাদের পক্ষে রক্ষা স্থান, সম্প্রতি তাহা সন্দেহ স্থল হইল, কারণ তৎকালে মহবৎখাঁর তুল্য মহাবলপরাক্রান্ত সেনাপতি এই ভারতবর্ষে দ্বিতীয়

ব্যক্তি ছিল না, এবং তৎপক্ষীয় সৈন্যেরাও যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছিল। নুরজাঁহান লাহোর সহরে পলায়ন করিয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে সেযাত্রা আপন জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র সৈন্য সামন্ত না থাকাতে সেখানেও তিনি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতে পারিলেন না বিশেষতঃ তাঁহার আমীর বর্গ সকলেই যুদ্ধে নিহত বা কারারুদ্ধ হইয়াছে, এমন কোন বুদ্ধিমন্ত প্রধান কর্ম্মচারী নাই যে তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি কোন মন্ত্রণা করিতে পারেন, সুতরাং অন্তঃকরণের স্ফূর্ত্তির অভাবে দিন দিন তাঁহার শরীর ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি নিজে সাহসবতী রমণী ছিলেন, কিছুতেই তাঁহার উদ্যম ভঙ্গ হইত না, একবার যাহা স্থির করিতেন, কোন মতেই পুনর্ব্বার তাহার অন্যথা করিতেন না, এজন্য এতাবৎ বিষয় দুর্ভাবনা হেতু তিনি অবসন্ন না হইয়া বরং ধৈর্য্যাবলম্বন করত এই দুরবস্থা সকল সহ্য করিতে লাগিলেন।

মহব্বৎখাঁ উজীরের নিকটে এক জন দূত পাঠাইয়া কহিলেন, তুমি যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমার শরণাগত হও, তবে আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, বরং নির্ব্বিঘ্নে তাবৎ অনুচর লোক

গণের সহিত তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। উজীর ভাবিলেন রাজ বিদ্রোহি সৈন্যাধ্যক্ষ জয় প্রাপ্ত হইয়া আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে, তদধীনতা স্বীকার করা কোন মতেই আমার পক্ষে মঙ্গল জনক হইবে না, অতএব দূতের কথা অবহেলন করিয়া তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে মহবৎখাঁ ক্রোধান্ধ হইয়া রতাস দুর্গ আক্রমণার্থ বলিষ্ঠ এক দল সৈন্যের সহিত আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, ঐ ব্যক্তি আপন সমুদায় সৈন্য লইয়া একেবারে সেই সুদৃঢ় দুর্গ পরিবেষ্টন করিলে পর উজীর প্রথম উদ্যমেই বাধাদিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষীণ বল প্রযুক্ত তাহার সে চেষ্টা সফল না হওয়াতে তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ঐ সেনাপতির শরণাগত হইলেন। বিজয়ী মহবৎখাঁ সচ্চরিত্র ও উদার স্বভাবতা প্রযুক্ত শরণাপন্ন উজীরের প্রতি কিছুমাত্র কুব্যবহার করিলেন না, বরং কারুণ্যভাব প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁহার বিস্তর সম্মান করিলেন, সেনাপতির সদ্ব্যবহারে উজীরের অন্তঃকরণের শত্রুভাব সকল দূর হইয়া যাওয়াতে তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা সুখ জনক বন্ধুতা হইয়া উঠিল।

অতঃপর জাহাঙ্গীর বাদসাহ মহারাণী নুরজাঁহানের নামে এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, সেই লিপির নিম্নে এই সকল কথা লেখা হইয়াছিল। "প্রিয়তমে মহবৎখাঁ আমাকে এখানে বদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু এক দিনের জন্যেও আমার প্রতি কিছুমাত্র অসদ্ব্যবহার করে নাই, এব্যক্তি রাজার যোগ্য সম্মানের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, নিবেদন এই, তুমি শীঘ্র শীঘ্র আমার সহিত সংমিলিতা হইবে, নিশ্চয় কহিতেছি, সচ্চরিত্র সেনাপতি তোমাকে একটি মাত্র কথা বলিবে না, বরং বহু সমাদরে সে তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজমহিষীর যোগ্য যথাবিহিত রূপে তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে, যে যে কারণে এব্যক্তির সঙ্গে আমাদের মনের বিভাব জন্মিয়াছে, তাহা তুমি কিছুমাত্র আর মনে করিও না, সকলই বিস্মৃত হইয়া একেবারে তাহার প্রতি তুমি শত্রুতা পরিত্যাগ কর। কেননা স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিত বিবাদ করিলে রাজ্যের বিস্তর অনিষ্ট সম্ভাবনা, প্রাণপ্রিয়ে! এই ভয়ানক বিষয়টি অন্তঃকরণ হইতে তুমি দূরীভূত কর। আমি এক্ষণে কাবুলদেশে গমন করিতেছি, তুমি আমার সহিত সংমিলিতা হইলে উভয়ে পরম সুখে এ-

কত্রে দেশ ভ্রমণ করিতে পারিব, আমার কথাতে যেন তোমার কিছুমাত্র অন্যমত না হয়। আমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি, যথাইচ্ছা তথা যাইতে পারি, সেনাপতি কোন বিষয়েই প্রতিবন্ধক বা হস্তার্পণ করে না, নিবেদনমিতি।

মহারাজার পত্র প্রাপ্ত হইয়া রাজমহিষী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ঘোর বিপদ দেখিতে পাই, পতির আজ্ঞা অবহেলন করিয়া যদি আমি তাঁহার সহিত সংমিলিতা না হই, তবে ভবিষ্যতে বিস্তর অনিষ্ট আশঙ্কা হইতে পারে, এবং গেলেও বা কি সঙ্কট হইবে, তাহা নিশ্চয় করা যায় না, যাহা হউক যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে না যাওয়াতে যত বিপদ হইবে, গেলে অত বিপদ ঘটিবে না, অতএব বাদসাহের সহিত একত্র হওয়াই সর্ব্ববিধায়ে কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তিনি লাহোর নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুল দেশে গমন করতঃ আপন পতির সহিত সংমিলিত হইলেন। মহবৎ খাঁ নুরজাঁহানের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া যথা যোগ্য রূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত বলিষ্ঠ এক দল সৈন্য তাঁহার অগ্রে প্রেরণ করিলেন; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাণী কখনই এতাদৃশ দুর্ব্বল চাতুরীতে প্রতারিতা হইবেন না, এই বাহ্যিক শিষ্টাচার দ্বারা তিনি একেবারে সেনাপতির

মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া রক্ষক দিগের দ্বারা উত্তম রূপে পরিবেষ্টিত হওত সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কেহই তাহা জানিতে পারিল না, বরং রাণী হাস্য বদনে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, অপর লোকে বিবেচনা করিল মহবৎ খাঁর মৌখিক অভ্যর্থনাতে রাণী অতিশয় প্রীতা হইয়াছেন।

রাণী যাহা ভাবিলেন, তাহাই ঘটিল। মহবৎ খাঁ আজ্ঞা দিয়া সৈন্য দিগকে কহিলেন, সত্বর যাইয়া তোমরা রাণীর তাম্বু পরিবেষ্টন করতঃ সুদৃঢ় রূপে তাহাকে এক প্রকার কারাবদ্ধার ন্যায় কর, দেখিও যেন ঐ পাপীয়সী স্থানান্তরে গমন করিতে না পারে। পরে ঐ সেনাপতি স্বয়ং তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিল, ওরে দুষ্টা নারী! তোর কুমন্ত্রণাতে রাজ্যে এত বিপদ ঘটিয়াছে, এতাদৃশ দোষ বিশিষ্টা রমণীকে জীবিতা রাখা কর্ত্তব্য নহে, সত্বর তোকে প্রাণে নষ্ট করাই উচিত। হে মোগলাধিপতি জাঁহাঙ্গীর মহারাজ! আমরা আপনাকে মনুষ্য জ্ঞান করি না, আপনি সমুদায় ভারতবর্ষের একাধীশ্বর বলিয়া অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়াছেন, অতএব যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের এতদ্রূপ অনুগৃহীত ভৃত্য, তাঁহার কাছে প্রধান অপ্রধান ছোট বড় ইত্যাদি ইতর বিশেষ থাকা

অতিশয় অন্যায় বোধ হইতেছে; পরমেশ্বর কাহারও ভাল কাহারও মন্দ করেন না, সকলকেই সমভাবে বিচার করিয়া থাকেন, তদ্দৃষ্টান্তে আপনি নিজ স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাথার্থিক সূক্ষ্ম বিচার করুন, নতুবা তোমার নিষ্কলঙ্ক যশোরূপ দীপ্তি লোক সমাজে অপকলঙ্কিত হইবে।

---

## নবম অধ্যায়।

মহবৎ খাঁ কর্ত্তৃক নুরজাঁহানের প্রাণ বধ সঙ্কল্প। বাদসাহ কর্ত্তৃক তাঁহার মুক্তি। রাজ্ঞী কর্ত্তৃক মহবৎ খাঁর দুঃখ ভোগ। সাজেহানের রাজ্য লাভ। জাহাঙ্গীর এবং নুরজাঁহানের পরলোক প্রাপ্তি।

অনন্তর মহবৎ খাঁ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নুরজাঁহানকে বিনাশ করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে রাজ্যে মঙ্গল হইবে না, অতএব বিশ্বস্ত একজন সিপাহীকে ডাকিয়া তিনি আজ্ঞা করিলেন, রজনীযোগে গোপনে তুমি দুষ্টা রাণীর তাম্বুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাহার শরীরকে একেবারে দ্বিখণ্ড করিবে, সাবধান দেখিও যেন ধরা পড়িও না। মধ্য রাত্রি হইলে ঐ পাপাত্মা হননেচ্ছুক সিপাহী রাজমহিষীর শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে

তিনি নিদ্রায় অভিভূতা হইয়াছেন। শয্যার সন্নিকটে রৌপ্যময় পাত্রোপরি সুদৃশ্যমান একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, পারশ্য দেশ জাত এক অতি-সুন্দর গালিচার উপরে রাজরাণী অপরূপ রূপযুক্ত নিজ শরীরকে বিস্তারিত করিয়া সুখে শয়ন করিয়া আছেন। আহা! প্রদীপের আলোক সেই গালিচার উপরে পতিত হওয়াতে কতই বা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন অথবা অন্য কোন কারণে নিদ্রাভঙ্গ না হইলে মনুষ্যের বদন মণ্ডল যে শান্ত অবস্থায় থাকে, তাঁহার রূপ লাবণ্য এবং বদন মণ্ডল সেই কোমল অবস্থায় রহিয়াছে। ধুনুচীতে অগ্নি সংযুক্ত করিয়া তন্মধ্যে কুন্দুরু নিক্ষেপ করিলে যেরূপ সৌরভান্বিত বায়ু নির্গত হয়, নাসিকা দ্বারা তাঁহার অন্তর স্থিত নিশ্বাস সেই রূপ বস্ত্রের আতর চন্দনে লিপ্ত হইয়া অল্প অল্প নির্গত হইতেছিল। রাণীর দক্ষিণ হস্তে কিছুমাত্র বসনাচ্ছাদিত ছিল না, নিদ্রাকালে বক্ষস্থলের উপরে তাহা পতিত হইয়াছিল, এজন্য গতযুদ্ধে তদুপরি তিনি যে যে স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তাহার রক্তবর্ণ কোমল দাগ গুলিন ঐ সিপাহীর নেত্রগোচর হইলে, সে মনে যোগ পূর্ব্বক তাহা দর্শন করতঃ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, কি দুর্বিপাক! বক্ষঃস্থল হই-

তে আমি ইহাঁর হস্ত সরাইতে না পারিলে কোন মতেই এই ভয়ানক ছুরিকা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। নিস্তব্ধ হইয়া সে এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে অতিশয় বিমর্ষযুক্ত হইল, এবং মনে করিল, ধিক! আমি ধনলোভে মত্ত হইয়া প্রভুর আজ্ঞায় এতাদৃশী মনোমোহিনী কামিনীর প্রাণবধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আর গত যুদ্ধে রাণী যে সকল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাহাও তাহার স্মৃতি পথে আইলে, নিধনকারী ঐ ছোরাখানি হস্তমধ্যে ধারণ করিয়া সে আর রাখিতে পারিল না, হঠাৎ তাহা ভূমিতলে পতিত হইয়া গেল। তৎ শব্দে নুরজাঁহানের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি তাম্বুর মধ্যে এক জন দস্যু দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন, কম্পান্বিত কলেবর সত্বর গাত্রোত্থান করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অবসন্না হইলেন না, বরং ঘৃণা করতঃ "ঐ সিপাহীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যথা। ওরে নরাধম গুপ্ত হন্তা! আমি তোর মনোভিলাষ উপলব্ধি করিয়াছি, নুরজাঁহান তোর পাপ স্পৃষ্ট ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ হইতে অপ্রস্তুতা নহে, ওরে দুরাত্মা আমাকে আঘাত কর, ইহা বলিয়া তিনি আপনার বক্ষস্থলের বস্ত্র খুলিয়া দিলেন। এই কথাতে সিপাহী বড়ই অপ্রতিভ এবং

বিমর্ষযুক্ত হওত তাঁহার পদানত হইল, আর বিনীত ভাবে সেই ভূমিতলস্থিত অস্ত্রখানি দেখাইয়া সে রাণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পাটেশ্বরী নুরজাঁহান! কুঅভিলাষ প্রযুক্ত আমি আপনাকার সমীপে অতিশয় অপরাধী হইয়াছি, কারুণ্য ভাব প্রকাশ করিয়া আপনি আমার এই মহদ্দোষের ক্ষমা করুন, নিজ ইচ্ছাতে আমি যে আপনকার তাম্বুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া হত্যারূপ জঘন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কদাচ আপনি এমন বিবেচনা করিবেন না, আমি দীনহীন পরের আশ্রিত, পরের ইচ্ছা সম্পন্ন করণের উপায় স্বরূপ হইয়া এই গর্হিত ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছি।

রাজ্ঞী সুশীল ভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ সিপাহীকে কহিলেন, ওরে পরপালিত সিপাহী! তুই আমার নিকট হইতে বিদায় হও। আপন নিয়োগকর্ত্তাকে গিয়া বল, যে তোমার কর্ত্রী র জনহিষী কি প্রকারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহা উত্তমরূপ জানেন। কিন্তু অত্যাপরাধি লোকের প্রতি যে ন্যায় পরতা প্রাকাশ করা বিধেয় আমি সেই ন্যায় বিচার তাহার কাচ চাক্তি গুপ্ত ছুরিকা দ্বারা একজনকে বিদ্ধ করা দুঃশীল অত্যাচারীর কর্ম্ম, কোনমতেই তাহা ন্যায়বান পুরুষের কর্ম্ম নহে। আমি তাহার করতলস্থিত আছি, তাহার কোন স-

ন্দেহ নাই, এজন্য নীচব্যবহার দ্বারা আমার প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করা কোনমতেই তাহার উচিত নয়, সাহসী এবং উত্তম লোকে যেরূপ আপনাদিগের শক্তি প্রকাশ করে, আমার প্রতি সেইরূপ ন্যায্য শক্তি প্রকাশ করাই তাহার কর্ত্তব্য।

অনন্তর মহবত খাঁ নিজ প্রেরিত সিপাহীর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়াতে তাহার মনোদুঃখের আর পরিসীমা রহিল না, অতএব তিনি জাহাঙ্গীর বাদসাহের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, রাজমহিষীর বধার্থ আপনাকে এক অনুজ্ঞা পত্র প্রকাশ করিতে হইবে, ঐ দুষ্টা স্ত্রী জীবিতা থাকিতে এই ভারত্রাজ্যের কোন মঙ্গল হইবে না। ইহা শুনিয়া বাদসাহ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, রাণীর কথাতে সেনাপতির প্রতি আমি অনেক গর্হিত ব্যবহার করিয়াছি, এ ব্যক্তি যে প্রার্থনা আমার নিকটে করিতেছে, তাহা বড় একটা অন্যায় নহে, ইহার কথা অবহেলন করা বৃথা, কেননা আপত্তি করি এমন আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। কিছু দিন পর্য্যন্ত রাণীর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে বাদসাহ এক প্রকার তাঁহার রূপ লাবণ্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ নির্দয় মৃত্যুসূচক পত্র

তাঁহার হস্তে আনিয়া দিলে, তিনি অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে আপন নাম স্বাক্ষর করিলেন। এই ভয়ানক বার্ত্তা রাজমহিষীকে শ্রবণ করাইলে পর, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র আক্ষেপ না করিয়া কহিলেন "কারারুদ্ধ রাজারা জীবনের সঙ্গে আপনাদিগের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারায়। অতএব যে মহারাজ আমার এই মৃত্যু সূচক পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহাতে আপনার মোহর দিয়াছেন, জন্মেরমত তাঁহাকে একবার আমি দেখিতে ইচ্ছা করি, দেখা-হইলে অশ্রুবারিদ্বারা আমি তাঁহার সেই নির্দয় হস্ত সম্পূর্ণ রূপে ধৌত করিয়া ফেলিব"। এই কথা বলনের তাৎপর্য্য এই, জাহাঙ্গীর বাদসাহের যে স্ত্রৈণ স্বভাব তৎপত্নী নুরজাঁহান তাহা উত্তমরূপে জানিতেন, তিনি মনে করিলেন আমাকে দেখিলে অবশ্যই মহারাজার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইবে, অতএব তিনি কখনই এমত নিদারুণ কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিবেন না। তাম্বুর মধ্যে বাদসাহ মহবতখাঁ এবং তাঁহার অন্যান্য অনুচর বর্গ একত্রে সভা করিয়া বসিয়াছেন, এমত সময়ে একজন ভৃত্য যাইয়া মহারাণীর পূর্ব্বোক্ত আবেদন জানাইল, তৎশ্রবণে সকলেই আপনাপন সম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিল, রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে রাণী যদি বড়ই সন্তুষ্টা হন, তবে

তাঁহার এখানে আসিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দুর্ভাগ্যবতী নুরজাঁহান মনে মনে বিবেচনা করিলেন, উত্তম পরিচ্ছদ এবং বেশভূষাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া মহারাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাই বিধেয় অস্তিমকালে উপস্থিত ব্যক্তির জাঁক জমকে কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এই বিবেচনাতে তিনি শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার রূপ লাবণ্য যেন অতিশয় বর্দ্ধিত হইল, ভৃত্যগণ এক পরমসুন্দর চতুর্দোলার মধ্যে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া তাম্বুস্থিত বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিল। মনোদুঃখে রাজমহির্ষী অধোবদনা হইয়া গজেন্দ্রগামিনীর ন্যায় আস্তে আস্তে মহারাজার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, আহা! ইহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কত শোভাই বা হইয়াছিল। যাহা হউক ঐ ভাগ্যহীনা রমণী পতির সম্মুখে যাইয়া একটী মাত্র কথা কহিলেন না, কেবল মহারাজার দক্ষিণ হস্তটী দৃঢরূপে ধরিয়া আপন বক্ষঃস্থলে রাখিলেন। এই মৃদুভাবাপন্ন গম্ভীর আবেদনে জাহাঙ্গীর বাদসাহ অতিশয় শোকান্বিত হইলে, ধারাবাহিক অশ্রু তাঁহার নয়ন হইতে নির্গত হইয়া গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িল, বহুকালের প্রেমাস্পদ

ঐ কামিনীর হস্ত আপন বক্ষস্থল হইতে উঠাইয়া তিনি মহবত খাঁর প্রতি অভিমুখ করতঃ বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাবল পরাক্রান্ত সেনাধিপ! তুমি কি আমার প্রাণতুল্য এই কামিনীর জীবনকে অব্যাহতি দিবে না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার জনিত ভূপতির দুঃখে মহবত খাঁ অতিশয় দুঃখান্বিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিল" মহারাজ! মোগলাধিপতি সম্রাটের প্রার্থনা কখনই নিরর্থক হইবে না"।

এই কথা কহিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক মহবৎ খাঁ রক্ষক সৈন্যদিগকে দূরে যাইতে কহিলে, তাহারা রাজমহিষীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, তাহাতে রাণীও পুনর্ব্বার স্বাধীন হইলেন। সেই দিন অবধি সেনাপতি কৃত অপরাধ তিনি এক দিনের জন্যেও ভুলেন নাই, নিরন্তর উহা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তিনি তাহার প্রতিফল প্রদানে একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। কোন চিহ্নেতেই মহবত খাঁ এই আন্তরিক শত্রুতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, কি প্রকারেইবা তাঁহার সন্দেহ হইবে? রাণী তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই প্রফুল্ল বদনে বিনীত ভাবে কথোপকথন করিতেন, পরমাত্মীয় বন্ধুকে লোক কত সমাদর করে, নিরন্তর দেখাই-

লেই রাণী তাঁহার অতোধিক সমাদর করিতেন। অতএব ঐ সেনাপতি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, তাবৎ সৈন্যই আমার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করে, বিশেষতঃ রাজপুত সৈন্যগণ আমারবাধ্য এবং বিশ্বস্ত, উহারা থাকিতে আমার রক্ষারবিষয়ে অত্যাচার করিয়া কেহ যে কোন অনিষ্ট করিবেন, কিছুতেই আমার এমন আশঙ্কা হয় না, আর অপকারেরেই বা সম্ভাবনা কি! আমি নুরজাঁহানকে মুক্ত করিয়া জাহাঙ্গীর বাদসাহের প্রতি অনেক বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছি, সেই জন্য রাণীও আমার সহিত সৌহার্দভাব প্রকাশ করিয়া সদ্ব্যবহার করিতেছেন, ভবিষ্যতে গোপনে কোন কুমন্ত্রণা করিয়া যদি ঐ দুষ্টা স্ত্রী আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, বোধ হয় মহারাজা তাহা কখনই করিতে দিবেন না, সে যত পারে আমার অনিষ্ট ইচ্ছা করুক, তাহাকে আমার কিছুমাত্রভয় নাই। কিন্তু ওকি সামান্যা নারী যে অশ্রদ্ধা করিয়া মহবত খাঁ পার পাইতে পারিবেন, একে কারারুদ্ধা হইয়া রাণী বিশিষ্টরূপে অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার সেনাপতি বিস্তর তাঁহাকে কটুবাক্য কহিয়াছেন, প্রতিফল দিতে না পারিলে কিছুতেই তাঁহার এ মনোদুঃখের শান্তি হইবেনা, বিশেষতঃ বাল্যকাল পর্য্যন্ত রাজপ্রিয়া

অত্যন্ত অভিমানিনী এবং প্রগল্‌ভযুক্তা ছিলেন, সেনাপতির কুব্যবহারে লোক সমাজে তাঁহার অতিকলঙ্ক হইয়াছে, তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাটী পর্য্যন্ত আহতা এবং কারারুদ্ধা হইয়াছে, পুরুষ অপেক্ষাও সাহসবতী রমণী এতাদৃশ অপমান কি প্রাণ ধারণ করিয়া সহ্য করিতে পারে? যুদ্ধকালে তাঁহার তনয়া যে অত্যল্প আহতা হইয়াছিল, সে ঘা কিছু তখন পর্য্যন্ত ছিলনা, তথাপি প্রাকৃতিক মাতৃস্নেহ বশতঃ জননী নিজ সন্ততির গাত্রমধ্যে ঐ ঘায়ের দাগ দেখিলেই, প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তাঁহার ক্রোধ এবং মনোদুঃখ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিত। কিরূপে প্রতিফল দিয়া আপন অপমানকারীর অপমান করিতে পারেন? দিবানিশি এই চিন্তায় রাজ্ঞী কালযাপন করেন, ছয়মাস পর্য্যন্ত তিনি আর কোন কর্ম্মই করিলেন না, কেবল নহবত খাঁকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত গোপনে সুযোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে ঐ হতভগ্য সেনাপতির মনে এক দিনের নিমিত্তেও কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। তিনি মহারাজা এবং মহারাণীর প্রকাশ্য বন্ধুত্ব হেতু একেবারে বিমোহিত হইয়া সকলই ভুলিয়াগিয়াছিলেন. কিন্তু এই অবিশ্বস্ত আত্মীয়তা ভবিষ্যতে যে তাহার

সর্ব্বনাশের মূল কারণ হইবে, ইহা তাহার একদিন ও পনুভব হয় নাই।

একদিন প্রাতঃকালে মহবত খাঁ নিজরীত্যনুসারে বাদসাহের সম্বর্দ্ধনার্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছিলেন, জনকয়েক অস্ত্রধারী অনুচর ব্যতিরেকে সঙ্গে অনেক সৈন্য সামন্ত ছিল না, পথটা অতি সঙ্কীর্ণ, এমত সময়ে হঠাৎ দুই পার্শ্ব হইতেই তিনি একবারে আক্রান্ত হইলেন। ঐ পথের দুই পার্শ্বে যে সকল গৃহস্থের বাটী ছিল, তন্মধ্যে অনেক বাটীর জানালা দিয়া নগরস্থ লোক সকল তাহার প্রতি গোলাগুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। সে নাযোগের আর পরিসীমা নাই, মহবত খাঁর অনুচর গণ অস্ত্রাদিতে ভূষিত, এজন্য ঐ আক্রমণকারীরা বড় একটা প্রবল হইতে পারিল না, অনুচরগণ তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্য স্থলে রাখিয়া সত্বর পলায়ন পূর্ব্বক আপনাদের প্রাণরক্ষা করিল। আক্রমণকারী দিগের মধ্যদিয়া পলায়ন করা বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে, তদ্দ্বারা সেনাপতির তাবৎ লোকেই হত এবং আহত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিজে কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, এই ষড়যন্ত্র এতাদৃশ সুকৌশলে সম্পন্ন হয় যে পূর্ব্বে যে কয়জন ব্যক্তিকে মহারাণী এই ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,

ভদ্ব্যতীত অন্য কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। ক্রমশঃ কাবুলদেশে নির্দয়তা বড়ই বিস্তারিত হইল, বাদসাহের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত মহবত খাঁ যে পাঁচশত লোককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নগরস্থ লোকগণ তাহাদিগকে একেবারে আক্রমণ করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাহাদের সকলকেই নিহত করিয়া ফেলিল। রাজ্ঞীর মন্ত্রণা দ্বারা ঐ রাজ্যের প্রজাবর্গ এমনি ক্রোধান্ধ হইয়াছিল, যে সে দিন নগরের বহির্ভাগে সেনাপতির তাম্বু না থাকিলে তাহারা তাহার প্রাণ বিনাশ করিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেনাপতি এই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কোপান্বিত হইয়া দুর্বৃত্ত অত্যাচারী দিগকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষী আপনার কল.কৌশল সকলই ব্যর্থ হইল দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বিষম বিপদে পড়িতে হইল, নিশ্চয় বোধ হইতেছে এবারে আমার প্রাণপর্য্যন্ত যাইবে। নগরস্থ লোকেরাও কোপান্বিত, সেনাপতির আয়োজন দেখিয়া বোধ করিল, মহবত খাঁ আমাদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত এতদ্রূপ উদ্যোগ করিতেছে, ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহারা নগরের জনকয়েক প্রধান

লোককে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিয়া নিবেদন করিল, আপনি যদি শান্তমূর্ত্তি হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের সকলের দোষ মার্জ্জনা করেন, তবে যে যে ব্যক্তি দ্বারা এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, যাহারা ইহার মূল কারণ তাহাদের সকলকেই আমরা আপনকার নিকটে উপস্থিত করিয়া দিব। পূর্ব্বেই মহবত খাঁর সন্দেহ হইয়াছিল, প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়া কাবুল নগরের লোকেরা যে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং আমার নিযুক্ত রাজরক্ষক দিগকে যে তাহারা একেবারে নির্ব্বংশ করিয়াছে নূরজাঁহান রাজমহিষী এ সমুদায় নৃশংস ব্যাপারের মূল কারণ তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাক্যে এরূপ তিনি কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না, বরং নগরস্থ লোকদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া তিনি একেবারে শপথ করিলেন, আমি কাবুল নগরের ভিতরে কখনই প্রবেশ করিব না। এইরূপে ঐ দুষ্কর্ম্মকারী দিগের প্রধান ব্যক্তিদিগকে তিনি দণ্ড প্রদান করিলেন, ও পরদিন প্রাতঃকালে বাদসাহকে সঙ্গে লইয়া কাবুলের সীমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাহোর যাত্রা করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ সেনাপতির মনে উদয় হইল, আমি নিজ কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া

জাহাঙ্গীর বাদসাহকে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করিব। কি জন্য হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত প্রতিজ্ঞা তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা সুকঠিন। বোধ হয় মহবত খাঁ বিবেচনা করিলেন, রাজ্য লইবার ইচ্ছা আমার এক দিনের জন্যেও হয় নাই, শত্রুদিগকে দণ্ড প্রদান করিয়াছি, কুব্যবহার করিয়া যাহারা আমাকে দুঃখ দিয়াছিল, তাহাদিগকেও যথাবিহিত রূপে আমি প্রতিফল দিয়াছি, জাহাঙ্গীর বাদসাহকে আমি যে সকল দুঃখ দিয়াছিলাম, তিনি আর তাহা মনে করেন নাই, সকলই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন; অতএব বহু সঙ্খ্যক সৈন্য রাখিবার আর প্রয়োজন কি? তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া মহারাজকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করাই কর্ত্তব্য কেবল জনকয়েক অনুচর আমার সঙ্গে মাত্র থাকুক। মনোগত এই অভিপ্রায় সেনাপতি শীঘ্র সম্পন্ন করিলেন, নুরজাঁহান মহবৎখাঁর এতাদৃশ বদান্যতার কথা শুনিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইলেননা, বরং স্থির করিলেন, বিদ্রোহীকে দমনার্থ পূর্ব্বে আমি যে যে কৌশল করিয়াছিলাম। সে সকলই নিরর্থক হইয়াছে, এই সুযোগ দ্বারা আমি তাহাকে উত্তম রূপে প্রতিফল দিতে পারিব। এই

বিবেচনায় তিনি স্বীয় ভর্ত্তা বাদসাহ মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া আবেদন করিলেন, প্রাণনাথ! আমি মহবত খাঁ কর্ত্তৃক যেরূপ অপমানিত হইয়াছি, তাহা আপনকার অবিদিত নাই, দুরাত্মা আমার প্রাণ দণ্ড করিবার নিমিত্ত মৃত্যু সূচক পত্রে আপনাকে স্বাক্ষর করিতেও বাধ্য করাইয়াছিল, অধিক কথা কি বলিব, জঘন্য কারাগৃহেও আমাদিগকে বসতি করিতে হইয়াছে, অতএব করুণা প্রকাশ করিয়া এ অধিনীর একটী নিবেদন সম্পন্ন করিতে হইবে। আপনি মহবৎখাঁর মৃত্যুসূচক পত্র এক খানি স্বাক্ষর করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ করিয়া দিউন।

তিনি আরও বলিলেন, হে নাথ! আপনি বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি ভূপতিকে আপন করতলস্থিত করে সে কেমন ভয়ানক প্রজা; সে আপন প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে, পুনর্ব্বার সে অবনত হইয়া কাল্পনিক অধীনতা স্বীকার করিলে তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করাতে কি রাজদণ্ডের প্রভাব বৃদ্ধি হয়? এতাদৃশ দুঃসাহসী লোককে দণ্ড প্রদান করিলে লোক সমাজে আপনার বল বীর্য্য বিষয়ে, বল দেখি, কি বোধ করিবে?

জাহাঙ্গীর রাজমহিষীর এই রূপ স্বার্থ পরতা

এবং স্নেহভাবের কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং মনে করিলেন, রাণীর কথাতেই পূর্ব্বে আমি মহবতখাঁর প্রতি অতিশয় কুব্যবহার করিয়াছি, এ ব্যক্তি অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াও আমার প্রতি তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচার করে নাই, অতএব রাজরাণীকে ধমক্ দিয়া কহিলেন, চুপকর তুমি আর আমাকে এমন কথা কখনই কহিও না।

মহারাজার এই কথাতে নুরজাঁহান কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না বটে, কিন্তু নিজবাসনা পরিত্যাগ না করিয়া বরং তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহবৎ খাঁ দেখিলেন রাজ সভাতে থাকিলে আমার পক্ষে মঙ্গল হইবে না, রাণীর কুমন্ত্রণাতে দুষ্টলোকেরা বারম্বার আমার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেছে, অতএব গোপনে পলায়ন করাই বিধেয়। এই বিবেচনাতে তিনি লাহোর পরিত্যাগ করিয়া পলাতক হইলে পর মহারাণী স্থানেং প্রণিধি অর্থাৎ গোএন্দা পাঠাইয়া কহিলেন, সর্ব্ব বিধায় যত্ন করিয়া তোমরা দুরন্ত সেনাপতিকে ধরিবার চেষ্টা কর, কিন্তু দূর দেশে পলায়ন দ্বারা তিনি তাহাদের হস্ত হইতে এক প্রকার মুক্ত হইয়াছিলেন। কি পরিতাপ! যে ব্যক্তি মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য দ্বারা পরিভূষিত হইয়া অজেয় শত্রু-

দিগকেও জয় করিয়াছে, সে এখন প্রাণরক্ষার ভয়ে শঙ্কুচিত হইয়া একাকী দেশ দেশান্তর পলায়ন করিয়া বেড়াইতেছে। মহবতখাঁ আপনার সমুদায় বিভব পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী রাজ্যমধ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, লোক প্রেরণ পূর্ব্বক রাণী তাহার তাবৎ ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিয়া রাজকোষ মধ্যে তাহা সংস্থাপিত করিলেন, আর সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন, সেনাপতি রাজবিদ্রোহী, যে ব্যক্তি তাহাকে ধৃত করিয়া শিরশ্চেদন পূর্ব্বক তাহার মস্তক আমাকে আনিয়া দিতে পারিবে, রাজকোষ হইতে বিপুল অর্থ তাহাকে আমি পারিতোষিক প্রদান করিব। বাদসাহ এবং উজীর মহাশয় সরল চিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি রাজমহিষীর এতদ্রূপ বিদ্বেষ এবং কুব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। উজীর মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যৎকালে রাজপক্ষীয় সৈন্য দিগকে পরাভব করিয়া সেনাপতি আমাদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎকালে আমি অনুমান করিয়াছিলাম, না জানি তিনি আমাদিগকে কতই দুঃখ দিবেন, কিন্তু উদার চিত্ত সেনাপতি কিছুই দৌরাত্ম্য করেন নাই, বরং সৌহার্দভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগের সহিত বড়ই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

ছি, ছি, এতাদৃশ লোকের উপরে শত্রুবৎ অত্যাচার কর। ভগিনী নুরজাঁহানের কি উচিত! মহারাজা তাঁহার মৃত্যুসূচক অনুজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন, মহবত খাঁ কারুণ্য ভাব প্রকাশ করিয়া যদি তখন ভগিনীকে না মুক্ত করিয়া দিতেন, তবে সে দিনে একেবারে তাঁহাকে যমালয় যাইতে হইত। ধিক কেন বিবেচনায় আমার ভগিনী এমন হিতকারী বন্ধুর প্রতি ধাবমান হইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যতা হইয়াছেন।

সেনাপতির নানাবিধ গুণ স্মরণ করিয়া আসিফ মনে মনে আরও বলিতে লাগিলেন, মহবত খাঁর তুল্য যোদ্ধা আমি এই ভারতবর্ষে আর এক জনকেও দেখি না, সে ব্যক্তি দেশের এক পরম হিতকারী বন্ধু, এই ভারদ্রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি কিনা করিয়াছেন, লোকে তাহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত করে করুক, কিন্তু আমি এমন কথা কখনই বলিতে পারিব না, কেননা আমি উত্তমরূপে জানি, বারম্বার রাজমহিষী তদুপরি অযাথার্থিক অহিতাচার করিয়া তাহাকে উপদ্রবী হইতে বাধিত করিয়াছিলেন। আহা এতাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজ্য এবং পদচ্যুত করিলে দেশের যে কতই অনুপকার হইবে তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, বেশ বোধ হইতেছে

যে বাদসাহ মহাশয় কিছুতেই এতদ্রূপ ক্ষতি সংপুরণ করিতে পারিবেন না। উজীরের মনের কথা মনেই রহিল, রাজ্ঞীর ভয়ে তিনি এই সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, লোভ এবং হিংসা রিপুর বশ বর্ত্তিনী হইয়া ভগিনী নুরজাঁহান আরও কত অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন, তাহা বলিয়া উঠা সুকঠিন, অতএব বাধা দিবার সময় এক্ষণে অতীত হইয়াছে, অনর্থক মনোদুঃখে কেন মিছা কালযাপন করি। অপর যদিও মহবৎখাঁ তাহার মৃত্যু সূচক পত্র প্রকাশ হইলে, নিরাশ্রয়ী মনুষ্যের ন্যায় দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া কালহরণ করিতেছিলেন, তথাপি এই দুরবস্থা হেতু তাঁহার মনের মালিন্য এক দিনের জন্যেও হয় নাই, অসীম ক্ষমতার সময়ে তাহার যেরূপ মহত্ব এবং গাম্ভীর্য্য ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ আছে, তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

উজীর কোন সুযোগে মহবৎখাঁর নিকটে এক খানি পত্র লিখিয়া কহিলেন, তুমি তোমার চিরদিনের বন্ধু। ইহাতে কিছুমাত্র দ্বিভাব নাই, প্রাণ থাকিতে তব কৃত উপকার আমি কখনই ভুলিতে পারিব না, নিশ্চয় কহিতেছি একবার যদি কোন প্রকারে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে পার তবে বড়ই ভাল হয়, উভয়ে উভয়ের কথা শুনিয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহার বিবেচনা করিতে পারি। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া সদাশয় সেনাপতি মনে২ স্থির করিলেন, মন্ত্রীবর গোপন আশ্রয় প্রদান করণে আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, উনি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু তাহার কোন সন্দেহ নাই; এতাদৃশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ করিয়া কথোপকথন করা বিধেয়। এই বিবেচনায় সেনাপতি অশ্বারোহণ করিয়া দুইশত ক্রোশ পথ ভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যার পরই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আইলেন। তৎকালে দিল্লী এবং লাহোরের অন্তঃপাতি পথিমধ্যে উজীর মহাশয়ের তাম্বু স্থাপিত ছিল; মহবতখাঁ ছদ্মবেশে এক সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া তাম্বুর যে ভাগে মন্ত্রীবরের অন্তঃপুর ছিল তাহার দ্বারে দণ্ডায়মান হওত খোজাকে কহিলেন, আমি তোমার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি, তুমি অগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে গিয়া বল, একজন পলাতক বন্ধু আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, খোজা এই কথা আপন প্রভু মন্ত্রীবরের সম্মুখে কহিলে তিনি আজ্ঞা দিলেন, তুমি তাহাকে ভিতরে লইয়া আইস। এইরূপে সেনাপতি তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিলে পর আসিফ তাহার দূরবস্থা

সাপনে অভিশাী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কতই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং বন্ধুর হস্ত ধরিয়া অন্তঃপুরের মধ্যবর্ত্তী একটী গোপন স্থানে লইয়া গেলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্তর বাক্যালাপ করণানন্তর মহবত খাঁ মন্ত্রীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন্ধু এতাদৃশ দুরবস্থাতেও আমি একেবারে অবসন্ন হই নাই, সাজেহানকে সিংহাসনে স্থাপিত করিবার নিমিত্ত আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, ইহাতে আপনকার মত কি! এই কথা শ্রবণ করিয়া আসিফের আনন্দের আর পরিসীমা নাই, কেননা সাজেহান শুদ্ধ তাহার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না, পরিবারাদি সম্পর্কেও তিনি তাহার বিশেষ আত্মীয় ছিলেন।

এই কথোপকথনের ফল ক্রমে রাজ্যের সকল স্থানেই ব্যাপিল, জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র করিম নামা যুবরাজ যে সিংহাসনারূঢ় হইবেন, এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে রাজ্যস্থতাবৎ লোকেই তাঁহার সপক্ষ হইয়া উঠিল, পূর্ব্বে এই ব্যক্তি দুই বার বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যবলে এবার তাহাকে কিছুই করিতে হইল না, অল্প দিনের মধ্যে জাহাঙ্গীর বাদসাহ পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে দেশীয় লোকদিগের মধ্যে বিবাদ কলহ আর কিছুমাত্র রহিল না, অনায়াসেই ঐ করিম নাম্না যুবরাজ

জাহাঙ্গীর নাম প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন। রাজমহিষী সেই দিন অবধি রাজকার্য্য বিষয়ক আর কোন সংবাদ লইতেন না, সংসারের তাবৎ কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে নিরবচ্ছিন্ন পরিবারাদির সহিত সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া ঐ মহাসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ত্তৃত্বও একেবারে অপলুপ্ত হওয়াতে দাম্ভিক স্বভাব প্রযুক্ত তিনি রাজ্য মধ্যে শৌর্য্য বীর্য্যবান্ আর এক অন্য ব্যক্তির অধীন, ইহা লোকসমাজে দেখাইতে চাহিলেন না, অবশ্য যে নারীর এই ভারতবর্ষে অসীম ক্ষমতা ছিল, সে এতাদৃশ ক্ষুদ্রতা কিরূপে সহ্য করিতে পারে, তিনি রাজকার্য্য বিষয়ে আপনি আর কোন কথাই কহিতেন না, এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেও তাহার সাক্ষাতে কোন কথা কহিতে দিতেন না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রূপ যৌবন এবং বুদ্ধিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, অর্থাৎ যুবাকালে তাঁহার যে রূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য এবং সুতীক্ষ্ণ মানসিক শক্তি ছিল, বৃদ্ধকালে মানবীলীলা সম্বরণ করা পর্য্যন্ত তাঁহার সেইরূপ অবস্থা ছিল, কিছুতেই কিছুরই ম্লানতা হয় নাই।

আহা! নূরজাঁহান এই আর্য্যাবর্ত্তস্থ লোকদিগের এক প্রকার অভিমান স্বরূপ, কারণ যে দেশে রাজা আমীর এবং অন্যান্য সমুদায় প্রধান লোকেই স্ত্রীজাতির উচ্চপদ বিষয়ে অক্ষম এবং অযোগ্য বোধ করে, রাজকীয় কোন কর্ম্মই প্রায় তাহাদিগকে অধিকার দেয় না, বুদ্ধিবলে তিনি সেই দেশের তাবৎ রাজ্যভারই নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, অধিক কথা কি বলিব, তত্তুল্য ক্ষমতা সে সময়ে বাদসাহের পর্য্যন্ত ছিল না। জাহাঙ্গীর বাদসাহের দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল, ইহা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ বিদ্যা বুদ্ধি উভয় বিষয়ে রাণীর সহিত তাঁহার স্বামী ভূপাল মহাশয়কে তুলনা করিতে হইলে, তিনি নিজ ভার্য্যা নুরজাঁহানের নিকটে কখনই সমতুল্য হইতে পারিবেন না, পত্নী বুদ্ধি বৃত্তি এবং তেজযুক্ত স্বভাব হেতু তদপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠতরা হইবেন। ঐ রমণী শুদ্ধ কোন বিষয়ের কল্পনা করিয়া সন্তুষ্টা থাকিতেন না, সর্ব্ব প্রযত্নে যাহাতে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহার বিহিত চেষ্টা করিতেন, স্থির প্রতিজ্ঞা সহকারে তিনি সমুদায় হিন্দুলোকদিগকে এমনি সুশাসন করিয়া ছিলেন, যে ভয়ে কোন রাজারও তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

সকল কর্ম্মেই তিনি আপন রিপুকে প্রবল দেখা-ইয়াছেন,তথাপি তাঁহার সতীত্বের বিষয়ে কেহ কখন কিছু বলিতে পারে নাই,যাবজ্জীবন তিনি পতিপ-রায়ণা হইয়া পরম সুখে পতির সহিত কালযাপন করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নি-র্জন বাসের সময়ে তিনি গোলাপফুল নিষ্পীড়ন করতঃ আতর নামা মনোহর গন্ধ দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জগৎস্থ ভাবলোকেই ঐ অমূল্য সৌ-রভের নিমিত্ত তন্নিকটে ঋণী হইয়া রহিয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের মৃত্যুর অষ্টাদশ বৎসর পরে ঐ জগৎ বিধাতা নুরজাঁহানের পরলোক হইয়াছিল।

---

সমাপ্ত।

# VERNACULAR LITERATURE SOCIETY.

## অনুবাদক সমাজ।

### বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। এই নিয়ম এক জনের এবং একবারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহাকেই উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

১ ম। পুস্তকখানি সুনীতি সম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২ য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।

২ দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।

৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।

৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।

৫ শিল্পবিদ্যা। ৬ শিক্ষাবিধান।

৭ জীবন চরিত। ৮ নীতি গর্ভ গল্প।

৩ য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪র্থ। পুস্তক খানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠার সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১০০ এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়।

৫ ম। যে পুস্তকের নিমিত্ত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা যাইবেক, সেই পুস্তক অনুবাদক সমাজের সম্পত্তি হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ ষ্ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন গ্রন্থকারকে সেই রূপ করিতে হইবেক। কিন্তু সকল গ্রন্থকারেরাই তাঁহাদিগের ইচ্ছামত যন্ত্রালয়ে কেবল প্রথমবার আপন আপন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে ২০০০ দুই সহস্র পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার ৫০ পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হইবেক না।

ই, বি, কাউয়েল।

বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটির সেক্রেটরি।

# BENGALI FAMILY LIBRARY

## গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ।

### বিজ্ঞাপন।

১ম। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকটীকৃত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল, গরাণহাটার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১ সঙ্খ্যক সমাজের পুস্তকাগারে, মাণিকতলা ষ্ট্রিট নং ৪৬।৪৭ সহকারি সম্পাদকের বাটীতে, স্কুলবুক সোসাইটী, রোজারু কোম্পানি এবং কলিকাতাস্থ আর২ পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ব করিয়া লইবেন।

| | পৃষ্ঠা। | মূল্য |
|---|---|---|
| রবিন্সন্ ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বারখানি চিত্রযুক্ত .... .. | ৩২৬ | ।৵০ |
| পাল এবং বর্জ্জিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত চিত্রদ্বয় যুক্ত .. .. | ২৫৫ | ।৵০ |
| সেক্সপিয়র কৃত গল্প.. .. .. | ১১২ | ৶০ |
| মনোরম্য পাঠ .. .. .. | ১১৪ | ৶০ |
| রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র .. | ৬৩ | ৵০ |
| বৃহৎকথা .. .. .. | ১০৯ | ।০ |
| হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বরং এক চিত্রযুক্ত | ৫৪ | /১৫ |
| পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা, ও নায়ক শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা এক চিত্রযুক্ত .. .. .. | ৩০ | /০ |

| | | |
|---|---|---|
| ছোট টৈকল্লাস এবং বড় টৈকলাস | ২৫ | /০ |
| চকমকি বাক্স, অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র, এক চিত্রযুক্ত | ৩০ | /০ |
| মৎস্যনারী উপাখ্যান .... .. | ৭৮ | ৵৫ |
| চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর গল্প .. | ২৮ | /০ |
| নুরজাঁহান রাজ্ঞীর জীবন বৃত্তান্ত .. | ১৮১ | ।/০ |

এলিজিবেথ।
অহল্যা হুডিডর।।
বায়ু চেতুউরের আখ্যায়িকা।
জাহানিরার চরিত্র।
} ত্বরায় প্রকটিত হইবে।।

২য়। এই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছে, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, সাধারণের উপকারার্থে তদপেক্ষাও অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

৩য়। উক্ত পুস্তক সকল যাঁহারা একবারে অধিক সংখ্যক ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিসন দেওয়া যাইবেক।

শ্রী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের
সহকারি সম্পাদক।

BENGALI FAMILY LIBRARY.

# গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

## বিজ্ঞাপন।

১ম। নিম্ন লিখিত, স্কুলবুক সোসাইটী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের পুস্তক সকল, [ অনুবাদক সমাজের স্থাপিত ] গরাণহাটার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৩।১ সঙ্খ্যক, গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তকাগারে বিক্রয় হইয়া থাকে। যাঁহার প্রয়োজন হয় ক্রয় করিয়া লইবেন।

২য়। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সাধারণ পুস্তক বিক্রেতা মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, তাঁহারা এই সকল পুস্তক গ্রহণ করিলে, ইহার কমিসন বা ডাকের মাশুল কিছুই দেওয়া যাইবেক না।

| | |
|---|---|
| সভ্য ইতিহাস সার | ৸০ |
| অভিধান | ৸০ |
| সার সংগ্রহ | ॥০ |
| পশ্বাবলি | ॥৵০ |
| ভূমি পরিমাণ বিদ্যা | ৸৵০ |
| বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ | ।৶০ |
| বঙ্গদেশের ইতিহাস | ৸০ |
| কীথ সাহেবের ব্যাকরণ | ৵০ |
| রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ | ।০ |
| ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ | ।৵০ |
| উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গণিতসার | ।৵০ |
| ...রন সাহেবের গণিতাঙ্ক | ।০ |
| ...ম সাহেবের অঙ্ক পুস্তক | ৵০ |

কিন্তু কলিকাতা হইতে গ্রহণ করিলে ডাকের মাসুল তাঁহাদিগকে দিতে হইবেক।

| | |
|---|---|
| বঙ্গভাষা বর্ণমালা .. .. | ৴০ |
| বর্ণমালা প্রথম ভাগ .. .. .. | ৴০ |
| বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ .. .. .. | ৴১০ |
| জ্ঞান দীপিকা .. .. .. .. | ৵০ |
| নীতি কথা প্রথম ভাগ .. .. .. | ৴০ |
| ঐ দ্বিতীয় ভাগ .. .. | ৴০ |
| ঐ তৃতীয় ভাগ .. .. | ৴৫ |
| মনোরঞ্জন ইতিহাস .. .. .. | ৴১০ |
| পত্র কৌমুদী .. ... .. .. | ৶০ |
| অদ্ভুত ইতিহাস, জঙ্গিস খাঁর বৃত্তান্ত .. | ৴১০ |
| ” সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয় .. | ৴০ |
| ” তৈমুর লঙ্গের বৃত্তান্ত .. | ৵১০ |
| ” উইলিয়ম টেল .. : | ৴০ |
| স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক .. .. .. | ৵০ |
| পিয়ার্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত .. .. | ।৵০ |
| শিশু পালন .... .. .. | ॥০ |
| গোপাল কামিনী . .... .... | ॥০ |
| সত্য চন্দ্রোদয় .... .. .. | ॥০ |
| মনোহর উপন্যাস .. .. .. | ।০ |
| রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত .. .. | ॥০ |
| দশকুমার .. .. .. .. | ১৲ |
| ভূমণ্ডলের মানচিত্র .. .. .. | ৬৲ |
| ভারতবর্ষের মানচিত্র .. .. .. | ৪৲ |
| চপলা চিত্ত চাপল্য নাটক .. .... | ॥০ |

৩য়। বিবিধার্থ সংগ্রহ, অর্থাৎ পুরাবৃত্তে তিহাস—প্রাণিবিদ্যা—শিল্প—সাহিত্যাদি—দ্যোতক মাসিক পত্র, নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত, বড় বড় ২৪ পৃষ্ঠা পরিমাণে, সমাজের অনুমত্যনুসারে সন ১২৬৪ সালের বৈশাখ মাসাবধি বিদ্যোৎসাহী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। বিনা মাসুলে ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

৪ র্থ। বিবিধার্থ সংগ্রহে যে সকল চিত্র প্রকটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার আদর্শ বিক্রয় করা যাইবেক; যাহার প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সম্পাদক, ই, বি, কাউয়েল সাহেব (স্পেন্সের হোটেল ১৩ নং বাটী) অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক, অথবা বিবিধার্থের সম্পাদক মহাশয় দিগের নিকট তত্ত্ব করিবেন। মৃত বিটন সাহেব বিলাত হইতে যে সকল চিত্র আনাইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকারেরা বিনাব্যয়ে ব্যবহারার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৫ ম। নিম্ন লিখিত ডেপুটী ইনস্পেকটর মহাশয়েরা অনুবাদক সমাজের পুস্তক বিক্রয় বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব দূর দেশবাসী বিদ্যোৎসাহী মহাশয় দিগের প্রতি নিবেদন এই, গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তক সকল প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা যেন উক্ত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ডাকের মাসুল লাগিবে না।

| নাম | জেলা |
| --- | --- |
| শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ | হুগলি। |
| কালিদাস মৈত্র | বর্দ্ধমান। |
| উমাচরণ হালদার | মেদনীপুর |
| ব্রহ্মমোহন মল্লিক | হাবড়া। |
| কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় | মুরশিদাবাদ। |
| হরিশঙ্কর দত্ত | বাঁকুড়া। |
| ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় | নবদ্বীপ। |
| রামলাল মিত্র | বারাসাই। |
| পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় | বীরভূম। |
| মেং এফ, জোহানেস | মালদহ। |
| জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | চব্বিশপরগণা ও বারাসত |
| নীলমণি সেন | পাবনা॥ |
| আলাহাদাদ খাঁ। | ফরিদপুর। |
| দিনবন্ধু মল্লিক | ঢাকা। |
| শ্যামাচরণ বসু | বরিসাল। |
| দয়ালচাঁদ রায় | যশোহর। |
| মেং জ্যাকশন | রঙ্গপুর। |
| হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | দিনাজপুর। |
| শ্যামাচরণ শর্ম্মা | বোগড়া। |
| বৈকুণ্ঠনাথ সেন | মৈমুনসিংহ। |
| কমলনাথ ঘোষ | সিলহট। |

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক।

সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি মানিকতলা ষ্ট্রীট

৪৬।৪৭ সংখ্যক ভবন।